সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়ন

জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপন

ও

নিরসন কর্ম পরিকল্পনা প্রতিবেদন

প্রনয়ণে-

সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

সহযোগিতায় ঃ UNDP, DFID & CDMP

CDMP
Comprehensive Disaster Management Programme

DFID Department for International Development

UNDP

সোনাবাড়িয়া ইউনিয়ন

কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপন

I

নিরসন কর্ম পরিকল্পনা প্রতিবেদন

কারিগরি সহায়তায় ঃ আইডিও

তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনে ঃ

ইআরএমএফ-এলডিআরআরএপি প্রকল্প টীম

আইডিও

কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

ব্যবস্থাপনায় ঃ

মোঃ মিজানুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক

আইডিও-সিডিএমপি পার্টনারশীপ প্রকল্প
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ কর্মশালা
বাস্ড়বায়নযোগ্য পরিকল্পনা প্রতিবেদন

ইউনিয়ন - সোনাবাড়ীয়া, উপজেলা-কলারোয়া

জেলা- সাতক্ষীরা।

মুখবন্ধ

বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত। ভৌগলিক অবস্থা, অবস্থান ও আবহাওয়ার কারণে স্থানভেদে এদেশে প্রতি বছর বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, খরা, টর্নেডো, জলোচ্ছাস, কালবৈশাখীর মত নানা ধরণের প্রাকৃতিক আপদ আঘাত হানে। অবস্থানগত কারণে ভূমিকম্প এদেশের জন্য আরও একটা আপদ, অন্যদিকে নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় প্রায় প্রতিবছরই নদী ভাঙ্গনের কারণে প্রতিনিয়ত লাখ লাখ মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন আপদ মানব জীবনকে প্রতিনিয়ত আতঙ্কগ্রস্থ রাখে। এ সমস্ড় আপদের প্রভাবে এলাকার মানুষের সহায় সম্পদসহ জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়, এর ফলে শুধুমাত্র জনগোষ্ঠীরই ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা নয়, জাতীয় সম্পদ ও অর্থনীতিতেও ব্যাপকভাবে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশ মারাত্মক দুর্যোগ প্রবণ দেশ হলেও ইতি পূর্বে ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচীর মাধ্যমে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর সুদুর প্রসারী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ত্রাণ ও পুনর্বাসনকেই বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার ইউএনডিপি ও অন্যান্য দাতাগোষ্ঠীর সহায়তায় সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক এক যুগান্ড়কারী কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিকভাবে সমাজের বিভিন্নস্ড়রের জনসাধারণ ও স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয়ে স্থানীয় ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা প্রশমনের লক্ষ্যে পর্যালোচনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ননের উদ্যোগ গ্রহন করে। ঝুঁকি নিরসন কর্মপরিকল্পনায় স্থানীয় আপদ সমূহ চিহ্নিত করে ঝুঁকি নিরসনের জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে আলাদাভাবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে। ডিএফআইডি ও ইউএনডিপির আর্থিক সহায়তায় ও বাংলাদেশ সরকারের অধীনে এ কর্মসূচীর প্রণয়নকৃত কর্মপরিকল্পনা স্থানীয় ঝুঁকি হ্রাসে সুদূর প্রসারী অবদান রাখতে পারবে বলে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি মনে করে।

ইউনিয়ন ভিত্তিক ঝুকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে স্থাণীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে কৃষক, ভুমিহীন, নারী ও প্রতিবন্ধী এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেন। বিশেষ করে অত্র এলাকায় কর্মরত বে-সরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আইডিও এর ইআরএমএফ-এলডিআরআরএপি প্রকল্প টীমের কর্মীদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ড় পরিশ্রম ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়নে যথার্থ অবদান রেখেছে। তাদের এ কর্ম প্রচেষ্ঠা ও অক্লান্ড় পরিশ্রমের ফলে সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলাধীন সোনাবাড়িয়া ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি বাস্ড়ব সম্মত ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। অত্র ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস কল্পে প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন কর্মকা সমূহ প্রাধান্য লাভ করেছে। তন্মধ্যে সোনাই নদী খনন, খাল খনন, বাড়ির ভিটা উঁচু করণ, রাস্ড়া উঁচুকরণ এবং আর্সেনিক মুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন উলে- খযোগ্য। যা বাস্ড়বায়িত হলে স্থানীয় দুর্যোগের ঝুঁকি সমূহ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং জনগণের জীবন/জীবিকা ও সহায় সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আমি সোনাবাড়িয়া ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে ঝুঁকি হ্রাস কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশি- ষ্ট সবাইকে আন্ড়রিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

নির্বাহী পরিচালক
ইআরএমএফ-এলডিআরআরএপি প্রকল্প
কলারোয়া, সাতক্ষীরা
আইডিও
কেশবপুর, যশোর।

সভাপতি
ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও চেয়ারম্যান
সোনাবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- কলারোয়া
জেলা- সাতক্ষীরা।

প্রকল্প বাস্ড়বায়ন কর্মকর্তা
উপজেলা- কলারোয়া
জেলা- সাতক্ষীরা।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
উপজেলা- কলারোয়া
জেলা- সাতক্ষীরা।

সুচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা ও পটভূমি	১-২
২.	কেন এলাকায় সি. আর. এ করা হ'ল	২
৩.	ইউনিয়নের জনগণ, জীবন-জীবিকা ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৩
৪.	অবস্থান, আয়তন, প্রকৃতি ও জনংখ্যা	৪
৫.	শিক্ষা	৪-৫
৬.	স্বাস্থ্য/পরিবার পরিকল্পনা	৫
৭.	যোগাযোগ	৬
৮.	নদী, খাল, বিল ও জলাশয়	৬-৭
৯.	অর্থনৈতিক কর্মকান্ড	৭-৮
১০.	ধর্ম	৮
১১.	সামাজিক দল	৮
১২.	প্রতিষ্ঠান, আশ্রয় কেন্দ্র , এনজিও	৯
১৩.	হাট, বাজার	৯-১০
১৪.	খেলার মাঠ	১০
১৫.	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	১০
১৬.	রাজনৈতিক সংগঠন	১০
১৭.	ভূমি ও ভূমির ব্যবহার	১০
১৮.	বাঁধ, কৃষি, খাদ্য, বনায়ন	১০-১১
১৯.	জীব ও বৈচিত্র	১১-১৩
২০.	গবাদী পশু/পাখী	১৩
২১.	মৎস্য চাষ	১৩
২২.	বিদ্যুৎ	১৩
২৩.	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন	১৩
২৪.	ইউনিয়ন মানচিত্র	১৪
২৫.	উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কিত তথ্যাবলী	১৫
২৬.	টি.আর, কাবিখা ও ভিজিডি	১৬
২৭.	ব্রীজ/কালভার্ট	১৬
২৮.	কৃষি বিষয়ক, বিগত ৫ বছরে কৃষিতে ক্ষয় ক্ষতির বিবরন	১৬
২৯.	ইউনিয়নের বিভিন্ন আপদ ও দুর্যোগ প্রেক্ষিত	১৭
৩০.	নদী ভাঙ্গন	১৮
৩১.	বন্যা (পানির স্তর সময়কাল ব্যাপ্তি)	১৮
৩২.	বৃষ্টিপাত	১৮-২৮
৩৩.	ভূগর্ভস্থ পানির অবস্থা	২৯
৩৪.	ভূমির প্রকৃতি	২৯
৩৫.	খরা, তাপদাহ, শিলাবৃষ্টি, টানাবৃষ্টি	২৯
৩৬.	টর্ণেডো, লবনাক্ততা, তাপদাহ ও শৈত প্রবাহ	৩০
৩৭.	জীবন-জীবিকার ধরণ, সংকট ও সম্ভাবনা	৩১-৩২
৩৮.	বিগত দিনে এলাকায় ঘটে যাওয়া দুর্যোগের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত	৩৩
৩৯.	সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও উপকারসমূহ	৩৪-৩৬
৪০.	মূলতথ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার প্রশ্নপত্র (আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক)	৩৭-৩৯
৪১.	পরিশিষ্ট -১ ঃ সকল আপদ চিহ্নিত করণ	৪০
৪২.	পরিশিষ্ট - ২ ঃ বিপদাপন্ন খাত সমূহ	৪০

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
৪৩.	পরিশিষ্ট - ৩ ঃ বিপদাপন্ন উপাদান সমূহ	৪০
৪৪.	পরিশিষ্ট -৪ ঃ আপদের ঝুঁকি বিবরণ	৪০-৪১
৪৫.	পরিশিষ্ট - ৫ ঃ ঝুঁকি বিশে- ষণ মূল্যায়ন	৪১-৪৪
৪৬.	ঘটার সম্ভাবনা ও পরিণতির বর্ণনা	৪৪
৪৭.	ঝুঁকির স্ড়র বিন্যাস	৪৫
৪৮.	পরিশিষ্ট - ৬ ঃ ঝুঁকি অগ্রাধিকার করণ	৪৫
৪৯.	পরিশিষ্ট - ৭ ঃ কারণ বিশে- ষণ	৪৬-৪৭
৫০.	পরিশিষ্ট - ৮ ঃ ঝুঁকি হ্রাস উপায় ও কৌশল সমন্বয়করণ ও অগ্রাধিকার	৪৭-৪৯
৫১.	পরিশিষ্ট - ৯ ঃ উপায় সমূহ বাস্ড়বায়নের সামাজিক, রাজনৈতিক, কারিগরি, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত প্রভাব বিশে- ষণ	৫০-৫৫
৫২.	পরিশিষ্ট - ১০ ঃ সংশি- ষ্ট চলমান কার্যক্রম ও এর সফলতার সীমাবদ্ধতা সমূহ চিহ্নিত করণ	৫৬-৫৮
৫৩.	পরিশিষ্ট - ১১ ঃ সংশি- ষ্ট চলমান কার্যক্রম ও এর সফলতার সীমাবদ্ধতা সমূহ চিহ্নিত করণ (বিকল্প)	৫৯
৫৪.	পরিশিষ্ট - ১২ ঃ বিকল্প উপায় সমূহ বাস্ড়বায়নের সামাজিক, রাজনৈতিক, কারিগরি, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত প্রভাব বিশে- ষণ	৫৯-৬০
৫৫.	পরিশিষ্ট - ১৩ ঃ খসড়া কর্মপরিকল্পনা তৈরী (মূল উপায়কে ঘিরে)	৬১-৬৬
৫৬.	পরিশিষ্ট - ১৪ ঃ খসড়া কর্মপরিকল্পনা তৈরী (বিকল্প উপায়কে ঘিরে)	৬৭
৫৭.	পরিশিষ্ট ১৫ ঃ সি আর এ তে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির তালিকা	৬৮
৫৮.	দূর্যোগ এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে জে ার ও সামাজিক সুবিধা বঞ্চিতদের বিষয় পর্যালোচনা	৬৯-৭২
৫৯.	পরিশিষ্ট ১৬ ঃ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি (প্রক্রিয়া ও একীভূত ফলাফল ছক)	৭২
৬০.	পরিশিষ্ট ১৭ ঃ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি (প্রক্রিয়া ও একীভূত ফলাফল ছক)	৭৩
৬১.	পরিশিষ্ট ১৮ ঃ আপদের ক্ষতির মাত্রা ও সম্ভাব্যতা (ভ্যন ডায়াগ্রাম, প্রক্রিয়া ও একীভূত ফলাফল ছক)	৭৪
৬২.	ইউনিয়ন সামাজিক মানচিত্র	৭৫
৬৩.	ইউনিয়ন আপদ মানচিত্র	৭৬
৬৪.	পরিশিষ্ট ১৯ ঃ পরিভ্রমন প্রতিবেদন	৭৭-৭৮
৬৫.	পরিশিষ্ট ২০ ঃ সমঝোতা তৈরীর সূচক সমূহের বিশে- ষণ	৭৯
৬৬.	পরিশিষ্ট ২১ ঃ সিআরএ কর্মশালার তারিখ (সেশন ভিত্তিক তারিখ সমূহ)	৭৯
৬৭.	পরিশিষ্ট ২২ ঃ প্রকল্প টীমের কর্মীদের নামের তালিকা	৭৯
৬৮.	পরিশিষ্ট ২৩ ঃ মাঠ পর্যায়ে সি আর এ কর্মশালায় অংশ গ্রহণকারীদের নামের তালিকা	৮০-৮৩
৬৯.	**পরিশিষ্ট ২৪ ঃ** ইউনিয়নে চুড়ান্ড় খসড়া পরিকল্পনা প্রনয়ণ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা	৮৪
৭০.	**পরিশিষ্ট ২৫ ঃ** ইউনিয়ন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা	৮৫
৭১.	উপসংহার	৮৬

ভূমিকা ও পটভূমি ঃ

ভূমিকা ঃ

১৮৭০ সালে গ্রাম চৌকিদারী আইন পাশের মধ্যদিয়ে স্থানীয় সরকার কাঠামো তথা ইউনিয়ন পরিষদের সুচনা হয়। ১৮৭০ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ড় সময়ে স্থানীয় সরকার কাঠামোকে শক্তিশালী করে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের সেবাদানকারী বিশ্বস্ড় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন সরকার কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা প্রনীত হলেও বহুবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে আজও সর্ব-স্ড়রের জনগণের পূর্ণ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। এ নিয়ে সৃজনশীল নানা পরিকল্পনা গ্রহণের পাশাপাশি স্থানীয় সরকারের জবাবদিহিতা ও সু-শাসন প্রতিষ্ঠার উপর সরকার গুর"ত্বারোপ করেছে।

অপর দিকে ২০০০ সালের ভয়াবহ বন্যার পর থেকে অত্র ইউনিয়নের বেশীরভাগ এলাকা বছরের প্রায় ৩-৪ মাস পর্যন্ড় সময় জলাবদ্ধ অবস্থায় থাকে, কালের বিবর্তনে প্রায় প্রতিবছরই অন্যান্য আপদ যেমন: বন্যা, খরা, ঝড়, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, আর্সেনিক ইত্যাদি নানাবিধ কারণে সৃষ্ট দুর্যোগজনিত ঝুঁকির ফলে এলাকার কৃষি নির্ভর পরিবারগুলো ফসল উৎপাদনে ব্যর্থ হয়ে দিন দিন দরিদ্র থেকে হতদরিদ্রে পরিনত হচ্ছে। মৌলিক চাহিদা পূরনার্থে মানুষ পেশা পরিবর্তন করে রিক্সা, ভ্যান চালনাসহ অন্যান্য অকৃষি কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। অভাবের তাড়নায় পরিবারের বিদ্যালয়গামী ছেলেমেয়েরা শিক্ষাবিমুখ হয়ে শিশুশ্রমের বিনিময়ে আয় রোজগারের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ফলে সমাজে নানবিধ অস্থিরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবমিলে এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকা মারাত্মকভাবে হুমকীর সন্মুখীন এবং জাতীয় উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে সাধারণ দরিদ্র জনগণ প্রতিনিয়ত ত্রাণনির্ভর হয়ে পড়ছে। এলাকার সাধারণ জনগণ মনে করে যে, নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণ দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি নির"পন ও তা প্রশমনে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে, সে কারণে ইউনিয়ন পরিষদের বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা দূর করে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে দুর্গত এলাকার সার্বিক উন্নয়নে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। সাম্প্রতিক বছর গুলোতে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন বরাদ্দের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রন আরোপিত হয়ে আসছে। অপরদিকে ইউনিয়ন পরিষদের উপর জনগণের দাবী, আস্থা ও চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উলে- খিত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়, ইউএনডিপি ও ডিএফআইডি'র সহায়তায় দেশের দুর্যোগপ্রবণ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সমূহের ভুক্তভোগী ত্রাণনির্ভর জনগোষ্ঠীর দুর্যোগের কারণ বিশে- ষণ করে সম্ভাব্য ঝুঁকি নির"পন ও তা প্রশমন পরিকল্পনা প্রনয়নে সিডিএমপি'র সার্বিক তত্ত্বাবধানে **সমাধান** সংস্থা সাতক্ষীরা জেলার অন্ড়র্গত কলারোয়া উপজেলার সোনাবাড়িয়া ইউনিয়নের কৃষক, নারী, ভূমিহীন ও প্রতিবন্ধী/বয়স্ক ইত্যাদি জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহনে এবং ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মানিত সদস্যদের সার্বিক সহায়তায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সিআরএ'র মাধ্যমে **এলডিআরআরএপি** শিরোনামে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রনয়নের কাজ সম্পন্ন করে। পরবর্তীতে এই প্রনীত পরিকল্পনাসমূহ চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলধারায় সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্ড়বায়ন করা যেতে পারে।

এলাকার মানুষ মনে করে যে, এই পরিকল্পনা বাস্ড়বায়ন হলে ইউনিয়নের দূর্যোগজনিত ঝুঁকি কমানো সম্ভব হবে। সাথে সাথে এলাকার মানুষ ক্ষয়-ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে। জীবন ও জীবিকার সন্ধানে এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় যাওয়ার প্রবনতা অনেকাংশে কমে আসবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অর্থনৈতিকভাবে ইউনিয়নবাসী লাভবান হবে।

পটভূমি ঃ

সোনাই বিধৌত অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশিষ্ট সোনাবাড়িয়া ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রবীনদের কাছ থেকে যতদুর জানা যায়। নদীর স্রোতধারা সমূহ বিভিন্নভাবে গতি পরিবর্তন করে নতুন নতুন চর রেখে যাওয়াই নদীর ধর্ম। সোনাই পলিদ্বারা সোনাবাড়িয়া জনপদ গঠিত হয়েছে। বিশেষ করে সোনাবাড়িয়া ইউনিয়নের মাটি খুড়লে এখনও মাটির নিচে কাঠ এবং টিউবওয়েল ও ডিপটিউবওয়েল স্থাপনের সময় বিভিন্ন আকারের পাথর পাওয়া যায়। এ থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, উক্ত অঞ্চল এক সময় সুন্দরবনের অংশবিশেষ ছিল। কালের বিবর্তনে বনভূমি ধ্বংস হয়ে তার উপর পলি জমে ভূ-ভাগ গঠিত হয়েছে এবং ভূ-ভাগ গঠনের পরবর্তীতে কৃষিকাজ শুর"র ফলে বসতি গড়ে উঠেছে।

উপকূলীয় অঞ্চলে তৎকালীন পাকিস্ড়ান আমলে আয়ূব খাঁন সরকারের সময় সবুজ বিপ- ব ঘটানোর জন্য ৬০-এর দশকে অপরিকল্পিতভাবে বেড়ীবাঁধ ও স্-ুইচগেট নির্মান করে। উলে- খ্য যে, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ভূ-ভাগ গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগেই উক্ত বেড়ীবাঁধ ও স্-ুইচগেট নির্মান করা হয়েছিল। এ অঞ্চলে প্রবাহিত নদীগুলি উজানের পানি থেকে যেমন বঞ্চিত হতে থাকে অপরদিকে বঙ্গোপসাগরের পলিদ্বারা দ্র“ত কপোতাক্ষ নদের তলদেশ ভরাট হতে থাকে। ভরাট প্রক্রিয়া বর্তমান পর্যন্ড় চলমান আছে। সোনাবাড়িয়া অঞ্চলের পানি নিষ্কাশনের একমাত্র মাধ্যম ঐতিহাসিক কপোতাক্ষ নদ। কপোতাক্ষ নদ ক্রমান্বয়ে পলিদ্বারা ভরাট হওয়ার কারণে সোনাবাড়িয়া ইউনিয়ন খুব কম পরিসরে ৮০ দশক থেকে জলাবদ্ধতার সুত্রপাত ঘটে এবং ক্রমান্বয়ে ২০০০ সালে তা প্রকট হতে প্রকটতর আকার ধারণ করে অত্র এলাকায় স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করছে, ফলে মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর মারত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশসহ পারিবারিক জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠছে।

কেন এলাকায় সি .আর. এ করা হ'ল ঃ

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলাদেশের দুর্যোগ প্রবন এলাকায় দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসুচির (সিডিএমপি) মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠির দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপন ও তা নিরসন কল্পে নানবিধ উদ্যোগ গ্রহন করেছে। বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় ত্রাণ ও পূনর্বাসন নির্ভর দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল পরিবর্তন করে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি নিরসন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রাকৃতিক, পরিবেশগত এবং মানবসৃষ্ট আপদ সমূহের প্রভাব থেকে জনসাধারণ বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতাকে একটি প্রশমনযোগ্য এবং সহনীয় মানবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা ও খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধানের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এ পর্যায়ে **সিডিএমপি** দুর্যোগপ্রবণ জেলা ও উপজেলাসমূহ চিহ্নিত করে পরীক্ষামূলকভাবে দুর্যোগে ঝুঁকি নির“পন ও তা প্রশমন পরিকল্পনা প্রনয়নের কাজ শুর“ করে। এই উদ্যোগে সাতক্ষীরা জেলা দুর্যোগ প্রবন জেলা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

এ জেলার কলারোয়া উপজেলাধীন সোনাবাড়িয়া ইউনিয়নে বন্যা, আর্সেনিক, জলাবদ্ধতা, খরা, ঝড় ও আর্সেনিক ইত্যাদি আপদের প্রবনতা অনেক বেশী। এছাড়া প্রতিবছরই কপোতাক্ষ নদের পানি উপছে এই ইউনিয়নের সোনাবাড়িয়া, কাঁকডাঙ্গা, গড়াখালী ও বোয়ালিয়া গ্রাম সমূহ ব্যাপক ভাবে প-াবিত হয়। প্রাথমিক কারণ হিসেবে উলে- খিত গ্রামগুলি একেবারেই নদীর পাশে অবস্থিত বলে জানা যায়, ফলে জনগণকে সারা বছর কোন না কোন আপদের দ্বারা সৃষ্ট দুর্যোগে ব্যাপক সম্পদ ও জীবনহানীর মত অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এতদলক্ষ্যে দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রকৌশলী বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন সময়ে নানা প্রকার পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্ড়বায়ন করে থাকলেও সাধারণ মানুষের দুর্যোগজনিত ঝুঁকিসমূহ উলে- খযোগ্য হারে নিরসন হয়নি। ব্যর্থতার কারণ হিসেবে জানা যায় যে, প্রতিটি পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্ড়বায়নে এলাকার ভুক্তভোগী সাধারণ জনগণের উলে- খযোগ্য অংশগ্রহন এবং মতামত প্রদানের সুযোগ ছিল না। তাই আপদের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি নিরসনে সাধারণ মানুসের অংশগ্রহণ ও পরামর্শ সম্বলিত পরিকল্পনা প্রনয়নই এই প্রকল্পের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য বাস্ড়বায়নার্থে এলাকার বিভিন্ন পেশার নারী ও পুর“ষের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে সম্ভাব্য সকল আপদ ভিত্তিক ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা প্রশমনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্ড়বায়নের রূপরেখা তৈরীর লক্ষ্যেই **সি. আর. এ** করা হয়।

সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নের জনগণ, জীবন-জীবিকা ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নের জনগণ, জীবন-জীবিকা ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাবলী ঃ

১। অবস্থান, আয়তন ও প্রকৃতি ঃ

অবস্থান ঃ

কলারোয়া উপজেলা সদর থেকে ৮ কিঃ মিঃ পশ্চিমে সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়ন অবিস্থত। এই ইউনিয়নের পূর্বে হেলাতলা ইউনিয়ন। পশ্চিমে ভারত (ইন্ডিয়া), উত্তরে কেরালকাতা, চন্দনপুর ইউনিয়ন ও দক্ষিণে কেঁড়াগাছি ইউনিয়ন অবস্থিত।

আয়তন ঃ

ইউনিয়নের আয়তন প্রায় ১৮.৮৫ বর্গ কিঃ মিঃ। মোট ৮ টি গ্রাম নিয়ে ইউনিয়টি গঠিত। গ্রাম গুলো হলো- ভাদিয়ালী, রাজপুর, মাদরা, সোনাবাড়ীয়া, বেলী, চানদা, বড়ালী ও রামকৃষ্ণপুর।

প্রকৃতি ঃ

সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়ন দেখতে অনেকটা বাংলা ব্যাঞ্জন বর্ণ **"ব"** অক্ষরের ন্যায়। ইউনিয়নটি পূর্ব-পশ্চিমের তুলনায় উত্তর দক্ষিণে কিছুটা লম্বা। এখানে সকল ধরণের ফসল উৎপাদন হয়ে থাকে। তবে উলে- খ যোগ্য ভাবে কৃষকগণ সব্জীর আবাদ করে থাকে। দমদম বাজার থেকে পাইকারী ব্যবসায়ীগণ সব্জী ক্রয় করে সাতক্ষীরাসহ অন্যান্য জেলায় রপ্তানি করে থাকে। এছাড়া শীত মৌসুমে ব্যাপক ভাবে রবিশস্য চাষ হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কমবেশী ইউনিয়নের সর্বত্র বিদ্যমান।

প্রবীনদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, সোনাবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিকে সোনাবাড়ীয়া ও লাউডুবি সংলগ্ন রাস্ড়ার পশ্চিম পাশে কোম্পানী পুকুর অবস্থিত। ইংরেজরা (ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী) এই পুকুরটি জনসাধারণের জলের কষ্ট নিবারণের জন্য খনন করেছিল। অনেকে আবার মনে করেন নীল পচানোর জন্য পৃথকভাবে এই পুকুরটি খনন করা হয়েছিল। সোনাবাড়ীয়া নীলকুঠি এই পুকুরের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। সোনাবাড়ীয়া বাজারে রানী রাশমণির জমিদারী কাছারী ও অস্থায়ী বাসভবন ছিল। বর্তমান কৃষি ব্যাংকের উত্তর পার্শে ও সোনাবাড়ীয়া ইউপি অফিসের পূর্ব পার্শের বৃহৎ পুকুরটিও রানী রাশমণি খনন করেন। পুকুরের ঘাট এখনও বাধানো আছে তবে সংস্কারের অভাবে ঘাটটি নষ্ট হতে চলেছে। রাণী যখন সোনাবাড়ীয়া আসতেন এবং অবস্থান করতেন তিনি হাতীতে চড়ে পুকুরে গিয়ে শান বাধানো ঘাটে দাঁড়িয়ে স্নান করতেন।

রানী রাশমণি জমিদারী ক্রয়ের পূর্বে ইংরেজরা নায়েবের মাধ্যমে জন সাধারণের কাছ থেকে জোর জুলুম করে খাজনা আদায় করতো। খাজনা বাকী থাকলে চাবুক মারা, ঘরবাড়ী ভাঙ্গা, ঘরবাড়ি দখল করা ছাড়াও ইংরেজ আমলে সোনাবাড়ীয়ার জমিদারের খাজনা আদায়ে ব্যতিক্রমধর্মী অত্যাচারের কাহিনী আছে। খাজনা দিতে ব্যর্থহলে কৃষকদের জমিদারের কাছারীর সম্মূখে প্রচন্ড ও উত্তপ্ত টানা রোদের মধ্যে খুটির সঙ্গে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে রাখা হতো এবং সুর্য়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করা হতো। এই ভাবে সূর্যোদয় থেকে সুর্যাস্ড় পর্যন্ড় কৃষকদের প্রতি অত্যাচার করা হতো। প্রতিদিন সূর্যাস্ড় পর্যন্ড় এই নিয়ম পালন করা হতো বলে ইংরেজরা এটাকে "সানসেটল" নামে আখ্যায়িত করে ছিল। সোনাবাড়ীয়ার কাছারীর সম্মুখস্ড় চত্বরে সূর্যের উত্তাপ অত্যন্ড় প্রচন্ড, ক্ষিপ্র, প্রখর ও অসহ্য ছিল। সারা দিন কাঠ ফাটা রোদের মধ্যে সুর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থেকে কৃষকদের শরীরে ফোসকা পড়ে যেতো। তাই একটা প্রবাদ বাক্যপ্রচলিত ছিল "রোদ দেখোতো সোনাবাড়ীয়ার কাছারী যাও"।

সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়ন কাপড়ের কল ও বস্ত্র শিল্পেও বেশ উন্নত ছিল। ব্যবসায়িক দিক দিয়েও ইংরেজরা সোনাবাড়ীয়া থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। ফলে ইংরেজরা সোনাবাড়ীয়াকে গোল্ড বাড়িয়া বলে আখ্যায়িত করত। পরবর্তীতে গোল্ডবাড়ীয়া থেকে বাংলায় এলাকারটি সোনাবাড়ীয়া নামে আত্ম প্রকাশ করে।

২। জনসংখ্যা ঃ

ইউনিয়নে মোট জন সংখ্যা ২১,১৪০ জন, তন্মধে পুরুষ ১০,৭৮৩জন, নারী ১০,৩৫৭ জন। এর মধ্যে বিপদাপন্ন জন সংখ্যা ৫৩০০জন, শিশু ৯১০ জন, বৃদ্ধ ২০২৩ জন (পুরুষ-৯২৯ জন, নারী-১০৯৪ জন)।
তথ্যসূত্র ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে- ক্স।

৩। শিক্ষা ঃ

সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নের শিক্ষার হার প্রায় ৫৫%। **সরকারী ও বে-সরকারী** বিদ্যালয় ভিত্তিক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ও উপবৃত্তির তথ্য নি ম্নে উলে- খ করা হ'ল-

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথ্য ঃ

ক্রম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	উপবৃত্তি প্রাপ্ত	
					ছাত্র	ছাত্রী
১.	সোনাবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৯	২০২	৪৩১	৭৬	৯২
২.	ভাদিয়ালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৫	৭৯	১৭৪	৩৮	৩০
৩.	রাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৮	৮৩	১৫১	২৫	৩১
৪.	রামকৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৮	৯৩	১৭১	৩৩	৩২
৫.	বড়ালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭২	৮৭	১৫৯	২৭	৩২
মোট ঃ		৫৪২	৫৪৪	১০৮৬	১৯৯	২১৭

বে-সরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথ্য ঃ

ক্রম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	উপবৃত্তি প্রাপ্ত	
					ছাত্র	ছাত্রী
১.	দক্ষিণ ভাদিয়ালী বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৭	৮০	১৫৭	২০	২৫
২.	উত্তর ভাদিয়ালী বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৪	৮৯	১৯৩	৪৩	৩৩
৩.	পূর্ব ভাদিয়ালী বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩১	৯২	২২৩	৪৭	৪২
৪.	মাদরা বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৮	৬৫	১৬৩	৪০	২৫
৫.	বেলী বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৫	৭৬	১৬৮	২৯	২১
মোট ঃ		**৫০৫**	**৪০২**	**৯০৪**	**১৭৯**	**১৪৬**

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার তথ্য ঃ

ক্রম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	উপবৃত্তি প্রাপ্ত	
					ছাত্র	ছাত্রী
১.	ভাদিয়ালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪০০	২৫৩	৬৫৩	০	২৪৫
২.	সোনাবাড়ীয়া সম্মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৯০	২৩৪	৬২৪	০	২১৫
৩.	রামকৃষ্ণপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	০	২০২	২০২	০	১৪২
৪.	শ্রীরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৩০	৮৭	৩১৭	০	৮৭
৫.	ওমার খাত্তাব (আঃ) দাখিল মাদ্রাসা	১৬৩	১৯২	৩৫৫	৪৮	৬৭
মোট ঃ		১১৮৩	৯৬৮	২১৫১	৪৮	৭৫৬

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য ঃ

ক্রম	**শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম**	**ছাত্র**	**ছাত্রী**	**মোট**	**উপবৃত্তি প্রাপ্ত**	
					ছাত্র	**ছাত্রী**
১	**সোনার বাংলা কলেজ**	২৮৬	১৩৪	৪২০	০	৮৯
মোট ঃ		২৮৬	১৩৪	৪২০	০	৮৯

তথ্যসূত্র ঃ উপজেলা শিক্ষা অফিস।

৪। **স্বাস্থ্য/পরিবার পরিকল্পনা ঃ**

ইউনিয়নের সক্ষম দম্পতি ৪,৫৩১ জন । জন্ম হার ২.২৪% এবং মৃত্যু হার ১.৮ %। একমাত্র স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রটি সোনাবাড়ীয়া বাজারে অবস্থিত তবে এখানে কোন জরুরী স্বাস্থ্য কেন্দ্র নাই। পয়:নিষ্কাশনের মধ্যে পাঁকা পায়খানা ৩৯৮২ টি, কাঁচা পায়খানা ৮৯৩ টি ও অন্যান্য ২৬৬ টি। আর্সেনিক যুক্ত নলকূপের সংখ্যা প্রায় ১৮০০ টি, আর্সেনিক মুক্ত গভীর নলকূপের সংখ্যা ৪৮ টি এবং অকেজো আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েলের সংখ্যা ২০ টি প্রায়।

৫। যোগাযোগ ঃ

ইউনিয়নের মধ্যে মোট পাঁকা রাস্ড়ার পরিমান প্রায় ১৫ কিঃ মিঃ, ইট বিছানো রাস্ড়া প্রায় ১০ কিঃ মিঃ, কাঁচা রাস্ড়া প্রায় ২৫ কিঃ মিঃ। কালভাট প্রায় ৩০০ টি, ঝুঁকি পূর্ণ সেতু নাই। সাধারণ মানুষের প্রধান যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা ভ্যান। ইউনিয়নের মধ্যে মোট ভ্যানের সংখ্যা প্রায় ১৫০ খানা। ইঞ্জিন চালিত ভ্যান ৪১খানা। মোটর সাইকেল (ভাড়ায় চালিত)- ২৫ খানা। ইউনিয়নের মধ্যে উলে- খ যোগ্য কোন প-াবিত রাস্ড়া নাই। (তথ্যসুত্র ঃ ইউনিয়ন পরিষদ)

এলাকার বেশীর ভাগ মানুষের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম হলো ভ্যান, ইঞ্জিন ভ্যান, বাইসাইকেল, মোটর সাইকেল। এছাড়া,যে সমস্ড় এলাকার রাস্ড়াগুলি কাঁচা তারা বর্ষা মৌসুমে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করে। মালামাল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহনের জন্য স্থানীয় ভাবে তৈরী ইঞ্জিন ভান ব্যবহার করে থাকে। তবে বন্যা কালীন সময়ে যখন রাস্ড়া ডুবে যায় তখন কাঠের তৈরী নৌকা ব্যবহার করে থাকে।

৬। নদী, খাল, বিল ও জলাশয় ঃ

নদী- ১টি, সোনাই নদী, ইউনিয়নের মধ্যে নদীর দৈর্ঘ্য ৪ কিঃ মিঃ।
খাল- ১ টি, খালটি সোনাই খাল নামে পরিচিত যার দৈর্ঘ্য ১৫ কিঃ মিঃ।
বিল -১৫ টি।

- ভাদিয়ালীর বিল
- সোনাবাড়ীয়ার বিল
- রামকৃষ্ণপুর বিল
- রাজপুরের বিল
- বড়ালীর বিল
- ন'কাঠির বিল
- সমর বিল
- দাকোপার বিল
- কদম তলার বিল
- কচুর বিল
- চাঁনদার বিল
- বেলীকুড়ের বিল
- বুজ তলার বিল
- সমরার বিল
- লাউ ডুবির বিল

ইউনিয়নে কোন জলাশয় নাই।

স্থায়ী জলাবদ্ধতা বিল ঃ

- ভাদিয়ালীর বিল
- সোনাবাড়ীয়ার বিল
- রামকৃষ্ণপুর বিল
- রাজপুরের বিল।
- বড়ালীর বিল।
- ন'কাঠির বিল।

ইউনিয়নের একেবারেই পশ্চিম পাশ দিয়ে সোনাই নদী বয়ে গেছে। বর্তমানে নদীতে কোন জোয়ার ভাটা সংঘটিত হয়না এবং লবন পানি আসার কোন সম্ভবনা নাই। নদীর নাব্যতা হারিয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করছে এবং দিন দিন খাল ও নদীর নাব্যতা কমে যাচ্ছে।

খরা ঃ বড়ালী, শ্রীরামপুর, রামকৃষ্ণপুর ও উত্তর সোনাবাড়ীয়ায় খরা মৌসুমে ব্যাপক খরা দেখা দেয়।

বন্যা ঃ সোনাই নদীর তীরঘেসে বড়ালী, ভাদিয়ালী, রাজপুর ও দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়ায় বন্যা দেখা দেয়।

সেচ ঃ ইউনিয়নের অধিকাংশ ভূমি বেলে দোঁ-আশ মাটি দ্বারা গঠিত হওয়ায় মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা খুবই কম। যার ফলে শুকনা মৌসুমে ফসল উৎপাদনের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির প্রয়োজন। চাষাবাদ করার জন্য ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা হয়। ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য ডিপটিউবওয়েল ৪৫ টি(বিদ্যুৎ চালিত- ১৩ টি, ডিজেল চালিত ৩২ টি) স্যালো টিউবওয়েল ৩০০ (বিদ্যুৎ চালিত ৩০ টি বাকী ২৭০ টি ডিজেল ইঞ্জিন চালিত)

৭। **অর্থনৈতিক কর্মকা ঃ**

কৃষি ঃ

অর্থনৈতিক কর্মকা র মধ্যে কৃষি ৫০%, দিনমজুর ৩০%, ব্যবসায়ী ২%, মাছ চাষ ৫%, চাকুরী ২%, হস্ড়শিল্প ২%, মৎস্য জীবি ৫% ও অন্যান্য ৪% পরিবার। এলাকার লোকজনের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় হ'ল কৃষি কাজ। কৃষি কাজের মধ্যে উলে-খযোগ্য হচ্ছে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে বোরো ধান চাষ করা। তাছাড়া একটু উঁচু জমিতে রবি মৌসুমে খেসাড়ী, অড়হর, পিয়াজ, সরিষা, গম, মসুরী, আলু ইত্যাদির চাষ করে। শীতকালে উঁচু জমিতে কপি, শিম, বেগুন, টমেটো, লাউ-এর চাষ হয়ে থাকে। তাছাড়া কৃষির পাশাপশি অনেক পরিবার বাড়ীর পাশের উঁচু জমিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কুল ও তুলার চাষ করে অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হচ্ছে।

দিন মজুর ঃ

আষাঢ় থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ড় বৃষ্টিপাতের ফলে এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং এসময় এলাকায় কৃষি কাজের সুযোগ কিছুটা কম থাকে। ফলে দিন মজুরের উপর নির্ভরশীল জনগণ বেকার হয়ে পড়ে এবং অভাবের মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করে। অধিকাংশ দিনমজুর কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত এবং সারা বছরই কম বেশী কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। উলে-খযোগ্য পরিমান মজুরী বৃদ্ধি পায় অগ্রহায়ণ, পৌষ, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে। এই সময় বোরো ধান রোপন ও কর্তনের সময়। তাছাড়া বর্ষা মৌসুমের পূর্বে মৎস্যঘের তৈরী করার সময় শ্রমিকের মজুরী বেড়ে যায়। মাঝে মধ্যে কাজের সন্ধানে সীমান্ড় বর্তী এলাকার খেটে খাওয়া জনগণ সময় সুযোগ বুঝে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে যেয়ে থাকে।

মুদি ব্যবসা ঃ

সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নের কিছু কিছু লোক রাস্ড়ার পাশে, তিন রাস্ড়ার মোড়, চৌরাস্ড়া মোড় এবং বাজারে মুদি ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তাছাড়া কিছু নারী এবং পুর ষ বাড়িতে, বাড়ীর বারান্দায় এবং কাঠদ্বারা নির্মিত বাড়ীর এরিয়া সংলগ্ন এলাকায় সাংসারিক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দোকানে বিক্রি করে থাকে। ইউনিয়নের বড় ব্যবসায়ীগণ সাধারণত সোনাবাড়ীয়া ও রামকৃষ্ণপুর বাজার ছাড়াও কলারোয়া বাজারে ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করে থাকে।

সব্জী ব্যবসা ঃ

এলাকার স্থানীয় কিছু সংখ্যক সব্জী ব্যবসায়ী সব্জী উৎপাদনকারীর (সব্জী চাষী) নিকট থেকে সপ্তাহের নির্ধারিত হাটবারে ক্রয় করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছে।

কাঠ ব্যবসা ঃ

প্রতিটি গ্রামে কম বেশী কাঠ ব্যবসায়ী আছে। ব্যবসায়ীগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরে গাছ ক্রয় করে। গাছকে তারা দুই ভাগে ভাগ করে একাংশ লগ (ফার্নিচারের জন্য)অপর অংশ জ্বালানী। জ্বালানী কাঠ স্থানীয় ভাবে ও স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে। লগ কাঠ গুলি বাজারের অবস্থা বুঝে স্থানীয় ভাবে অথবা এলাকার বাইরে বিক্রি করে।

মৎস্য চাষ ঃ

সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নে কম বেশী বিভিন্ন প্রজাতির মাছচাষ হয়ে থাকে। যেমন-সাদা মাছ (র ই, কাতল, কালবায়স, তেলাপিয়া, মৃগেল, পাঙ্গাশ, বাটা) চিংড়ি মাছ- গলদার চাষ হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শুধু মাত্র চিংড়ি মাছের চাষ হয়ে থাকে। এছাড়া অনেক পুকুর ও ঘেরে পরিকল্পিত উপায়ে র ই, কাতলা, কালবায়স, তেলাপিয়া, মৃগেল পাঙ্গাশ, বাটা মাছ চাষ হয়ে থেকে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস থেকে পৌষ মাস পর্যন্ড় মাছ চাষ হয়ে থাকে। অনেক ধনী মৎস্যচাষী ডিপ টিউবওয়েলের পানি দ্বারা ফাল্গুন চৈত্র মাসেও মাছ চাষ করে অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হচ্ছে।

মৎস্যজীবি ঃ

সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নে সাধারণত হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের লোক মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। হিন্দু মৎস্য জীবিদের বলা হয় পাড়ই/জেলে ও মুসলিম মৎস্য জীবিদের বলা হয় নিকারী। এই লোক গুলি এলাকার নদী, খাল, বিল, জলাশয় থেকে মৎস আহরণ করে।

এছাড়া অন্যের পুকুরে মাছ ধরা কাজে শ্রম নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। অগ্রাহায়ণ, পৌষ ও আষাড়-শ্রাবণ মাসে বেশী পরিমান মাছ ধরা পড়ে। বাকীটা সময় মৎস্যজীবিগণ অতিকষ্টের সাথে দিন অতিবাহিত করে থাকে। এ ছাড়া ধনী মৎস্য চাষীদের মৎস্যঘের ও পুকুরে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে।

বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী ঃ

এলাকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কম বেশী সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে। তাদের চাকুরীর অর্থদ্বারা জীবন যাপন করছে। যাদের মাসিক বেতন তুলনামূলক বেশী তারা উন্নত ভাবে জীবন যাপন করে এবং তারা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ।

হস্ড় শিল্প (বাঁশ, বেত) ঃ

ঋষি সম্প্রদায়ের লোক বাঁশ ও বেতের কাজ করে থাকে। বাঁশ দিয়ে ঝুঁড়ি, ডালা, বসার মোড়া, চাঙ্গারী, ফুলদানী, দোলনা, চাচ, কূলা, আওড়ী ইত্যাদি, বেত দ্বরা ধামা, বেতের চেয়ার, বেতের খুচি ও বিভিন্ন খেলনা তৈরী করে)।

ভ্যান শ্রমিক ঃ

আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে বৃষ্টির কারণে কাঁচা রাস্ড়ায় ভ্যান চলাচলের অনুপোযোগী হয়ে পড়ে, ফলে ভ্যান শ্রমিকদের আয়ে ভাটা পড়ে। তখন তারা এলাকা ছেড়ে শহর অঞ্চলে গিয়ে রিক্সা চালায়, এ সময় তারা প্রতিদিন বাড়ী ফিরতে পারে না। সপ্তাহে ১ দিন বাড়ী আসে। শহরের ভাড়া করা রিক্সার ভাড়া পরিশোধের পর সামান্য অর্থ হাতে থাকে, তা দিয়ে পরিবার পরিজনের খাবারসহ অন্যান্য খরচ মেটানো কষ্টকর হয়ে পড়ে ইউনিয়নের মধ্যে ০.৭৩% লোক ভ্যান/রিক্সা চালানোর সাথে সম্পৃক্ত। এছাড়া ২০০৫ সাল থেকে সোনাবাড়িয়া ইউনিয়নে ইঞ্জিনভ্যান ও টলির প্রচলন শুর“ হয়। ইউনিয়নের মাধ্যে প্রায় ৪১ খানা ইঞ্জিন চালিত ভ্যান আছে।

শিশুশ্রম ঃ

এলাকার দরিদ্র এবং হত দরিদ্র পরিবারের ছেলে এবং মেয়ে/ এতিম শিশুরা জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন খাবারের হোটেল, চায়ের দোকান, মুদি দোকান, লেদ কারখানা, ওয়েল্ডিং-এর দোকানে অভাবের তাড়নায় কাজ করে থাকে। মালিকগণ শুধু মাত্র খাদ্যের বিনিময়ে শ্রম নিয়ে থাকে। মেয়েরা বাসা বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে থাকে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদেরকে অনেক কঠিন কাজ করতে হয়। এছাড়া দরিদ্র এবং হত দরিদ্র পরিবারের ছেলেরা বছরের ৬ মাসের চুক্তিতে ধনী ব্যক্তিদের বাড়ীতে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে শীত মৌসুমে এ ধরণের চুক্তি ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড করে থাকে।

মহিলাদের আয়ের উৎস ঃ

হাঁস, মুরগী পালন, গর“-ছাগল পালন, হাতের কাজ, নকশী কাঁথা, ঝিয়ের কাজ ছাড়াও পুর“ষের পাশাপাশি মহিলারা মাঠে কৃষিকাজ সহ অন্যান্য সকল কাজ করে থাকে। কিন্ড় পুর“ষের তুলনায় মহিলারা পারিশ্রমিক কম পায়।

যুব কর্মসংস্থান ঃ

ইউনিয়নের যুব সম্প্রদায় বিভিন্ন রকম কর্মসংস্থানের সাথে জড়িত। যেমন- কৃষি, ভ্যানচালনা, দিনমজুর, সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী, মাছ চাষ, মুরগীর খামার, গর“ মোটাতাজাকরণ ইত্যাদি।

হাট-বাজার ঃ

সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নে হাট-বাজারের সংখ্যা ২ টি, যথা- সোনাবাড়ীয়া বাজার ও রামকৃষ্ণপুর বাজার। ইউনিয়নের সহজ লভ্য যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হল ভ্যান ও ইঞ্জিনভ্যান।

কাবিখা ঃ

- রাজপুর রাজ্জাক সাহেবের মোড় থেকে বাগীর পুকুরের পাশ পর্যন্ড় ৫০,০০০ টাকা
- সোনাই ব্রীজের দুই পাশে মাটি ভরাট ৫০,০০০ টাকা
- উত্তর ভাদিয়ালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছন থেকে সিদ্দিকের বাড়ী পর্যন্ড় কাঁচা রাস্ড়া নির্মান ১,৪০,০০০ টাকা
- বড়ালী দাতোলার বিল থেকে চানদার স্-ুইচ গেট পর্যন্ড় খাল খনন ৭৫,০০০ টাকা

৮। **ধর্ম ঃ** মুসলমান ৯৫%, হিন্দু ৪% খ্রীষ্টান ১%।

৯। **সামাজিক দল ঃ** তাঁতী, কামার, কুমার ও নাপিত ইত্যাদি।

১০। **প্রতিষ্ঠান ঃ**

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ

- **সোনাবাড়ীয়া** সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (খেলার মাঠ আছে)
- ভাদিয়ালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
- রাজপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
- রামকৃষ্ণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
- বড়ালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ

- দক্ষিণ ভাদিয়ালী বে -সরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়
- উত্তর ভাদিয়ালী বে-সরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়
- পূর্ব ভাদিয়ালী বে -সরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়
- মাদরা বে -সরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়
- বেলী বে -সরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ

- ভাদিয়ালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় (খেলার মাঠ আছে)
- সোনাবাড়ীয়া সম্মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয় (খেলার মাঠ আছে)
- রামকৃষ্ণপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় (খেলার মাঠ আছে)
- শ্রীরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মাদ্রাসা ঃ

- ওমর খাত্তাব (আঃ) দাখিল মাদ্রাসা(খেলার মাঠ আছে)

কলেজ ঃ

- সোনার বাংলা কলেজ(খেলার মাঠ আছে)

মসজিদ - ৩৫ টি
মন্দির - ২ টি (দক্ষিণ সোনাবাড়িয়া ও দক্ষিণ ভাদিয়ালী)

সরকারী অফিস ঃ ৬ টি (বিডিয়ার ক্যাম্প, পোষ্ট অফিস, ভূমি অফিস, কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, কৃষি ব্যাংক, ইউনিয়ন পরিষদ)

১১। **আশ্রয় কেন্দ্র ঃ**

সরকারী বা বে-সরকারী কোন আশ্রয় কেন্দ্র সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নে নাই।

১২। **এনজিও ঃ**

স্থানীয় এনজিও ঃ

সমাধান -স্থানীয় দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলা ও প্রশমনের জন্য কাজ করে থাকে।
আইডিও - দূর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলা ও প্রশমনের জন্য কাজ করে থাকে।

জাতীয় এনজিওঃ

ব্র্যাক - ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন, ঋণ, শিক্ষা।
আশা – শুধু মাত্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।
গ্রামীন ব্যাংক - শুধু মাত্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

১৩। **হাট ঃ**

সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নে ২ টি হাট যথা- ১. সোনাবাড়ীয়া, ২. রামকৃষ্ণপুর হাট। অধিকাংশ জনগণ মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এলাকার উৎপাদিত কৃষি যেমন- ধান, পাট, চাল, ডাল, তেল, লবন, পেঁয়াজ, রসুন, আলু, গম বিভিন্ন প্রকার সব্জী, মৌসুমি ফল, আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, ছফেদা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।

১৪। **বাজার ঃ**

সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নে ২ টি বাজার আছে। বাজারটি প্রতিদিন চলে, যার ফলে এলাকার লোকজনের নিত্য প্রয়োজনীয় মালামাল কেনা বেচা করে থাকে। বাজার দুটি হলো - উত্তর সোনাবাড়িয়া, রামকৃষ্ণপুর ।

১৫। **খেলার মাঠ ঃ**

১. সোনার বাংলা কলেজ মাঠ
২. সোনাবাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ
৩. সোনাবাড়ীয়া মাধ্যমিক স্কুল মাঠ
৪. সোনাবাড়ীয়া ওমর খাত্তাব (রাঃ) দাখিল মাদ্রাসা মাঠ
৫. রামকৃষ্ণপুর বালিকা বিদ্যালয় মাঠ
৬. ভাদিয়ালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ

খেলার মাঠ বর্ষাকালে ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। দীর্ঘ দিন মাঠ সংস্কার করা হয়নি যার ফলে বর্ষা মৌসুমে মাঠের বিভিন্ন স্থানে পানি বেঁধে থাকে। বর্ষা মৌসুমে ফুটবল খেলার খুব অসুবিধা হয়। শুষ্ক মৌসুমে মাঠ নিয়মিত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল ও হা-ডু-ডু খেলা হয়ে থাকে।

১৬। **সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ**

বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন হয়ে থাকে যেমন- শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসে স্কুলে কবিতা আবৃতি, গজল, গান ও নাটক মঞ্চস্থ হয়ে থাকে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন-দূর্গাপুঁজা, কালীপুজা, স্বরস্বতী পুঁজা ইত্যাদিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এ ছাড়াও বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ, সবেবরাত, বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল হয়ে থাকে।

১৭। **রাজনৈতিক সংগঠন ঃ**

- বি.এন.পি
- আওয়ামী লীগ
- জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
- জাতীয় পাটি

১৮। **ভূমি ও ভূমির ব্যবহার ঃ**

ক্রমিক নং	বিবরণ	মোট পরিমান (একর)	মন্ড়ব্য
১.	সমতল ভূমি	৪৫৯৪.২	
২.	আবাদী জমি	৩২৬০.৪	
৩.	অনাবাদী জমি	৪৯৪	
৪.	পুকুর	১৭২.৯	
৫.	বন	১২৩.৫	
৬.	ফলবাগান	২০৯.৯৫	
৭.	১ ফসলী জমি	৪৯.৪	
৮.	২ ফসলী জমি	২০৮৭.১৫	
৯.	৩ ফসলী জমি	১০৭৯.৩৯	

১৯। **মাটির প্রকৃতি ঃ** বেঁলে দো-আঁশ মাটি ৪০% ও এঁটেল মাটি ৬০% ।

২০। **বাঁধ ঃ**

সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নে কোন বাঁধ নাই। স্লুইচ গেট ২টি একটি উত্তর সোনাবাড়ীয়া, অপরটি চানদায়। ইউনিয়নের মধ্যে প্রায় ১৬৫ টি, ছোট বড় কালভাট আছে। তবে ঝুঁকিপূর্ণ কোন বাঁধ বা সেতু নাই।

২১। **কৃষি ঃ**

মোট আবাদী জমির পরিমান ৩২৬০.৪ একর, অনাবাদী জমির পরিমান ৪৯৪ একর, শস্য ক্ষেতের পরিমান ৩২১৫.৯৪ একর। সেচের আওতাধীন জমির পরিমান ৩২১১ একর প্রায়।

- আমন ও বোরো ধান চাষ করা হয়। (আমন-আষাঢ় হতে অগ্রাহয়ন মাস, বোরো-পৌষ হতে বৈশাখ মাস পর্যন্ড়)।
- এছাড়া উঁচু জমিতে উন্নত জাতের আম ও কুলের চাষ করে থাকে।
- সমতল জমিতে ধান, পাট ও বিভিন্ন জাতের সব্জী যেমন- পটল, উচ্ছে, বেগুন, সীম, মরিচ, ও আলুর চাষ হয়ে থাকে।
- বড় বড় পুকুর গুলোতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে র“ই, কাতলা, মৃগেল সিলভারকার্প, গ্রাসকার্প, পাঙ্গাশ ও তেলাপিয়া মাছের চাষ হয়ে থাকে।
- মৎস্য ঘের গুলিতে গলদা ও র“ই, মৃগেল, কমনকার্প, গ্রাসকার্প মাছের চাষ হয়ে থাকে।

শুধু মাত্র ২০০০ সালের বন্যার সময় সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নটির মোট আয়তনের ৯০% এলাকা ব্যাপক ভাবে প-াবিত হয়ে ছিল। এ বন্যায় এলাকার মানুষকে সর্বশান্ড় ও নিঃস্ব করেছে। যার ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারেই দূর্বল হয়ে পড়েছে। ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ এর মধ্যে কোন বন্যা সংগঠিত হয়নি বলে এলাকার সাধারণ জনগণ জানান।
এলাকায় খরার প্রবনতা একটু বেশী। বন্যা ও খরায় ধান, পাট, সব্জীসহ বিভিন্ন ধরণের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। ঘূর্ণিঝড়ে ফসল, আউশ ধান ও ফলের মৌসুমে কম বেশী ক্ষতি করে। তবে ঝড়ে অত্র ইউনিয়নে ব্যাপক আকারে কোন ক্ষতি হয়নি।
ফসল উৎপাদনের জন্য এলাকার কৃষিজীবি জনগণ প্রয়োজনের তাগিদে ফসলের মাঠে ডিপ ও স্যালো মেশিন স্থাপন করেছে। গভীর নলকূপের (ডিপ) সংখ্যা ৪৫ টি এবং অগভীর নলকূপের (স্যালো) সংখ্যা প্রায় ৩০০ টি।

২২। **খাদ্য ঃ**

এলাকার খাদ্য চাহিদার পরিমান ২৮৭০ মেঃ টন, উৎপাদনের পরিমান ৬৫৮৫ মেঃ টন, বছরে চাহিদা মিটানোর পর উদ্বৃত্ত থাকে ৩৭১৫ মেঃ টন। ইউনিয়নে ফসল উৎপাদনের তুলনায় বর্তমান কোন খাদ্য ঘাটতি নাই। একমাত্র খাদ্যগুদামটি সোনাবাড়ীয়া বাজারস্থ পরিষদের অনতিদুরে অবস্থিত। যার ধারণ ক্ষমতা ৮ মেঃ টন। গোডাউনে বর্তমানে কোন খাদ্যশস্য মজুদ নাই।

এলাকার মানুষ সাধারনত ভাত, মাছ, মাংশ, ডাল ও সব্জী খেয়ে থাকে। এছাড়া চাল, ডাল তেল, লবন, মরিচ একত্রে মিশিয়ে খিচুড়ী রান্না করে খেয়ে থাকে। বিভিন্ন সামাজিক লোকাচার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাদা ভাত পোলাও, বিরিয়ানী, মাছ, মাংস ও দধির আয়োজন হয়ে থাকে।

২৩। **বনায়ন ঃ**

রাস্ড়ার পাশে প্রায় ১৭ কিঃ মিঃ সামাজিক বনায়ন আছে (বনবিভাগ ও এনজিও কর্তৃক রোপিত)। শিশু, বাবলা, মেহগনি, নিম, শীলকড়ই প্রভৃতি গাছ আছে। এছাড়া স্থানীয় সরকার কর্তৃক ৩ কিঃ মিঃ রোপনকৃত নারিকেল গাছসহ অন্যান্য গাছ দেখতে পাওয়া যায়।
ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রায় ১৫ টি নার্সারী আছে। নার্সারীতে নতুন এবং কম বয়সী চারার সংখ্যা বেশী পরিমানে পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় ভাবে সামাজিক বনায়ন তৈরীর পরিকল্পনা আছে। ইউনিয়নের অভ্যন্ড়রীন রাস্ড়াগুলি উঁচু করে সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি করা হবে।

২৪। **জীব ও বৈচিত্র ঃ**

জীববৈচিত্র ঃ

সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নের জীববৈচিত্রের মধ্যে রয়েছে এলাকার বৃক্ষসম্পদ, জলজ উদ্ভিদ, স্থল ও জলজ প্রাণীকূল, দেশীয় পাখি ইত্যাদি। পূর্বে এলাকাটি জীববৈচিত্রের দিক থেকে বেশ সুন্দর ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাগান উজাড় করে কৃষিকাজ ও বসতি স্থাপন শুর“ করে। বর্তমানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও সমর্থ অনুযায়ী বৃক্ষ রোপন করছে। আম, খৈ, লেবু, কদবেল, বাবলা, শিমুল, কদম, বট, পাকুড়, ডুমুর, দেবদার“, বেঁত, বাঁশ ও ছাতিম ইত্যাদি গাছপালা কম এবং ক্রমশ কমছে। যে সকল কাঠজাতীয় বৃক্ষ বেশী পরিমান দেখা যায় তা হলো শিশু, রেইন্ট্রি, আম, মেহগনি ইত্যাদি।

ফুল জাতীয় ঃ

রক্তজবা, বাগান বিলাস, শিউলী, জবা, গোলাপ, গাঁধা, বেলী, রজনীগন্ধা, টগর, হাসনাহেনা, বকুল ইত্যাদি বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় দেখতে পাওয়া যায়।

ফল জাতীয় ঃ

আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, লিচু, কূল, সফেদা, পেয়ারা, আনারস, পেঁপে, তাল, সুপারি, ডালিম, খেজুর, নারিকেল, কামরাঙ্গা ইত্যাদি।

কম দেখা যায় ঃ

আমলকী, ডালিম, লেবু, কদবেল, করমচা, তেঁতুল, আতা, শরীফা, বেল, জামরুল ইত্যাদি।

ভেষজ গাছপালা ঃ

অর্জুন, কুমরকী লতা, ধূতরো, শিমুল মান্দার, হরিতকি, বহেরা, আমলকি, উলটকম্বল, ভেন্না, তেলাকুচু, বাবলা তুলসী, স্বর্ণ লতা, আকন্দ, থানকুনি পাতা, জর্মানী লতা, গুলঞ্চ লতা, চিচ্চিড়ে, নিম, নিশিন্ধা, কালকুসিন্দে, আড়হর, দূর্বাঘাস, আকন্দ, ভাদলা, ও নাটাফল প্রভৃতি। গাছ গুলি সাধারণত ঝোপের মধ্যে দেখতে পাওয়া যেত কিন্তু ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে আবাদী জমি বৃদ্ধি ও বসত বাড়ী নির্মানের ফলে ভেষজ বৃক্ষ গুলো খুব দ্রুত এলাকা থেকে বিলিন হতে চলেছে।

জলজ উদ্ভিদ ঃ

শাপলা, কচুড়ীপানা ও শেওলা ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদ অনিয়মতান্ত্রিক মৎস্য আহরণ, অতিরিক্ত মাত্রায় জমিতে রাসায়নিক সার ও কীট নাশক ব্যবহার করার ফলে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে বলে এলাকার জনগণ মতামত প্রকাশ করেন।

বন্যপ্রাণী ঃ

বনবিড়াল, খেঁকশিয়াল, বাগডাসা, বেজী ইত্যাদি ২০০০ সালের পর থেকে অনেকাংশে কমে গেছে। কারণ ২০০০ সালে ভারত থেকে বন্যার পানি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলাধীন কলারোয়া উপজেলায় প্রবেশ করে। স্মরণ কালের বন্যার পানি উপজেলার ৯২% এলাকা পানিমগ্ন অবস্থায় ৩ মাস ব্যাপী বিরাজ করে। যার ফলে বন্য প্রাণীকূল মারাত্মক ভাবে ক্ষতি সাধিত হয়। তাছাড়া প্রাকৃতিক ঝোপঝাড় পরিষ্কার, খাদ্যের অভাব, লোকজনের বিরূপ আচরণ, বন্য প্রাণী শিকার করা, ফসলের ক্ষেতে কীটনাশক প্রয়োগ ইত্যাদি কারণেও বন্য প্রানী খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে। উপকারী প্রাণী কমে ক্ষতিকর প্রাণীর উপদ্রব কিছুটা বাড়ছে।

স্ড়্যাপায়ী প্রাণী ঃ

গরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, বিড়াল, কুকুর, শিয়াল, খাটাশ, খেঁকশিয়াল, বাগডাসা, বেজী, চামচিকা, বাদুর ইত্যাদি স্ড়্যাপায়ী প্রানী এলাকায় বিদ্যমান, তবে অভাব অনটন, খাদ্য ও বাসস্থানের অভাবে এ সব প্রানীও বিলীনের পথে।

সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী ঃ

গোখরা সাপ, কান্দল সাপ, দাড়াস সাপ, গুইসাপ, জাত সাপ, ধোড়া সাপ, কুঁচে ইত্যাদি। ২০০০ সালের বড় বন্যা, লোকজনের বিরুপ আচারণ, রাসায়নিক সার ও কীট নাশক ব্যবহারে মাত্রা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে এ জাতীয় প্রাণী দিন দিন কমে যাচ্ছে।

উভচর প্রাণী ঃ

ব্যাঙের মধ্যে বর্তমানে সোনা ব্যাঙ, জলা ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৮৫ সাল থেকে বিদেশে রপ্তানী করার কারণে গ্রাম এলাকায় উলে-খযোগ্য পরিমানে ব্যাঙ কমে যায়। গত কয়েক বছর যাবৎ ব্যাঙ ধরা বন্ধ হলেও কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ব্যাঙ এর বংশবিস্ড়ার অনেকাংশে কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষি ফসল ও সব্জী ক্ষেতে পোকার আক্রমন বেড়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় পাখি ঃ

দেশীয় প্রজাতির পাখির মধ্যে ঘুঘু, শালিক, প্যাঁচা, দোয়েল, বক, চিল, কাক, চড়ুই, বাবুই, টিয়া,বাদুর,মাছরাঙা, পায়রা ইত্যাদি দেখতে পওয়া যায়। এসব প্রজাতির পাখির পরিমান দিন দিন কমে যাচ্ছে। পাখি শিকার করা, ঝোপঝাড় কমে যাওয়া, জমিতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারই এ সব পাখী কমে যাওয়ার প্রধান কারন।

অতিথি পাখি ঃ

সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নে উলে-খযোগ্য তেমন কোন অতিথি পাখির সন্ধান পাওয়া যায়নি তবে শীতকালে সোনাই নদী ও পার্শ্ববর্তী বিলে বালি হাঁস, পানকৌড়ী ও বক জাতীয় পাখি মাঝে মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

মৎস্য সম্পদ ঃ

দেশীয় প্রজাতির মাছের মধ্যে টাকী, শৈল, রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভারকার্প, সরপুঁটি, বোয়াল, গজাল, কৈ, শিং, চিতল, বেলে, চিংড়ি, টেংরা, কাকিলাশ, মাগুর, কালবাউস, পাবদা, রয়না, বাইন ইত্যাদি উলে-খযোগ্য। ৯০ দশকের পূর্বে এলাকায় এসব মাছ পর্যাপ্ত পরিমানে পাওয়া যেত।

ছোট বড় ও ডিম ওয়ালা মাছ আহরণ করা, জলাশয় গুলি সম্পূর্ণ পানি নিষ্কাশন করে মাছ ধরা, শুষ্ক মৌসুমে বিলের পানিতে কিছু সংখ্যক মা জাতীয় মাছ না রাখা। কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার ও কীট নাশক মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করা ইত্যাদির ফলে দেশীয় প্রজাতির স্বরপুঁটি, বোয়াল, চিতল, মাগুর কৈ ও রয়না ইত্যাদি মাছ বিলুপ্তির পথে।

জীব বৈচিত্রের সংরক্ষনের ব্যাপারে তেমন কোন উদ্যোগ সরকারী বা বেসরকারীভাবে পরিলক্ষিত হয় নাই।

২৫। **গবাদী পশু পাখি ঃ**

অধিকাংশ বাড়িতে গরু, ছাগল, হঁস, মুরগী ও ভেড়া পালন করে থাকে। ইউনিয়নে প্রায় গরু- ৬৩০০ টি, ছাগল-৭৫০০ টি, ভেড়া ৭০ টি, হাঁস ৬৫২৩ টি, মুরগী ১৫২৪৩ টি, রাজ হাঁস ৩৬৫ টি, তিতপাখি ২০ টি। গবাদি পশুর চারণ ভূমি উলে- খ যোগ্য পরিমানে না থাকলেও সব এলাকায় কম বেশী আছে। তবে বোরো ধান মাঠ থেকে উঠার পর কিছু দিন গরু মাঠে খোলামেলা ভাবে চারণ করে থাকে। পশুর সাধারণত জ্বরা, খুরা, গলাফোলা, কলেরা ও পেটফাপা রোগের বেশী দেখা দেয়। সরকারী ভাবে পশু চিকিৎসালয় আছে ১ টি তাছাড়া ইউনিয়নের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ০৫ জন পশু চিকিৎসক আছে তারা গ্রাম পর্যায়ে সেবা দিয়ে থাকে।

২৬। **মৎস্য চাষ ঃ**

প্রাকৃতিক ভাবে মাছ উৎপাদন ব্যহত হওয়ার সাথে সাথে বিকল্প উপায়ে মাছ চাষের জন্য এলাকার চাষীগণ ঘের ও পুকুরকে বেছে নিয়েছে এবং মাছের চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকায় মাছ চাষ বেশ লাভজনক হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে সোনাবাড়িয়া ইউনিয়নের পুকুরে মাছ চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাছ চাষীরা যে সমস্ত মাছ উৎপাদন করে থাকে এর মধ্যে হলো- তেলাপিয়া, রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, পাংগাস ও চিংড়ী মাছ ইত্যাদি উলে- খযোগ্য। প্রায় ৬৫ টি ছোট বড় পুকুরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছের চাষ করা হয়। মাছের রেনু পোনা উৎপাদনের জন্য ইউনিয়নের মধ্যে কোন হ্যাঁচারী নাই। তবে মৎস্য চাষ উন্নয়নের লক্ষ্যে মাঝে মাঝে উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তর ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কারিগরী সহায়তা প্রদান করে থাকে।
(সুত্রঃ ইউনিয়ন পরিষদ)

২৭। **বিদ্যুৎ ঃ**

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে বিদ্যুতের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় বিদ্যুতের সরবরাহ খুবই কম। যার ফলে বিদ্যুৎ চালিত কলকারখানা রেডিও, টিভি, কম্পিউটার, সেচযন্ত্র, স-মিল ধান মাড়াই ও গম মাড়াই মেশিন ইত্যাদি পরিচালনা ব্যহত হচ্ছে।
ইউনিয়নের মধ্যে বিদ্যুৎ কভারেজ আছে ৪৮%, বাকী রয়েছে ৫২ %, বিদ্যুৎ এর উৎস হ'ল পল- ী বিদ্যুৎ সমিতি, বিদ্যুৎ এর আওতায় কৃষি জমি প্রায় ১৪০০ একর। কিন্তু অতিরিক্ত লোডশেডিং-এর কারণে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। বর্তমানে প্রায় সকল সেচ ব্যবস্থা ডিজেল চালিত ইঞ্জিন দ্বারা পরিচালিত। খরা মৌসুমে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৩ থেকে ৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকে।

২৮। **পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা ঃ**

সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নে টিউবওয়েলের সংখ্যা প্রায় ১৮৬৫ টি। গোড়া পাঁকা টিউবওয়েলের সংখ্যা প্রায় ১৩৫০ টি, গোড়া কাঁচা টিউবওয়েরের সংখ্যা প্রায় ৪৩০ টি। অকেজো টিউবওয়েল প্রায় ৩৫ টি। এর মধ্যে প্রায় ৫০টি আর্সেনিক মুক্ত গভীর নলকূপ আছে। পায়খানা থেকে টিউবওয়েলের আনুমানিক দূরত্ব প্রায় ১৫-২০ ফুট। বন্যার ফলে পায়খানা ও টিউবওয়েল আক্রান্ত হয় না।

- প্রায় ১০০% নলকূপের পানিতে অতিরিক্ত মাত্রার আর্সেনিক বিদ্যমান।
- বেশীরভাগ পরিবারে নলকূপের পানি ব্যবহার করে।
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা অনুকূল না হওয়ায় পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত না হওয়ায় স্বাস্থ্যগত পরিবেশ হুমকির সম্মুখিন।

২৯। ইউনিয়ন মানচিত্র ঃ

সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়ন মানচিত্র
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

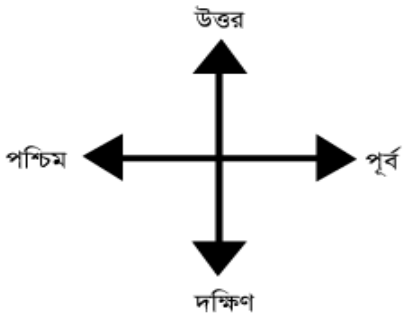

সাংকেতিক চিহ্ন

বিষয়	চিহ্ন
ইউনিয়ন সীমানা	
মৌজা সীমানা	
ইউনিয়ন পরিষদ	
কলেজ	
পুকুর	
চিংড়ি ঘের	
নলকূপ	
পাঁকা রাস্তা	
কাচা রাস্তা	
হাসপাতাল	
স্কুল	
মাদ্রাসা	
মসজিদ	
মন্দির	
হাট/ বাজার	
খেলার মাঠ	
কালভার্ট	
ব্রিজ	
কৃষি জমি	
খাস জমি	
বসতি	
খাল	
বন্যা	
জলাবদ্ধতা	
খরা	
ঝড়	
অতি বৃষ্টি	
আর্সেনিক	
অফিস	
ইট বিছানো রাস্তা	
শিলাবৃষ্টি	
স্লুইচ গেট	

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কিত তথ্যাবলী

৩০। **কাবিখা ঃ**

- রাজপুর রাজ্জাক সাহেবের বাড়ীর মোড় থেকে বাগীর পুকুরের পাশ পর্যন্ড় ৫০,০০০ টাকা ।
- সোনাই ব্রীজের দুই পাশে মাটি ভরাট ৫০,০০০ টাকা।
- উত্তর ভাদিয়ালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছন থেকে সিদ্দিকের বাড়ী পর্যন্ড় কাঁচা রাস্ড়া নির্মান ১,৪০,০০০ টাকা ।
- বড়ালী দাকোপার বিল থেকে চান্দার স্-ুইচ গেট পর্যন্ড় খাল খনন ৭৫,০০০ টাকা ।

কাবিটা ঃ চলতি অর্থ বছরে কোন কাজ হয়নি।

৩১। **ভিজিডি ঃ**

১৫০ পরিবারকে মাসিক ৩০ কেজি হিসাবে ভি.জি.ডি কার্ডের মাধ্যমে চাল বিতরণ করা হয় (কার্ডের মেয়াদ ২ বছর)।

ভি.জি.এফ ঃ ১৫০০ পরিবারকে ১০ কেজি হিসাবে চাল বিতরণ করেছে।
(তথ্য ইউনিয়ন পরিষদ)

৩২। **ব্রীজ/কালভাট ঃ**

বিগত ৫ বছরে ইউনিয়নে ব্রীজ ,কালভার্ট এবং স্-ুইচ নির্মান বা সংস্কারের কোন কাজ হয় নি।

৩৩। **কৃষি বিষয়ক ঃ**

আমন মৌসুমে ধানের চাষ বেশী হয়ে থাকে। বিআর-১১ ও ইিয়ান স্বর্ণা ধানের চাষ করে থাকে। আউশ মৌসুমে ব্রি ধান-২৮, ২৯, হাইব্রীড, বেড়ে রত্না, জামাই বাবু, কটকতারা ধানের চাষ করে থাকে। ব্রি ধান-২৮, বেড়েরত্না, জামাই বাবু এই প্রজাতির ধান গুলি বোরো মৌসুমে আবাদের জন্য বীজ হিসাবে চাষ করে থাকে। খরিপ ঋতুতে পটল, কুশি, লাউ, পটল, কলা, সব্জী, তিল ইত্যাদি ফসল হয়ে থাকে। সরকারী ভাবে ইউনিয়নে কৃষি বীজ সরবরাহ করে থাকে ১০%,সীমান্ড়বর্তী ইউনিয়ন হওয়ায় অধিকাংশ বীজ স্থানীয় ভাবে বাজার ও ওপার (ভারত) থেকে সংগ্রহ করে থাকে। ৫০% বীজ কৃষক সনাতনী পদ্ধতিতে বাড়ীতে সংরক্ষণ করে থাকে। যদিও সরকারীভাবে উফশী জাতের বীজ সরবরাহ করা হয় তবে বীজের মূল্য বেশী হওয়ায় দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে বীজ ক্রয় করা সম্ভব হয় না। জমি চাষের ক্ষেত্রে দুই ধরণের পদ্ধতি ব্যবহার করে। সনাতন ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষকার্য করে থাকে। সরকারী ভাবে কোন সেচ ব্যবস্থা নাই।

বিগত ৫ বছর আমন ফসল চাষের ক্ষেত্রে জলাবদ্ধতার কারণে চাষযোগ্য জমির প্রায় ৯০% জমিতে চাষ হয়ে থেকে বাকী ১০ % জমি অনাবাদী পড়ে। ২০০৬ সালে রাসায়নিক সার সংকটের কারণে এবং কৃষক সঠিক সময় সার না পাওয়ায় ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়েছে। এছাড়া অত্র ইউনিয়নটি সীমান্ড় এলাকায় থাকায় ডিজেল সরবরাহ কম ছিল। ফলে সেচ ব্যবস্থা ব্যহত হয় এবং ফসল উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হয়। উলে-খ্য যে বিদ্যুৎ চালিত স্যালো ও ডিপ টিউওবয়েলের আওতায় যে সমস্ড় জমির মালিকগণ বোরো ধানের আবাদ করেছিল তারা সব থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বিঘা প্রতি (৩৩ শতাংশ) যেখানে স্বাভাবিক উৎপাদন হয় ২৫ মন কিন্তু উৎপাদন হয়েছে মাত্র ১০/১২ মন। ফলে কৃষকগণ আর্থিক ভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

দুর্যোগ জনিত ঝুঁকি নিরসনের জন্য এলাকার কৃষকরা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্ড়বায়ন করছে। যেমন- বিদ্যুৎ চালিত মেশিনের পরিবর্তে ডিজেল চালিত ইঞ্জিন ব্যবহার করছে। জলাবদ্ধ এলাকায় বোরো মৌসুমে সঠিক সময়ে পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে বোরো ধানের আবাদ করার সুবিধার্তে বিশেষ ব্যবস্থায় মৎস্য ঘের তৈরী করছে।

বিগত ৫ বছরে কৃষিতে ক্ষয় ক্ষতির বিবরন ঃ

২০০২ সালের বন্যায় কৃষি সেক্টরে ক্ষতির পরিমান

ক্রম	ফসলের নাম	জমির পরিমান (হেক্টর)	ক্ষতির পরিমান	টাকার পরিমান
১	আমন বীজ তলা	.২৫	৭৫ শতাংশ জমির চারা নষ্ট হয়	১৫,০০০.০০
২	সব্জী	১৫	২৮৫ মেঃ টন	১৭,১০,০০০.০০

২০০৫ সালের অতিবৃষ্টি জনিত কৃষি সেক্টরে ক্ষতির পরিমান

ক্রম	ফসলের নাম	জমির পরিমান (হেক্টর)	ক্ষতির পরিমান	টাকার পরিমান
১	সব্জী	৯	১৬২ মেঃ টনঃ	১৬,২০,০০০.০০
২	পটল	১২	২০৪ মেঃ টনঃ	১৬,২৩,৭৩৬.০০

স্থানীয় সরকারের পক্ষ থেকে ঝুঁকি হ্রাসে কোন উদ্যোগ গ্রহন করেনি ।

ইউনিয়নের
বিভিন্ন আপদ
ও
দুর্যোগ প্রেক্ষিত

ইউনিয়ন এর আপদ, দুর্যোগ প্রেক্ষিত।

৩৪। **নদী ভাঙ্গন ঃ**

ইউনিয়নের পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সোনাই নদী। কিন্তু নদীর নাব্যতা হারিয়ে নদী ভাঙ্গন একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে নদী ভাঙ্গার কোন সম্ভাবনা নাই।

৩৫। **বন্যা (পানির স্ড্র সময়কাল ব্যাপ্তি) ঃ**

- বর্ষামৌসুমে বা অতিবৃষ্টিতে সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নের নীচু অংশে আংশিক বন্যা দেখা দেয়।
- ভবিষ্যতে ভারতের উজান থেকে পানি ঢুকে পড়লে বন্যা হওয়ার সম্ভবনা আছে।
- ২০০০ সালে বন্যার পানি উচ্চতা ছিল রাস্ড্রর উপর ২ থেকে ৩ ফুট। ২ মাস ব্যাপী পানি স্থায়ী ছিল।
- নীচু অংশে ২ থেকে ৩ মাস জলাবদ্ধতা দেখা দেয়।
- বিগত ৫ বছরে মধ্যে কোন বন্যা দেখা দেয়নি।
- ১৯৮৮-১৯৯৮ সালের মধ্যে এ এলাকায় কোন বন্যা সংঘটিত হয়নি।
- ২০০০ সালে সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নে স্বরণ কালের বন্যা হয়ে ছিল। ২০০০ সালের পর থেকে এত বড় বন্যা আর দেখা যায় নি। তবে অতিবৃষ্টিতে ফসলী বিলগুলি পানিতে ডুবে যায়। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় বিলগুলি জলাবদ্ধতার কবলে পড়েছে। যার ফলে জলাবদ্ধ বিল গুলিতে ফসলের আবাদ করা যাচ্ছে না। ১, ২, ৩, ৫ ও ৮ ওয়ার্ডে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি থেকে কার্ত্তিক মাস পর্যন্ড় স্থায়ী থাকে। এর পর ক্রমান্বয়ে বিলের পানি কমতে থাকে।
- সোনাই নদী পলি দ্বারা ভরাট হওয়ার ফলে স্বাভাবিক বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন হতে পারে না। এর পর সমুদ্রর নিম্ন চাপের ফলে যখন ভারী বৃষ্টিপাত হয় সে সময় ভারত থেকে উজানের পানি এসে সোনাই নদীর তীরবর্তী গ্রাম গুলিতে জলাবদ্ধতা/বন্যা দেখা দেয়।

৩৬। **বৃষ্টিপাত ঃ**

বৈশাখ মাসে কালবৈশাখী ঝড় হয়। ঝড়ের সময় প্রায় বছর শিলাবৃষ্টি হয়ে থাকে। ফলে মাঠের বোরো ধান ও আমসহ মৌসুমী ফলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। উপজেলার তথ্য মোতাবেক ইউনিয়নের একদিন সর্বোচ্চ বৃষ্টি পাতের পরিমান ৭৫ সেঃ মিঃ।

- মৌসুমী বৃষ্টিপাত আষাঢ় থেকে শুর“ হয় এবং আশ্বিন মাস পর্যন্ড় থাকে। আশ্বিন মাসে সমুদ্র নিম্ন চাপের কারণে একটানা ৩-৭ দিন পর্যন্ড় বৃষ্টিপাত হয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। ফলে অনেক নীচু এলাকার ফসল ঘরবাড়ী বিশেষ করে মাছের ঘের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।
- কখনও কখনও কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ন মাসেও ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।
- জলবায়ু ও আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে শীতকালে প্রায়ই বৃষ্টিপাত, শীলাবৃষ্টি ও ঝড় হতে দেখা যায়।

কলারোয়া উপজেলার ২০০৩ সাল থেকে ২০০৭ সালের ২৪ জুন' পর্যন্ড় প্রতিদিনের বৃষ্টি পাতের পরিমান, মাস ও বছরের গড় বৃষ্টিপাত মিলিমিটার ও ইঞ্চিতে নিম্নে উলে- খ করা হলো-

Zvwi L	2003 mvj											
	Rvbyq vix	‡de^{a}“q vix	gvP ©	Gwc Öj	‡g	Ryb	Ryjv B	AvMó	‡m‡Þ¤ ^i	A‡±v ei	b‡f ¤^i	wW ‡m ¤^i
১	০	০	০	০	৯	০	০৬	০	২৪	০	০	০
২	০	০	০	০	৩২	০	১৩	২৭	১০	০	০	০
৩	০	০	০	০	০	৭	০৯	০	০	০৯	০	০
৪	০	০	০	০	০	৩	০	০২	০৬	০	০	০
৫	০	০	০	০	০	০	০৭	০	০	০	০	০
৬	০	০	০	০	০	০	১৯	০	১৩	০৯	০	০
৭	০	০	০	০	০	১১.২	০৩	০	৬৮	২৭	০	০
৮	০	০	০	০	০	০	০	০	৩২	১২০	০	০
৯	০	০	০	০	৬	৯	০	১৫	০২	৪৩	০	০
১০	০	০	০	০	০	১০	১৪	০৮	০	০	০	০
১১	০	০	০	০	০	০	১৫	০৮	০	০৪	০	০
১২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৩	০	০	০	০	০	০	০৭	১৪	১২	০	০	০
১৪	০	০	০	০	০	৫১	১৪	০	০	০	০	০
১৫	০	০	০	০	০	০	১২	০	০৫	০	০	০
১৬	০	০	০	০	০	০	০	৩৮	০	০	০	০
১৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০৫	০	০	০
১৮	০	০	০	০	০	৩০	০	০	০	০	০	০
১৯	০	০	০	০	০	০	০৪	০	০৫	০২	০	০
২০	০	০	০	০	০	২০	০	০	০	০	০	০
২১	০	০	০	০	৪০	১১	০	০	০	০	০	০
২২	০	০	০	০	১৪	০	০	০	০	০	০	০
২৩	০	০	০	০	০	৪৫	০	২১	০২	০	০	০
২৪	০	০	০	০	০	১০	২৪	০১	০	১২	০	০
২৫	০	০	০	০	০	১০	০	০	০৮	০	০	০
২৬	০	০	০	০	০	০	২৬	০	০	১৮	০	০
২৭	০	০	০	০	০	১১	০	০	২৭	০	০	০
২৮	০	০	০	০	০	১৩	১৮	০২	০৭	৩০	০	০
২৯	০	০	০	০	০	৩৮	০২	০	০	০	০	০
৩০	০	০	০	০	০	০২	০	১১	০	০	০	০
৩১	০	০	০	০	০	০	১১	০	০	০	০	০

মোট	০	০	০	০	১০১	২৮১.২	২০৪	১৪৭	২২৬	২৭৪	০	০

২০০৩ সালের মোট বৃষ্টি পাতের পরিমান ঃ ১২৩৩.২ মিলিমিটার বা ৪২ ইঞ্চি।

২০০৩ সালের মাস ভিত্তিক বৃষ্টিপাতের গ্রাফ চিত্র

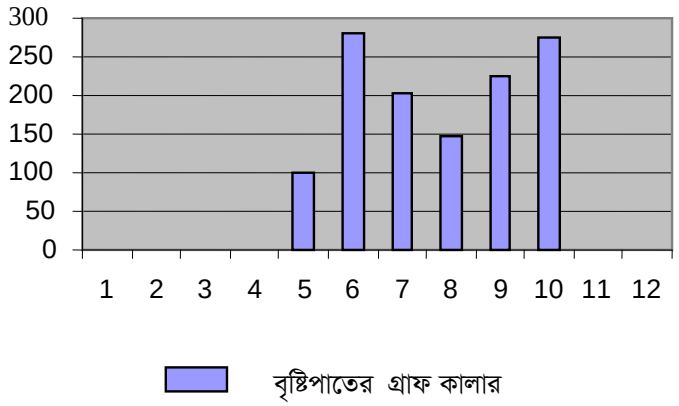

গ্রাফের নীচের অংশে ১ থেকে ১২ পর্যন্ড় সংখ্যা কে "মাস" বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ১ কে জানুয়ারী, ২ কে ফেব্র"য়ারী এই ভাবে ১২ কে ডিসেম্বর বুঝানো হয়েছে। কোনমাসে কত মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে তা গ্রাফের মাধ্যমে তুলেধরা হয়েছে।

কলারোয়া উপজেলার ২০০৪ সালের মাস ভিত্তিক বৃষ্টিপাতের পরিমান

Zv wiL	2004 mvj											
	Rvb yqvi x	‡de^{a}“ qvix	gvP ©	Gwc Öj	‡g	Ryb	Ryjv B	AvM ó	‡m ‡Þ¤ ^i	A‡± vei	b‡f¤ ^i	wW ‡m ¤^i
১	০	০	০	০	০	০	০	০	৪	০	০	০
২	০	০	০	০	০	৮	০	৩	০	০	০	০
৩	০	০	০	০	০	০	০৭	০	০	২২	০	০
৪	০	০	০	০	০	৭০	২৯	০	০	৩২	০	০
৫	০	০	০	৩২	০	০	২৯	১৭	০	৮	০	০
৬	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৫৫	০	০
৭	০	০	০	২৮	০	০	৪৯	০	০	৪৫	০	০
৮	০	০	০	০	০	০	০	২৮	০	৫২	০	০
৯	০	০	০	০	০	০	৫১	১৪	০	০	০	০
১০	০	০	০	০	০	৫	০	১৫	০	০	০	০
১১	০	০	০	০	০	০	৭	২৯	৫৫	৪	০	০
১২	০	০	০	০	০	০	০	৮	১১	০	০	০
১৩	০	০	০	০	০	৪৬	৬৪	৩১	১৮	১১	০	০
১৪	০	০	০	০	০	৫১	০	১৭২	২৮	০	০	০
১৫	০	০	০	০	১৫	৫১	২২	০	৬২	০	০	০
১৬	০	০	০	০	০	১১	০	১০	১২১	০	০	০
১৭	০	০	০	০	০	৭৩	২০	১৯	০	০	০	০
১৮	০	০	০	০	০	০	৫	৩	৬৬	০	০	০
১৯	০	০	০	০	০	০	১৯	৩	৮	০	০	০
২০	০	০	০	৩৭	১৭	১৬	৩	৪	২১	০	০	০
২১	০	০	০	০	০	২১	২৩	৪	০	০	০	০
২২	০	০	০	০৫	৯	৮	০	২২	০	০	০	০
২৩	০	০	০	০	৩৫	০	০	২	০	০	০	০
২৪	০	০	০	০	০২	০	০	১	০	০	০	০
২৫	৬.৫	০	০	৩০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৬	০	০	০	০	৮	০	৪	০	০	০	০	০
২৭	০	০	০	২.৫	০	৩	১৫	০	০	০	০	০
২৮	০	০	০	০	৮২	৩৬	০	২৯	০	০	০	০
২৯	০	০	০	০	০	৮.৫	০	১০	০	০	০	০
৩০	০	০	০	০	০	০	০	৩	২৩	০	০	০
৩১	০	০	০	০	০	০	৯	১৪	০	০	০	০

মোট	৬.৫	০	০	১৩৪.৫	১৬৮	৪০৭.৫	৩৫৬	৪৪১	৪১৭	২২৯	০	০

২০০৪ সালের মোট বৃষ্টি পাতের পরিমান ঃ ২১৫৯.৫ মিলিমিটার বা ৭৪ ইঞ্চি

২০০৪ সালের মাস ভিত্তিক বৃষ্টিপাতের গ্রাফ চিত্র

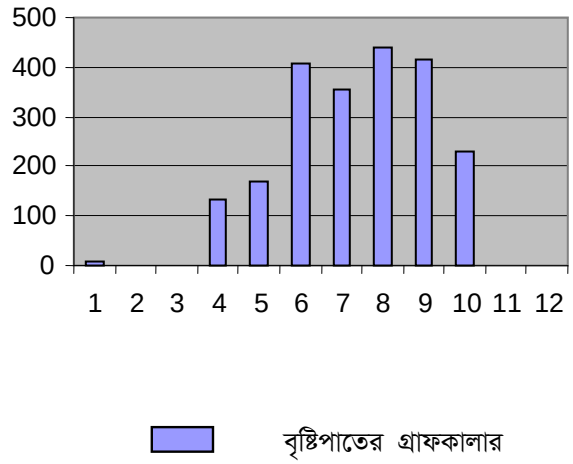

গ্রাফের নীচের অংশে ১ থেকে ১২ পর্যন্ড় সংখ্যা কে "মাস" বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ১ কে জানুয়ারী, ২ কে ফেব্র"য়ারী এই ভাবে ১২ কে ডিসেম্বর বুঝানো হয়েছে। কোনমাসে কত মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে তা গ্রাফের মাধ্যমে তুলেধরা হয়েছে।

কলারোয়া উপজেলার ২০০৫ সালের মাস ভিত্তিক বৃষ্টিপাতের পরিমান

Zvw iL	2005 mvj											
	Rvby qvix	‡de^{a} “qvix	gvP ©	Gwc Öj	‡g	Ryb	Ryj vB	Av Mó	‡m‡ Þ¤^i	A‡± vei	b‡f ¤^i	wW ‡m¤ ^i
১	০	০	০	০	০	০	১১	৩	০	০	০	০
২	০	০	০	০	০	০	২৩	১৯	০	২৩	০	০
৩	০	০	০	০	০	০	৫	৪	০	৩৭	০	০
৪	০	০	০	৮	০	০	৩৯	৩	২	২৬	০	০
৫	০	০	০	০	০	২৬	২৪	০	০	০	০	০
৬	০	০	০	০	৩৬	০	০	১৬	০	০	০	০
৭	০	০	০	০	২৯	০	০	০	০	০	০	০
৮	০	০	০	০	০	০	০	৩৩	০	০	০	০
৯	০	০	০	০	০	০	০	৩	০	০	০	০
১০	০	০	০	০	০	০	১৬	৫	০	০	০	০
১১	০	০	০	০	০	০	০	০	১৪	০	০	০
১২	০	০	১৩	০	০	০	০	০	১৬	২২	০	০
১৩	০	০	০	০	০	০	৪৬	৩	২৬	০	০	০
১৪	০	০	০	০	০	৯	১০২	০	১৫	০	০	০
১৫	০	০	০	০	০	৬	২৬	০	০	০	০	০
১৬	০	০	০	০	০	০	০	১৬	০	০	০	০
১৭	০	০	০	০	১	০	০	২	০	০	০	০
১৮	০	০	০	০	০	১৭	০	২৬	০	০	০	০
১৯	০	০	০	০	০	৪	০	০	১৭	৪৪	০	০
২০	০	০	০	০	০	১৪	০	০	০	৮৪	০	০
২১	০	০	০	০	০	০	৩৫	৯	১৬	৬১	০	০
২২	০	০	০	০	০	০	০	০	১৪	৩১	০	০
২৩	০	০	২৭	০	০	৮	০	০	০	৪৭	০	০
২৪	০	০	৭৪	০	০	০	৯	৮	০	০	০	০
২৫	০	০	০	০	০	২২	০	০	০	০	০	০
২৬	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৭	০	০	০	০	০	০	১৬	১২	০	০	০	০
২৮	০	০	০	০	০	৩৮	০	০	০	০	০	০
২৯	০	০	০	০	০	২২	০	০	৮	০	০	০
৩০	০	০	০	২৫.৫	০	০	০	০	০	০	০	০
৩১	০	০	২৫	০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোট	০	০	১৩৯	৩৩.৫	৬৬	১৬৬	৩৫২	১৬২	১২৮	৩৭৫	০	০

২০০৫ সালের মোট বৃষ্টি পাতের পরিমান ঃ ১৪২১.৫ মিলিমিটার বা ৪৯ ইঞ্চি

২০০৫ সালের মাস ভিত্তিক বৃষ্টিপাতের গ্রাফ চিত্র

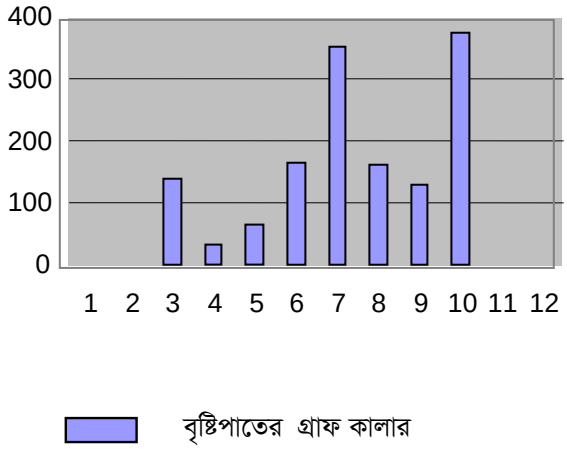

গ্রাফের নীচের অংশে ১ থেকে ১২ পর্যন্ড় সংখ্যা কে "মাস" বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ১ কে জানুয়ারী, ২ কে ফেব্র"য়ারী এই ভাবে ১২ কে ডিসেম্বর বুঝানো হয়েছে। কোনমাসে কত মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে তা গ্রাফের মাধ্যমে তুলেধরা হয়েছে।

কলারোয়া উপজেলার ২০০৬ সালের মাস ভিত্তিক বৃষ্টিপাতের পরিমান

Zvwi L	২০০৬ সাল											
	Rvb yqvi x	‡de ª“qvi x	gvP ©	Gwc Öj	‡g	Ryb	Ryjv B	Av Mó	‡m‡ Þ¤^i	A‡± vei	b‡f ¤^i	wW ‡m ¤^i
১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২	০	০	০	০	০	০	০	০	১০	০	০	০
৩	০	০	০	০	০	০	২৫	০	১০	০	০	০
৪	০	০	২১	০	০	২৮	১৮	৪০	৮	০	০	০
৫	০	০	০	০	০	২৯	৩০	২১	০	০	০	০
৬	০	০	০	০	০	১০	০	৭	০	০	০	০
৭	০	০	০	০	১৬	০	০	০	৬	০	০	০
৮	০	০	০	০	০	২১	৪২	০	৪	০	০	০
৯	০	০	০	০	৫১	২৮	৭৫	০	০	০	০	০
১০	০	০	০	০	০	৭	৭৪	১৮	০	০	০	০
১১	০	০	০	০	২১	০	৪৫	১৬	০	০	০	০
১২	০	০	০	০	০	০	৫১	০	০	০	০	০
১৩	০	০	০	০	১৯	০	০	১৭	০	০	০	০
১৪	০	০	০	০	২	৪০	৩	০	৪	০	০	০
১৫	০	০	০	০	০	০	০	০	১০	০	০	০
১৬	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৭	০	০	৫	০	০	২	৬	১৬	০	০	০	০
১৮	০	০	০	২০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৯	০	০	০	০	০	০	৬৮	৮	০	০	০	০
২০	০	০	০	০	০	০	০	৯	৪৪	১২	০	০
২১	০	০	০	০	২	০	২৩	০	১২০	০	০	০
২২	০	০	০	০	০	০	০	৭	১১০	০	০	০
২৩	০	০	০	৩১	০	০	০	৫	৬০	০	০	০
২৪	০	০	০	৫	০	০	০	৪	৮	০	০	০
২৫	০	০	০	০	০	০	০	০	৩৩	০	০	০
২৬	০	০	০	০	৬৬	০	০	০	০	০	০	০
২৭	০	০	০	০	১১৭	০	৬	৮	০	০	০	০
২৮	০	০	০	০	৪	০	৪	১০	০	০	০	০
২৯	০	০	০	০	৮	৬	৮	০	২৪	০	০	০
৩০	০	০	০	০	৯	৪৯	৬	০	০	০	০	০
৩১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
মোট	০	০	২৬	৫৬	৩১৫	২২০	৪৮৪	১৮৬	৪৫১	১২	০	০

২০০৬ সালের মোট বৃষ্টি পাতের পরিমান ঃ ১৭৫০ মিলিমিটার বা ৬০.৩৪ ইঞ্চি।

২০০৬ সালের মাস ভিত্তিক বৃষ্টিপাতের গ্রাফ চিত্র

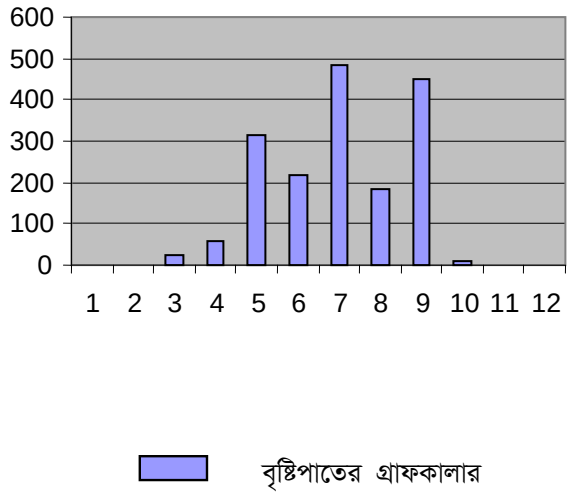

গ্রাফের নীচের অংশে ১ থেকে ১২ পর্যন্ড় সংখ্যা কে "মাস" বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ১ কে জানুয়ারী, ২ কে ফেব্র"য়ারী এই ভাবে ১২ কে ডিসেম্বর বুঝানো হয়েছে। কোনমাসে কত মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে তা গ্রাফের মাধ্যমে তুলেধরা হয়েছে।

কলারোয়া উপজেলার ২০০৭ সালের মাস ভিত্তিক বৃষ্টিপাতের পরিমান

Zvwi L	2007 mvj											
	Rvbyq vix	‡de^{a} “qvi x	gvP©	Gwc Öj	‡g	Ryb	Ryj vB	Av Mó	‡m‡ Þ¤^i	A‡ ±ve i	b‡f ¤^i	wW ‡m ¤^i
১	০	০	০	০	০	০						
২	০	০	০	০	০	০						
৩	০	০	০	০	০	০						
৪	০	০	১৪	০	০	০						
৫	০	০	০	০	০	০						
৬	০	০	০	০	০	১৭						
৭	০	০	০	০	২২	০						
৮	০	৭৫	০	০	০	৮						
৯	০	০	০	০	২৫	০						
১০	০	০	০	৫.৫	০	০						
১১	০	০	০	০	০	০						
১২	০	০	০	০	০	৫১						
১৩	০	০	০	২০	০	১০২						
১৪	০	১৯	০	০	৩	০						
১৫	০	০	০	০	০	০						
১৬	০	০	০	০	০	৫৩						
১৭	০	০	০	০	০	৪০						
১৮	০	০	০	০	০	০						
১৯	০	০	০	০	০	০						
২০	০	০	০	০	০	০						
২১	০	০	০	০	১২	০						
২২	০	০	০	০	০	১৫						
২৩	০	০	০	০	০	২০						
২৪	০	০	০	০	০	৭						
২৫	০	০	০	০	০							
২৬	০	০	০	০	০							
২৭	০	০	০	০	০							
২৮	০	০	০	৩৩	০							
২৯	০	০	০	১০	০							
৩০	০	০	০	০	০							
৩১	০	০	০	০	০							
মোট	০	৯৪	১৪	৬৮.৫	৬২	৩১৩						

২০০৭ সালের মোট বৃষ্টি পাতের পরিমান ঃ ৫৫১.৫ মিলিমিটার বা ১৯ ইঞ্চি (২৪ শে জুন ২০০৭ ইং তারিখ পর্যন্ড়)

২০০৭ সালের মাস ভিত্তিক বৃষ্টিপাতের গ্রাফ চিত্র

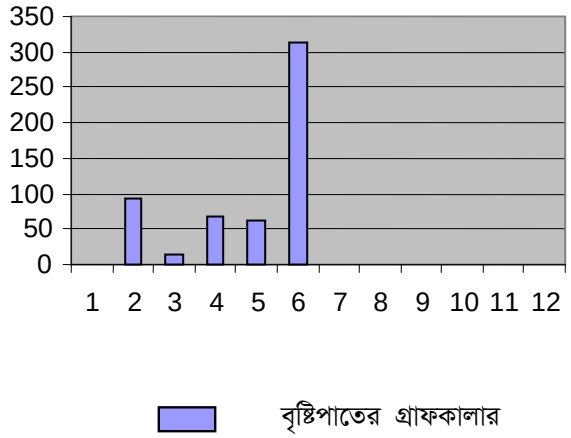

তথ্য সুত্র ঃ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, কলারোয়।

*** গ্রাফের নীচের অংশে ১ থেকে ১২ পর্যন্ড় সংখ্যা কে "মাস বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ১ কে জানুয়ারী, ২ কে ফেব্রুয়ারী এই ভাবে ১২ কে ডিসেম্বর বুঝানো হয়েছে। কোন মাসে কত মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে তা গ্রাফের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

৩৭। **ভূগর্ভস্থ পানির অবস্থা ঃ**

অধিকাংশ এলাকায় টিউবওয়েল স্থাপনের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও ৮০-১৫০ ফুটের নীচে গিয়ে ভূগর্ভস্থ পানি (পানির স্ড়্র) পাওয়া যায়, তবে খরা ও সেচ মৌসুমে অধিকাংশ নলকুপে পানির স্ড়্র নীচে নেমে যায়। যার ফলে ৪০% টিউবওয়েলে খরা মৌসুমে চাহিদা অনুযায়ী পানি সরবরাহ করতে পারে না। বিশেষভাবে উলে- খ থাকে যে, কম বেশী সকল নলকুপের পানিতেই মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক বিদ্যমান যার পরিমান ০.৪০। নলকুপে প্রচুর পরিমান আয়রন ও আর্সেনিক থাকার কারণে এলাকার মানুষের পেটের পীড়া, হাতে ও পায়ে গুটি গুটি ঘা দেখা দিচ্ছে।

৩৮। **ভূমির প্রকৃতি ঃ**

বিগত ১০ বছরে বিশেষ করে কৃষি জমি ও অকৃষি জমির কিছু পরিবর্তন হয়েছে। যে সমস্ড় জমিতে আমন মৌসুমে ধানের আবাদ হতো সে সমস্ড় জমিতে বর্তমানে ক্ষুদ্র পরিসরে মৎস্য ঘের তৈরী হচ্ছে। এ সমস্ড় জমিতে ২০০০ সালের পূর্বে আউশ ও আমন ধানের চাষ হত। বর্তমানে জলাবদ্ধতা থাকার কারণে শুধুমাত্র বোরো ধানের আবাদ হয়ে থাকে। উক্ত ঘেরে শুধুমাত্র বোরো ধান যা সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন করে চাষ করা হয়। উঁচুড় জমিতে আম, জাম, কাঁঠালের বাগবাগিচাসহ রবি মৌসুমে ব্যাপক সক্জীর চাষ হয় । উচু জমিতে আমন মৌসুমে ধান ও পাটের চাষ করা হয়। প্রতি বছর জলাবদ্ধতার আওতাভুক্ত জমির পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে এ ভাবে চলতে থাকলে ১০ বছরের মধ্যে বিলে স্থায়ী জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে এবং কৃষি কাজের সম্পূর্ণ অনুপোযোগী হয়ে পড়বে। উঁচু সক্জী চাষযোগ্য জমি গুলিতে সক্জীর বিপরীতে কূলের চাষ হচ্ছে।

৩৯। **খরাঃ**

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ঋতু বৈচিত্রের পরিবর্তন ঘটছে। কৃষি কাজের জন্য পানির প্রয়োজন বিশেষ করে খরা মৌসুমে বেশী । সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নের ৬, ৭ ও ৯ নং ওয়ার্ডে খরার প্রবনতা খুব বেশী দেখা যায়। খরার হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্য মানুষ ভূ-গর্ভস্থ পানি কৃষি কাজে সেচ হিসাবে ব্যবহার করছে। ফলে ভূগর্ভস্থ পানিরস্ড়্র প্রতিবছর নীচে নেমে যাচ্ছে। এভাবে পানির স্ড়্র নীচে নামতে থাকলে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়বে। যার ফলে কৃষি কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যহত হবে।

৪০। **তাপদাহ ঃ**

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাপদাহের প্রবনতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নে গ্রীষ্ম মৌসুমে প্রচ Ð তাপদাহের ফলে মাঠে বোরো ধানের আবাদ শুকিয়ে ফসল নষ্ট হয়ে থাকে। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্ড়্র নীচে নেমে যাচ্ছে। যার ফলে ফসল উৎপাদনের জন্য স্থানীয় ভাবে বসানো স্যালো মেশিনে সেচ কার্যক্রম বিঘ্নঘটায়। উৎপাদনের মাত্রা অনেক অংশে কমে যায় এবং কৃষক আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ও উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। ৩৫° থেকে ৩৮.৫° সেঃ তাপদাহের ফলে ক্ষেতের ফসল ও মৌসুমী ফলের উৎপাদন ব্যাপক ভাবে কমে যায়। যার ফলে এলাকার চাষীরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এলাকার পুকুর গুলি শুকিয়ে যায়, মাছের উৎপাদন কমে যায়। মৎস্য ঘের বা বিলে পানি কম থাকার ফলে পানি গরম হয়ে মাছ মারা যায়। মানুষের গোসল করা সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ শুষ্কমৌসুমে মারাত্মক ভাবে ব্যহত হয়।

৪১। **শিলাবৃষ্টি ঃ**

এপ্রিল, মে ও জুন মাসে শিলাবৃষ্টি হয়ে থাকে। শিলাবৃষ্টি প্রতি বছর কম বেশি হয়ে থাকে। যে বছর কম শিলাবৃষ্টি হয় সে বছর বোরো ধান ও মৌসুমী ফলের ক্ষতি কম হয় এবং যে বছর শিলাবৃষ্টির মাত্রা বেশী হয় সে বছর ব্যাপক ফসল ও মৌসুমী ফলের ক্ষতি হয়। যে বছর শিলাবৃষ্টির পরিমান বেশী হয় সে বছর বোরো ধান ও মৌসুমী ফলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এলাকার লোকজন মনে করে যে, আগের তুলনায় শিলাবৃষ্টি কিছুটা বেড়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়তে পারে।

৪২। **টানাবৃষ্টি ঃ**

মৌসুমী বৃষ্টিপাত বা নিম্ন চাপের সময় সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। টানাবৃষ্টি পাতের সময় এলাকার ফসলের মাঠ, বিশেষ করে সক্জী ক্ষেত, নীচু এলাকার ফসল পানিতে ডুবে যায়। মাছের ঘের ও পুকুর পাড় ডুবে চাষকৃত মাছ উন্মুক্ত জলাশয়ে চলে যায়। বেশ কয়েক দিনের টানাবৃষ্টির ফলে জন জীনব বিপর্যস্ড় হয়ে পড়ে অপর দিকে ভূমি ক্ষয়ের প্রবনতা লক্ষ করা যায়। নিম্ন আয়ের পরিবারগুলি চরম দূর্ভোগের শিকার হয়, বেকার হয়ে পড়ে, খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। হাঁস-মুরগী মারা যায়। টানাবৃষ্টি একাধারে ৩ থেকে ৭ তিন পর্যন্ড় স্থায়ী হয়।

৪৩। **টর্ণেডোঃ**

এ এলাকায় টর্নেডো কখনও সংঘঠিত হয়নি এবং এলাকায় ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ বলেন, দিন দিন প্রকৃতি পরিবর্তন হচ্ছে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই তাপমাত্রা বেশী পরিমান বৃদ্ধি ঘটলে টর্ণেডো হওয়ার সম্ভবনা আছে। বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্ড়া করলে অনুভব করা যাবে আগামী ২০ বছরের মধ্যে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে এতে যে কোন মুহূর্তে টর্নেডো আঘাত হানতে পারে।

৪৪। **লবনাক্ততা ঃ**

বর্তমানে নদীতে জোয়ার ভাটা না থাকার কারণে সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নের ফসলী জমিতে লবনাক্ত পানি প্রবেশ করে না এবং করার কোন সম্ভবনাও নাই।

৪৫। **তাপদাহ ঃ**

- গরমের সময় প্রচ- তাপদাহের ফলে মাঠে বোরো ধানের সেচ কার্যক্রম ব্যাপক ভাবে বিঘ্নঘটায়। যার ফলে উৎপাদনের মাত্রা অনেক অংশে কমে যায় এবং কৃষক আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ও উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে যায়।
- ১-২ বছর অন্ড়র আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে ব্যাপক খরা দেখা দেয় যার ফলে আমন ধান উৎপাদন ব্যহত হয়। সঠিক সময় রবি শস্য চাষাবাদ করা যায় না।
- ফাল্গুন-চৈত্রমাস থেকে গরম শুর- হয় বৈশাখ মাসে প্রচন্ড তাপদাহে জনজীবন ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। মানুষের গায়ে ফুসকা (বসন্ড়) উঠে, চুলকানী পাঁচড়া দেখা দেয়। অনেক সময় অতিরিক্ত গরমে ডায়রিয়া মহামারি আকার ধারণ করে। এমনকি মানুষের মৃত্যু পর্যন্ড় ঘটে।
- চৈত্র বৈশাখ মাসে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্ড়র নীচে নেমে যায়। ফলে ছোট জলাশয় ও পুকুরের পানি শুকিয়ে মাছ মারা যায়। অনেক পরিবারের টিউবওয়েল থেকে পানি উঠে না যার ফলে অনেক দূর থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয়।
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষ কৃষি কাজের জন্য ভূ-গর্ভস্ড় পানি ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করে থাকে। এই ভাবে যদি কৃষিকাজে ভূ-গর্ভস্ড় পানি ব্যবহৃত হতে থাকে তাহলে মাটির নীচে মিষ্টি পানির আধার একদিন শূন্য হয়ে যাবে এবং এলাকায় সু-পেয় খাবার পানি মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে। ভবিষ্যতে তাপদহ মারাত্মক আকারে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৪৬। **শ্বৈত প্রবাহ ঃ**

শীতকালে হঠাৎ তাপমাত্রা কমে যাবার ফলে শ্বৈত প্রবাহ শুর- হয়। ৪ থেকে ৭ দিন পর্যন্ড় স্থায়ী থাকে। গত কয়েক বছরের শ্বৈত প্রবাহের প্রবনতা হতে পরিলক্ষিত হয় যে, আগামীতে শ্বৈত প্রবাহের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে। বিধায় ভবিষ্যতে দূর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সচেতনতা ও বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ উদ্যোগ স্থানীয় সরকার নেবে এটাই জনগনের প্রত্যাশা । শীতের সাথে ঘন কূয়াশাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্বৈত্য প্রবাহ ও ঘণকূয়াশার কারণে রবি শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। বোরো ধানের আবাদ প্রচ- শীতে মারাত্মক ব্যহত হয় এবং জমিতে ধান রোপন করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ফসলের ক্ষেতে পোকামাকড়ের আক্রমন বাড়ে এবং মানুষের বিভিন্ন রোগব্যাধি দেখা দেয়।

তাছাড়া বয়ঃবৃদ্ধ লোক প্রচ- শ্বৈত প্রবাহের কারণে রক্ত সঞ্চরণ বন্ধ হয়ে মারা যায়। শিশু ও বয়স্কদের শ্বাস কষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং সুচিকিৎসা করানোর সমর্থ না থাকায় বেশীর ভাগ দরিদ্র এবং হতদরিদ্র পরিবারের শিশুরা মারা যায়।

জীবন-জীবিকার ধরণ, সংকট ও সম্ভাবনা

জীবন-জীবিকার ধরণ, সংকট ও সম্ভাবনা ঃ

- **এলাকার প্রধান প্রধান পেশা গুলো হলো** - কৃষি, দিনমজুর, মাছচাষ, ব্যবসা, ভ্যানচালনা ও চাকুরী।
- **জীবিকার জন্য যে নতুন ধরণের পেশার উদ্ভব হচ্ছে সেগুলো হল**- ঘেরে মাছ চাষ, মটর সাইকেল দ্বারা যাত্রী বহন, ধান চালের চাতাল ব্যবসা, ক্ষুদ্র পরিসরে নার্সারী ব্যবসা, ইঞ্জিন চালিত ভ্যানে ভাড়া বহন, কূলের চাষ, সেলুনের ব্যবসা, হস্তশিল্প (নকশীকাঁথা সেলাই), দর্জির কাজ , মোবাইল ব্যবসা, টিভি ও রেডিও ম্যাকানিক, পোলট্রি মাংস ব্যবসা, পোলট্রি খামার, গরুর খামার ইত্যাদি।
- **যে সব পেশা বিলুপ্ত হচ্ছে**- কৃষিকাজ, ভ্যান চালনা, কুমারের কাজ, কামারের কাজ, মাছ ধরা (জেলে), গোয়ালা, গ্রামীণ গাছে ভাঙ্গা তেলের ব্যবসা ইত্যাদি।
- **বর্তমান চলমান পেশা গুলোর সমস্যা ঃ-**

কৃষি ঃ

বেশীরভাগ এলাকায় পানি নিষ্কাশনের অভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং কৃষিকাজ মারাত্মক ভাবে ব্যহত হচ্ছে। তাছাড়া ফসল উৎপাদন খরচ যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে অপর দিকে কৃষি উপকরণ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এই কারণে পাট চাষ দিন দিন সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়ন থেকে কমে যাচ্ছে। ধান চাষ হয় শুধু মাত্র কৃষকের নিজ প্রয়োজনে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন খুবই সামান্য। বর্তমানে কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং উৎপাদিত ফসলের বাজার দর কম হওয়ায় চাষীগণ কৃষিকাজে লাভ করতে পারছে না। ফলে চাষীরা কৃষি বিমুখ হয়ে পড়ছে। এইভাবে চলতে থাকলে সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নের সার্বিক কৃষি ক্ষেত্র দূর্বল হয়ে পড়তে পারে।

দিন মজুরী ঃ

আগে যারা কৃষি ক্ষেতে কাজ করত তারা এখন বিভিন্ন উৎপাদন মুখী শিল্পকর্মে নিয়োজিত হচ্ছে। অনেকে আবার সুবিধাজনক পেশা না পেয়ে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ছে এবং বিভিন্ন সামাজিক অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। কেউ কেউ আবার বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে।

মাছচাষ ঃ

এলাকাতে মাছ চাষ স্বল্প পরিসরে শুরু হলেও মাছের খাদ্যের দাম বেশ চড়া। তাছাড়া তৃনমূল পর্যায়ের চাষীগন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা পাচ্ছে না।ফলে তারা প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে পারছে না।

ব্যবসা ঃ

ব্যবসা তেমন ভাল চলছে না। একদিকে ব্যবসাতে বাকীর প্রবনতা বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে তাদের জন্য সরকারীভাবে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া ব্যবসায়ীগন আগের মত কমদামে মালামাল ক্রয় করতে পারছে না। ফলে লাভের পরিমান কম হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগন চাঁদাবাজীর শিকার হয়ে থাকে সেজন্য অনেকেই ব্যবসা ছেড়ে দিচ্ছে।

চাকুরী ঃ

বর্তমানে চাকুরীর বাজার বেশ মন্দা। চাকুরী পাওয়া যেমন দূরহ তেমনি কিছুটা ভাগ্যের ব্যাপার।ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কর্মসংস্থান সে তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক অপরাধ প্রবনতা। বেকার যুব সমাজ হচ্ছে হতাশা গ্রস্থ। ব্যাপক কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে দেশ ও সমাজ এগুতে পারবে না। কারণ যুব সমাজই হ'ল জাতীয় শক্তির উৎস্য।

ভ্যানচালনা ঃ

বর্তমান আধুনিক যুগে মানুষ অধিক গতিশীল। ফলে ব্যস্ততা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে মানুষ ভ্যান ছেড়ে দ্রুত যাতায়াতের জন্য ইঞ্জিন চালিত ভ্যান ও ভাড়ার মটর সাইকেলে যাতায়াত করছে।ফলে এক দিকে ভ্যান চালকদের আয় কমে যাচ্ছে অপর দিকে জীবন ও জীবিকার তাগিদে তারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে

সম্ভাবনাময় পেশা ঃ

মাছ চাষ, গর ছাগলের খামার, হাঁস মুরগীর খামার, কূল চাষ, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী, গ্রাম্য ডাক্তার ও গ্রাম্য পশু চিকিৎসক।

বিগত দিনে এলাকায় ঘটে যাওয়া দুর্যোগের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত ঃ

১০ থেকে ২০ বছর আগে আপদের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ ঃ ১৯৮৮ সালে প্রয়লংকারী ঘূর্ণিঝড় এলাকা লন্ড ভন্ড করে দেয়। ক্ষতি হয়-ব্যাপক কৃষি ফসল, ফলজ ও বনজ বৃক্ষ, ঘরবাড়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে এলাকার মানুষের বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছে। তেমনি ২০০০ সালের ভয়াবহ বন্যা সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নকে গ্রাস করে। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ইউনিয়নের সকল মানুষ। যার ক্ষতি পুষিয়ে উঠার জন্য ইউনিয়ন বাসী নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। আলোচনা সাপেক্ষে জানা যায় যে ২০০০ সালের বন্যা এতই ভয়াবহ ছিল যে, তার করাল গ্রাসের কথা আজও ইউনিয়ন বাসীর মনে ভীতি সঞ্চার করে।

বর্তমান সময়ে অতীতের সেই ধরণের আপদ লক্ষ্য করা যায় না। নতুন ধরণের আপদ পরিলক্ষিত হচ্ছে যেমন- জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি ও আর্সেনিক। উলে-খিত আপদ দ্বারাই বর্তমানে সোনাবাড়িয়া ইউনিয়ন দুর্যোগ কবলিত।

অতীতে দুর্যোগ মোকাবেলার কৌশল ঃ

পূর্বে সনাতনী পদ্ধতিতে দুর্যোগ মোকাবেলা করতো। তারা ঘর তৈরী করে চাল শক্ত খুটির সাথে বেঁধে রাখত। ঝড়ের আশাংকা হলে এলাকার নিরাপদ মজবুত ঘরে আশ্রয় নিত। তারা ঘরের ভিটা খুবই উঁচু করতো। কমপক্ষে ৪ থেকে ৫ ফুট পর্যন্ড় যা এখনও ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় কম বেশি দেখা যায়।

১০ থেকে ১২ বছর পরে এলাকার জনগণ মনে করে বর্তমান আপদ সমূহ দুর্যোগের ভয়াবহতা বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ নদী এবং খাল গুলি ভরাট হয়ে যাচ্ছে যার ফলে ইউনিয়নের অভ্যন্ড়রীন পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নাজুক হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অসময়ে অতিরিক্ত অতিমাত্রায় বৃষ্টি পাত হচ্ছে যার ফলে জলাবদ্ধতার হুমকি আরও বেড়ে যাচ্ছে। এছাড়া নতুন নতুন আপদ আসার সম্ভাবনা আছে- যেমন: বন্যা যে কোন মুহুর্তে আঘাত হানতে পারে। এর প্রধান কারণ হল ভারত থেকে আসা উজানের পানি ইছামতি নদী দ্বারা দ্রুত নিষ্কাশন না হওয়া। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খরা প্রবনতা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং ঝড় ও শিলাবৃষ্টির মত ক্ষতিকর আপদ দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে।

স্থানীয় ভাবে মোকাবেলার পদ্ধতি ঃ

বন্যা শুর হওয়ার সাথে সাথে নিম্ন অঞ্চলে বসবাস কারী লোকজন উঁচু এলাকায় চলে আসে। বাড়ীর চার পাশে আইল বেঁধে সাময়িকভাবে পানি নিয়ন্ত্রন করে। বর্তমানে কেউ কেউ ঘর বাড়ী পাঁকা করছে এবং ঘরের ভিটা উঁচু করে তৈরী করছে।

সীমাবদ্ধতা ঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ খুবই সীমিত এবং পাঁকা ঘর তৈরীর প্রয়োজনীয় অর্থ অধিকাংশ দরিদ্র জনগণের নাই।

প্রয়োজনীয়তাঃ

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ।
- দরিদ্র-হতদরিদ্র পরিবারের দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান।

সার্বিক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির
বৈশিষ্ট্য
ও
উপকারসমূহ

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ও উপকারসমূহ-

ঝুঁকি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এলাকার বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিআরএ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিচালনা সময় অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে সুনির্দিষ্ট আপদ খুজে বের করা, ঝুঁকি মোকাবেলার উপায় বেরকরা ও উপায় বাস্ড়বায়নের প্রস্তুতিগ্রহণ করা হয়েছে।

আপদ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ সকল খাত এবং ভৌগলিক এলাকার ঝুঁকি বের করা হয়েছে এবং তা হ্রাসের উপায় চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং চিহ্নিত উপায়সমূহ বাস্ড়বায়নের জন্য কার্যক্রম চলমান অবস্থায় রয়েছে।

ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম বাস্ড়বায়নের ক্ষেত্রে ঝুঁকির মূল্যায়নের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট ঝুঁকির উপর গুর"ত্ব আরোপ করা হয়েছে। যে সকল ঝুঁকি জনগোষ্টির জন্য অধিকমাত্রায় ক্ষতি করে সে সকল ঝুঁকির অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সকল ঝুঁকি হ্রাসের কার্যক্রম চলমান আছে এবং ভবিষ্যতে দ্র"ত বাস্ড়বায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্থানীয় ও জাতীয় ঝুঁকি হ্রাসকরণ কার্যক্রমকে মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করা জন্য যে সকল বিষয় গুলি নির্দেশনা প্রদান করে তা নিম্ন প্রদত্ত হ'ল-

১। **দারিদ্রতা কমানো ঃ**

- বন্যা, জলাবদ্ধতা, টানাবৃষ্টি ও আর্সেনিক আপদ দ্বারা সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নের জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয় বলে সিআরএতে অংশগ্রহণকারীরা বলেন।

- বন্যা, জলাবদ্ধতা, টানাবৃষ্টি ও আর্সেনিকের মত মারাত্মক ক্ষতিকর আপদ গুলি ইউনিয়নে দুর্যোগ সৃষ্টি করে। যার ফলে ফসলের আবাদ নষ্ট হচ্ছে, ফসলের আবাদ করা যাচ্ছে না, ঘরবাড়ী ভেঙ্গে যাচ্ছে, সব্জী ও ফলেরগাছ নষ্ট হচ্ছে। রোগব্যাধির জন্য চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে, পুকুর ও মাছের ঘের ভেসে মাছ চলে যাচ্ছে, গো-খাদ্যের অভাব দেখা দিচ্ছে ফলে স্বল্প আয়ের লোকজন দরিদ্র থেকে হত দরিদ্রে পরিনত হচ্ছে।

- সিআরএ এবং এফজিডি কার্যক্রম পরিচালনার সময় জানা যায় যে, দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমের সাথে ঝুঁকি হ্রাসের কার্যক্রমের সমন্বয় থাকবে। ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য যে উন্নয়নমূলক কাজ বাস্ড়বায়ন করা হবে সেই প্রক্রিয়া যেন সম্পূর্ণ দারিদ্র বিমোচনকে সামনে রেখে পরিচালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে নদী খনন, খাল খনন, বেঁড়ী বাঁধ নির্মান ইত্যাদি ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম ইউনিয়নের দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২। **কৃষি ও পল-ী উন্নয়ন ঃ**

- সাধারণত ইউনিয়ন বাসীর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে জানা যায় কৃষি ও পল-ী উন্নয়নে বন্যা, জলাবদ্ধতা ও টানাবৃষ্টি মত ক্ষতিকর প্রাকৃতিক আপদ নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

- কৃষির উপর জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সম্ভাব্য প্রভাব সময়হ হ'ল জলাবদ্ধতা, বন্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড় ও শিলাবৃষ্টি।

- আধুনিক চাষ পদ্ধতিতে কৃষি কাজের চর্চার পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে যেমন- মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার। অপর্যপ্ত পরিমানে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে বোরো ধানের আবাদ করা।

- পূর্বে আলোচিত দুর্যোগ গুলো সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নে আঘাত হানায় কৃষি অবকাঠামো বেশ খানিকটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। কিন্তু স্থানয়ি কৃষকদের নিরলস প্রচেষ্টায় ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমানে ইউনিয়নের কৃষি অবকাঠামো একটি মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে জানা যায় যে, বর্তমানে ইউনিয়নটিতে ব্যাপক কৃষি পন্য উৎপন্ন হচ্ছে। যা ইউনিয়নের চাহিদা মিটিয়ে কিছু উদ্ভৃত্ত থেকে যাচ্ছে। তিনি আরও জানান উদ্বৃত্ত উৎপাদনের কারণে জনগণ বিগত সময়ের দুর্যোগের ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। তবে বিগত সময়ের মত আবারও যদি দুর্যোগ এসে ইউনিয়নে হানাদেয় তাহলে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়ানো মজবৃত কৃষি অবকাঠামো আবারও ভেঙ্গে যেতে পারে।

৩। **পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ঃ**

- যে সমস্ড় বিষয় সমূহ পরিবেশের পরিবর্তনের প্রভাব ফেলে সেগুলি হ'ল- অপরিকল্পিত বেঁড়ী বাঁধ নির্মান, মাছের খাদ্য হিসাবে শামুক ব্যবহার, বৃক্ষ নিধন, কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার, পাঙ্গাশ চাষে অতিরিক্ত খাদ্য ও সার ব্যবহার।
- যে ভাবে পরিবেশের বিষয়গুল প্রাকৃতিক আপদে প্রভাব ফেলে তা হ'ল অপরিকল্পিত ভাবে ঘের বেঁধী নির্মানের ফলে অতিবৃষ্টি জনিত পানি নিষ্কাশন না হতে পেরে এলাকায় বন্যা ও জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করছে। অতিরিক্তি শামুক নিধনের ফলে পানি দূষণের মত প্রাকৃতিক আপদ সৃষ্টি হচ্ছে। বৃক্ষ নিধনের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে ঝড়, খরা, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি।
- যে সব বিষয় পরিবেশের পরিবর্তনে মানুষের বিাদাপন্নতা বাড়ায় সেগুলো হল- বৃক্ষ নিধন, নদীভরাট, জলবায়ু পরিবর্ত, ভূগর্ভস্থ পানি পর্যাপ্ত পরিমানে ব্যবহার, ইটভাটায় কয়লার পরিবর্তে কাঠ ব্যবহার করা, অপরিকল্পিত ভাবে ঘের বেঁড়ী তৈরীর ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্ট।

৪। **পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ঃ**

- পানি সম্পর্কিত আপদসমূহ হ'ল- বন্যা, জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি, আর্সেনিক।
- আপদের ঝুঁকির বৈশিষ্ট্য সমূহ
  - বন্যা ঃ তাৎক্ষনিক ভাবে সব কিছু ভাসিয়ে দেয়, মানুষকে আশ্রয়হীন করে, মহামারীর সৃষ্টি করে, মানুষকে ঋণগ্রস্থ করে, মানুষের বিপদাপন্নতা বাড়িয়ে দেয়, প্রতিবন্ধী নারী ও বৃদ্ধদের জীবন যাত্রা চরমভাবে ব্যহত করে, র"গী এবং গর্ভবতী মহিলারা অসহায় হয়ে পড়ে, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছন্ন করে দেয়, অবকাঠামো নষ্ট করে দেয়, এলাকার অর্থনৈতিক মের"দ" ভেঙ্গে দেয়, গো-সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ করে।
  - জলাবদ্ধতা ঃ চাষাবাদ ব্যহত করে, খাদ্যের অভাব সৃষ্টি করে, মানুষকে ধীরে ধীরে দারিদ্রতার দিকে ঠেলে দেয়।
  - অতিবৃষ্টি ঃ ফসল নষ্ট করে, চাষাবাদ ব্যহত করে, তাৎক্ষনিক ভাবে জীবন যাত্রা ব্যহত করে, আয়-রোজগার কমিয়ে দেয়, দারিদ্রতা সৃষ্টি করে, সক্ষম ব্যক্তিকে তাৎক্ষনিকভাবে বেকার করে দেয়, রোগব্যাধির সৃষ্টি করে।
  - আর্সেনিক ঃ আর্সেনিক একটি অদৃশ্য বিশ। এটি পানির সাথে দ্রবীভূত অবস্থায় মানব শরীরে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে রোগের সৃষ্টি করে।

৫। **অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ**

- যে সব অবকাঠামো ব্যবস্থা আপদকে ঝুঁকি পূর্ণ করে তোলে তা হ'ল - অপরিকল্পিত ঘের বেঁড়ী নির্মান, নদীর ধারে মৎস্য ঘের তৈরী। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে কৃত্রিম জলাবদ্ধতা, নদীর স্রোতধারাকে মারাত্মক ভাবে বাঁধাগ্রস্থ করছে।
- ইউনিয়নের প্রধান প্রাকৃতিক আপদ সম্বন্ধে তাদের সামান্য ধারণা আছে। যা অবকাঠামোর জন্য ঝুঁকির সৃষ্টি করে।
- দূর্যোগে টিকে থাকার প্রধান প্রধান অবকাঠামো হ'ল পাঁকা রাস্ড়া, স্কুল (পাঁকা বিল্ডিং), পাকা বাড়ী, উঁচু বেঁড়ী বাঁধ। সংকটাপন্ন অবকাঠামো হলো কাঁচা রাস্ড়া, কাঁচা বাড়ী, নীচু অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
- সংকটাপন্ন অবকাঠামোর জন্য জাতীয় সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আছে যা- বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে সতর্কবার্তা প্রচার করা হয়। এছাড়া উপজেলা প্রশাসন আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রেরিত তথ্যের ভিত্তি স্থানীয় সতর্কবার্তা প্রচার করেন।

৬। **জে"ার ঃ**

- দুর্যোগের সময় নারী ও বালিকারা পুর"ষ ও বালকদের চেয়ে অধিক ঝুঁকিতে থাকে যেমন
  - ✓ নারী ও বালিকারা বাহ্যিক কাজ (প্রস্রাব, পায়খানা ও গোসল স্বাবাভিকভাবে সম্পন্ন করতে পারে না।
  - ✓ নারী ও বালিকারা আশ্রয়কেন্দ্র নিরাপত্তার অভাব বোধ করে।
  - ✓ নারী ও বালিকারা খাদ্য সংকটের মধ্যে থাকে।
  - ✓ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্বাভাবিক ভাবে চলাচল করতে পারে না (দুর্যোগ কালীন সময়)।
  - ✓ গর্ভবতী মহিলারা খাদ্যের অভাবে অপুষ্টিতে ভোগে।

স্থানীয় ও জাতীয় ঝুঁকি হ্রাসকরণ কার্যক্রমকে মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য স্থানীয় সরকার হতে উপজেলা পর্যায় হতে জেলাপর্যায় তারপর জাতীয় পর্যায়ে ঝুঁকি নিরসন বাস্ড়বায়ন পরিকল্পনা প্রেরণ এবং তা আবার জাতীয় পর্যায় হতে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে জনগোষ্ঠী পর্যায় এসে তার বাস্ড়বায়ন করা। এই ভাবে তৃর্ণমূল পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ড় ঝুঁকি নিরসনের উপায় গুলি মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

g~jZ_¨
cÖ`vbKvixi
mv¶vrKvi

g~jZ_¨ cÖ`vbKvixi mv¶rKvi (Avenvlqv I Rjevqy cwieZ©b welqK)

তথ্যদাতার নাম ঃ মোঃ মহিবুল হক	গ্রাম ঃ উত্তর ভাদিয়ালী	তারিখ ঃ ০৪/১১/২০০৬ ইং
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ঃ মোঃ শামীমুর রহমান, মাঠ সংগঠক, সমাধান, কলারোয়া প্রকল্প অফিস, সাতক্ষীরা।		
ক্রম	**জানার বিষয়**	**উত্তর**
১.	বিগত কয়েক বছরে অত্র এলাকায় যে সমস্ড় পরিবর্তন ঘটেছে যে সম্পর্কে কিছু বলবেন কি? , আনুমানিক কোন বছর থেকে ঐ সকল পরিবর্তন ঘটতে শুর" করেছে? , আপনার মতে ঐ সকল পরিবর্তন ঘটার পিছনে প্রধান প্রধান কারণ কি কি? , ঐ সকল পরিবর্তনের ফলে এলাকায় কি কি প্রভাব পড়ছে বলে আপনি মনে করেন?	২০০০ সালের বন্যার পর থেকে এলাকায় পরিবর্তন ঘটতে শুর" করেছে। বন্যার প্রধান কারণ হল সোনাই নদী পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যাওয়া, নদী ও খাল দীর্ঘ দিন সংস্কারের অভাবে বদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকা, নদী ও খালের পাড়ের জমি অবৈধ দখল। পানি নিষ্কাশনের তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এক দিকে যেমন তাপমাত্রা বাড়ছে অপর দিকে অতিবৃষ্টির পরিমান বেড়ে যাচ্ছে। এসকল পরিবর্তনের ফলে কৃষি কাজ দার"ণ ভাবে ব্যহত করছে। ইউনিয়নের বিল গুলিতে জলাবদ্ধতার প্রবনতা প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের পেশার পরিবর্তন ঘটছে।কৃষক অর্থনৈতিক ভাবে দিন দিন দূর্বল হয়ে পড়ছে। কৃষি জীবি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাচ্ছে। যার ফলে সমাজে আইন শৃংখলার কিছুটা অবনতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।
২.	আপনি গত কয়েক বছরে ক. বন্যা, খ. বৃষ্টি, গ. খরা, ঘ. ঘূর্ণিঝড়, ঙ. টর্নেডো, চ. ঝড়, ছ .নদীর পাড় ভাঙ্গা, জ. লবণাক্ততা ইত্যাদি বিষয়ে কি কোন ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন? নাকি আগে যে ভাবে দেখেছেন এখনও একই ভাবে ঘটছে বলে মনে হয়?	গত কয়েক বছর থেকে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। জলাবদ্ধতা, খরা, ঝড়, শিলাবৃষ্টি, বন্যা, অতিবৃষ্টি ও আর্সেনিকের মত আপদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৩.	অতীতের সাথে বর্তমানে তুলনামূলক পরিবর্তন কতটুকু?	অতীতের তুলনায় বর্তমানে জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি ও আর্সেনিক অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪.	কিভাবে এই পরিবর্তন বোঝা যায় (ইনডিকেটর কি)?	পূর্বে জলাবদ্ধতা দেখা দিত না বর্তমানে জলাবদ্ধতা হচ্ছে এবং হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। জলাবদ্ধতা পূর্বে ছিল না ২০০০ সালের পর থেকে ইউনিয়নে জলাবদ্ধতা স্থায়ী রূপ নিয়েছে। অতিবৃষ্টির প্রবনতাও বেশী মাত্রায় লক্ষ করা যাচ্ছে। খরা, বন্যা, শিলাবৃষ্টি ও ঝড় প্রবনতা যদিও কম তবুও এর প্রবনতা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা অধিক বলে জানান।
৫.	কখন আপনি প্রথম পরিবর্তন লক্ষ করেছেন (সম্ভব হলে কোন্ বছর এবং কোথায়)?	২০০০ সাল থেকে এ পরিবর্তন বেশী লক্ষ্য করা গেছে।
৬.	আপনার কাছে পরিবর্তনের মূল কারণ কি মনে হয় বা কেন এই পরিবর্তন হচ্ছে বলে আপনার মনে হয়?	জলবায়ু পরিবর্তন ও নদীতে ঘোলা পানির সাথে পলি এসে নদী ভরাট হয়ে যাওয়া।
৭.	ঐ সকল পরিবর্তনের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ছে বলে আপনার মনে হয়?	ঐ সকল পরিবর্তনের ফলে কৃষি , মৎস্য, পশু সম্পদ, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে কম বেশী নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

ক্রম	জানার বিষয়	উত্তর
৮.	এই পরিবর্তনের কারণে ইউনিয়নের কোন কোন এলাকা ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে বলে মনে করেন?	ভাদিয়ালী, দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়া, বড়ালী, রাজপুর ও চানদা জলাবদ্ধতায় মারাত্ম ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা আছে। এলাকার মানুষের খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। আয় কমে যেতে পারে। ঋণ গ্রস্থ হয়ে পড়তে পারে।
৯.	জীবন ধারণের কোন কোন বিষয়গুলো ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে বলে মনে করেন?	খাদ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবাসস্থান নষ্ট হতে পারে। আয় কমে যেতে পারে। ঋণ গ্রস্থ হয়ে পড়তে পারে। ভূগর্ভস্থ পানি মানুষের নাগালের বাইরে যেতে পারে, বিভিন্ন রোগ বালাই বেড়ে যেতে পারে।
১০	ঐ সকল পরিবর্তনের মধ্যমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী কি কি প্রভাব আছে বলে আপনি মনে করেন? এবং ঐ সকল প্রভাবের পরিনতিকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?	**দীর্ঘমেয়াদী**- এলাকায় দীর্ঘমেয়াদী জলাবদ্ধতা থাকতে পারে, জনগন ব্যাপক ভাবে আর্সেনিক আক্রান্ড় হতে পারে এবং ব্যাপকভাবে পেশার পরিবর্তন ঘটতে পারে। **মধ্যমেয়াদী**- চাষাবাদের ধরণ পাল্টে যেতে পারে, জনগনের মধ্যে এলাকা ত্যাগের প্রবনতা বাড়তে পারে, জীবন যাত্রার মান কমে যোতে পারে।
১১	ঐ সকল পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য কি কি উপায় আছে, যা আপনার কাছে সবচেয়ে ভালো উপায় বলে মনে হয়? এক্ষেত্রে সরকার বা ইউনিয়ন পরিষদ কি করতে পারে? স্থানীয় জনগোষ্ঠী কি করতে পারে? ব্যক্তি বা পরিবারের কি করা উচিৎ অতীতে জনসাধারণ এরূপ পরিবর্তনের সাথে কিভাবে মানিয়ে নিয়েছে? এরূপ অতীতের কোন উপায় কি বর্তমানে ব্যবহার করা যেতে পারে।	বাড়ীর ভিটা উঁচু করণ। পানি সহনশীল ধান চাষ, হাঁস পালন ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার। খাল ও নদী সংস্কার করা। সরকার বা স্থানীয় সরকার উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রকল্প প্রস্ড়াবনা তৈরী করতে পারে। প্রকল্প বাস্ড়বায়নের জন্য সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করতে পারে। এলাকার জনগণ বেঁচে থাকার তাগিদে জলাবদ্ধ বিল গুলিতে ক্ষুদ্র পরিসরে মাছের ঘের তৈরী করছে। অতীতের ন্যায় বাড়ীর ভিটা উঁচু করণ পদ্ধতিটি বর্তমানেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
১২	আপনি কি আমাদের প্রধান প্রধান কয়েকটি কাজের কথা বলবেন, যা করার কারণে আমরা আমাদের পরিবেশকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছি? এবং এর প্রভাব সম্পর্কে আমাদের একটু বিস্ড়রিত ধারণা দিবেন কি? ঐ সকল কাজের কারণে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বা সমস্যা সৃষ্টি করছে যে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কি করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?	অপরিকল্পিত ভাবে ঘের ও বেঁড়ী স্থাপন করা, অতিরিক্ত মাত্রায় বৃক্ষ উজাড়,জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, ইটের ভাটা, গাড়ীর কালো ধোয়া। গোবর সার জমিতে ব্যবহার না করে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা। এর ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে, অতিরিক্ত মাত্রায় গরম পড়ছে ও বৃষ্টিপাত হচ্ছে। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী, মসজিদ ভিত্তিক আলোচনা, শিক্ষক, ঈমাম, এনজিওর গ্রাম পর্যায়ের বিভিন্ন সমিতি ও মাইকিং ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে।
১৩	জলবায়ু বা আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে যে সকল প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য স্থানীয় সমাজের কোন কোন মূল্যবোধ বা কাজ বা প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে জোরালো এবং কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন? এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে আলাদা আলাদা ভাবে বিস্ড়ারিত বলবেন কি ? ইউনিয়ন থেকে ঝুঁকির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার উদ্দ্যোগ সমূহের সাথে কিভাবে চলমান প্রক্রিয়ার সাথে একিভূত করা যায়?	ক্লাব, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার, উদারতা ও নৈতিকতা। ঝুঁকি নিরসন করার জন্য সকল পর্যায়ের জনগণকে সচেতনতা সৃষ্টি, সরকারী কাজের সাথে এনজিওদের সম্পৃক্ত করে একত্রে কাজ করা, দুর্যোগের সময় সাহায্য করা, এলাকার উন্নয়ন ও ঝুঁকি নিরসনের জন্য কাজ করবে।

পরিশিষ্ট - ১ ঃ সকল আপদ চিহ্নিত করণ

ক্রমিক নং-	আপদ সমূহ
০১.	জলাবদ্ধতা
০২.	খরা
০৩.	ঝড়
০৪.	শিলাবৃষ্টি
০৫.	আর্সেনিক
০৬.	বন্যা
০৭	অতিবৃষ্টি

পরিশিষ্ট - ২ ঃ বিপদাপন্ন খাত সমূহ ঃ

বিপদাপন্ন ক্ষেত্র সমূহ	আপদ সমূহ						
	জলাবদ্ধতা	খরা	ঝড়	শিলাবৃষ্টি	আর্সেনিক	বন্যা	অতিবৃষ্টি
কৃষি	□	□	□	□	-	□	□
মৎস্য	□	□	-	-	-	□	□
পশুসম্পদ	□	□	-	-	-	□	□
স্বাস্থ্য	□	□	-	-	□	□	□
শিক্ষা	□	-	□	-	-	□	-
অবকাঠামো	□	-	□	-	-	□	□

পরিশিষ্ট - ৩ ঃ বিপদাপন্ন উপাদান সমূহ

সামাজিক উপাদান সমূহ	আপদ সমূহ						
	জলাবদ্ধতা	**খরা**	**ঝড়**	**শিলাবৃষ্টি**	**আর্সেনিক**	**বন্যা**	**অতিবৃষ্টি**
মানুষ (প্রতিবন্ধী, শিশু, গর্ভবতী নারী, বয়স্ক)	□	□	□	□	□	□	□
জর ুরী সেবা (বিদ্যুৎ ,চিকিৎসা, খাদ্য, পানি)	□	-	□	-	-	□	-
অবকাঠামো (ঘরবাড়ী, রাস্ড়া, ব্রীজ কালভাট)	□	-	□	-	-	□	□

পরিশিষ্ট - ৪ ঃ আপদের ঝুঁকি বিবরণ

আপদ সমূহ	বিপদাপন্ন ক্ষেত্র সমূহ	SuywKmg~n
জলাবদ্ধতা	কৃষি	ফসল ডুবে নষ্ট হতে পারে।
	মৎস্য	পুকুর ও ঘেরের মাছ ভেসে যেতে পারে।
	পশুসম্পদ	পশু চরানো জমি কমে যেতে পারে।
	স্বাস্থ্য	ডায়রিয়া, আমাশয়, চুলকানি পাঁচড়া হতে পারে।
	শিক্ষা	স্কুলের বারান্দায় পানি উঠে ক্লাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
	অবকাঠামো	রাস্ড়া ডুবে যাতয়াতে অসুবিধা হতে পারে।
		কাঁচা ঘরবাড়ী ধ্বসে যেতে পারে।
খরা	কৃষি	ফসলের উৎপাদন কমে যেতে পারে।
	মৎস্য	পানি শুকিয়ে মাছ চাষ ব্যহত হতে পারে।
	পশুসম্পদ	পশু খাদ্যের অভাব হতে পারে।
	স্বাস্থ্য	ডায়রিয়া ও শ্বাস কষ্ট হতে পারে।

আপদ সমূহ	বিপদাপন্ন ক্ষেত্র সমূহ	SuywKmg~n
ঝড়	কৃষি	উৎপাদিত ফসল নষ্ট হতে পারে।
		গাছ পালা ভেঙ্গে যেতে পারে।
	শিক্ষা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাল উড়ে যেতে পারে।
	অবকাঠামো	দূর্বল ঘর বাড়ী ভেঙ্গে যেতে পারে।
শীলাবৃষ্টি	কৃষি	ফসল নষ্ট হতে পারে।
আর্সেনিক	স্বাস্থ্য	আর্সেনিক যুক্ত পানি খেয়ে হাতে পায়ে ঘা হতে পারে।
বন্যার পানি স্বাভাবিকের চেয়ে ২ হতে ৩ ফুট পরিমান বেশী হওয়া	কৃষি	ফসল নষ্ট হতে পারে।
		গাছপালা মারা যেতে পারে।
	মৎস্য	পুকুর ও ঘেরের মাছ ভেসে যেতে পারে।
	পশুসম্পদ	পশু খাদ্য নষ্ট হতে পারে।
	স্বাস্থ্য	ডায়রিয়া, আমাশয় ও শিশুদের নিউমোনিয়া হতে পারে।
	শিক্ষা	স্কুল বন্ধ হয়ে লেখা পড়া ব্যহত হতে পারে।
	অবকাঠামো	কাঁচা রাস্ড়া পানিতে তলিয়ে নষ্ট হতে পারে।
		কাঁচা ঘরবাড়ী ভেঙ্গে যেতে পারে।
অতিবৃষ্টি	কৃষি	ফসল ডুবে নষ্ট হতে পারে।
	মৎস্য	ঘের ও পুকুরের মাছ ভেসে যেতে পারে।
	পশুসম্পদ	পশু খাদ্যের অভাব হতে পারে।
	স্বাস্থ্য	ডায়রিয়া আমাশয় হতে পারে।
	অবকাঠামো	রাস্ড়া ঘাট ভেঙ্গে নষ্ট হতে পারে।

পরিশিষ্ট - ৫ঃ ঝুঁকি বিশে- ষণ মূল্যায়ন

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিণতি	পরিনতির মাত্রা	ঘটার সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির পর্যায়	ঝুঁকির গ্রহণযোগ্যতা
জলাবদ্ধতায় ফসল ডুবে নষ্ট হতে পারে।	➢ খাদ্য ঘাটতি হতে পারে। ➢ কাজের সুযোগ কমে যেতে পারে । ➢ মানুষ ঋণগ্রস্থ হতে পারে।	বেশী	প্রতিবছর ঘটতে পারে	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
জলাবদ্ধতায় পুকুর ও ঘেরের মাছ ভেসে যেতে পারে।	➢ মাছ চাষী ঋণ গ্রস্থ হতে পারে। ➢ চাষী বেকার হতে পারে। ➢ চাষী হতাশ হয়ে পড়তে পারে।	মাঝারী	প্রতিবছর ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
জলাবদ্ধতায় পশু চরানো জমি কমে যেতে পারে।	➢ পশু খাদ্যের অভাব হতে পারে। ➢ গাভীর দুধ কমে যেতে পারে। ➢ পশু অসুস্থ্য হতে পারে।	বেশী	প্রতিবছর ঘটতে পারে	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
জলাবদ্ধতায় ডায়রিয়া, আমাশয়, চুলকানি পাঁচড়া হতে পারে।	➢ স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে। ➢ চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যেতে পারে। ➢ শিশু মৃত্যু বাড়তে পারে।	মাঝারী	প্রতিবছর ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	গ্রহণযোগ্য
জলাবদ্ধতায় স্কুলের বারান্দায় পানি উঠে ক্লাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে।	➢ লেখা পড়া ব্যহত হতে পারে। ➢ ফলাফল খারাপ হতে পারে। ➢ শিক্ষা থেকে ছেলে মেয়েরা ঝরে পড়তে পারে।	কম	প্রতিবছর ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	গ্রহণযোগ্য
জলাবদ্ধতায় রাস্ড়া ডুবে যাতয়াতে অসুবিধা হতে পারে।	➢ যাতায়াত ব্যয় ও সময় বেশী লাগতে পারে। ➢ ব্যবসা বাণিজ্যে ক্ষতি হতে পারে। ➢ জর"রী সেবা ব্যহত হতে পারে।	মাঝারী	প্রতিবছর ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	গ্রহণযোগ্য

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিণতি	পরিনতির মাত্রা	ঘটার সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির পর্যায়	ঝুঁকির গ্রহণযোগ্যতা
জলাবদ্ধতায় কাঁচা ঘরবাড়ী ধ্বসে যেতে পারে।	➢ মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়তে পারে। ➢ আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। ➢ নতুন ঘর তৈরী করতে ঋণ গ্রস্থ হতে পারে।	মাঝারী	প্রতিবছর ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	গ্রহণযোগ্য
খরায় ফসলের উৎপাদন কমে যেতে পারে।	➢ খরায় ফসল উৎপাদন কমে যেতে পারে ➢ চাষী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে ➢ খাদ্যে শস্যের দাম বেড়ে যেতে পারে।	বেশী	২-৫ বছরে ১ বার ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
খরায় পানি শুকিয়ে মাছ চাষ ব্যহত হতে পারে।	➢ মাছের উৎপাদন কমে যেতে পারে। ➢ বাজারে মাছের দাম বৃদ্ধি পেতে পারে। ➢ মাছের গায়ে ঘা হয়ে মাছ মারা যেতে পারে।	মাঝারী	প্রতিবছর ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	গ্রহণযোগ্য
খরায় পশু খাদ্যের অভাব হতে পারে।	➢ পশুর শরীর দূর্বল হয়ে পড়তে পারে। ➢ পশুর দাম কমে যেতে পারে। ➢ দুগ্ধ উৎপাদন কমে যেতে পারে পারে।	মাঝারী	প্রতিবছর ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	গ্রহণযোগ্য
খরায় ডায়রিয়া ও শ্বাস কষ্ট হতে পারে।	➢ শরীর দূর্বল হয়ে পড়তে পারে। ➢ মানুষ কর্ম অক্ষম হয়ে পড়তে পারে। ➢ চিকিৎস্যা ব্যয় বেড়ে যেতে পারে।	মাঝারী	প্রতিবছর ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	গ্রহণযোগ্য
ঝড়ে উৎপাদিত ফসল নষ্ট হতে পারে।	➢ খাদ্যের অভাব হতে পারে। ➢ সংসারে অশান্ড়ি সৃষ্টি হতে পারে। ➢ আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।	বেশী	প্রতিবছর ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	গ্রহণযোগ্য
ঝড়ে গাছ পালা ভেঙ্গে যেতে পারে।	➢ ফলের উৎপাদন কমে যেতে পারে। ➢ ফল ও কাঠের দাম বেড়ে যেতে পারে। ➢ আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।	মাঝারী	প্রতিবছর ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	গ্রহণযোগ্য
ঝড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাল উড়ে যেতে পারে।	➢ সাময়িক লেখা পড়া বন্ধ হতে পারে। ➢ শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যহত হতে পারে।	কম	২-৫ বছরে ১ বার ঘটতে পারে	মাঝারী	গ্রহণযোগ্য
ঝড়ে দূর্বল ঘর বাড়ী ভেঙ্গে যেতে পারে।	➢ বসবাসের অসুবিধা হতে পারে। ➢ আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। ➢ ঘর সংস্কার করতে ঋণগ্রস্থ হতে পারে	বেশী	২-৫ বছরে ১ বার ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
শিলাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হতে পারে।	➢ আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। ➢ খাদ্যের অভাব হতে পারে। ➢ খাদ্য দ্রব্যের দাম বেড়ে যেতে পারে।	বেশী	প্রতিবছর ঘটতে পারে	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিণতি	পরিনতির মাত্রা	ঘটার সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির পর্যায়	ঝুঁকির গ্রহণযোগ্যতা
আর্সেনিক যুক্ত পানি খেয়ে হাতে পায়ে ঘা হতে পারে।	➢ মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। ➢ কর্ম ক্ষমতা কমে যেতে পারে। ➢ চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত টাকা ব্যয় হতে পারে। ➢ মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে।	বেশী	বছরের সব সময়	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বন্যায় ফসল নষ্ট হতে পারে।	➢ খাদ্যের অভাব হতে পারে। ➢ মানুষ বেকার হয়ে পড়তে পারে। ➢ মানুষ ঋণ গ্রস্থ হতে পারে।	বেশী	২-৫ বছরে ১ বার ঘটতে পারে	মাঝারী	অগ্রহণযোগ্য
বন্যায় গাছপালা মারা যেতে পারে।	➢ আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। ➢ কাঠের দাম বেড়ে যেতে পারে। ➢ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বাড়তে পারে।	মাঝারী	২-৫ বছরে ১ বার ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	গ্রহণযোগ্য
বন্যায় পুকুর ও ঘেরের মাছ ভেসে যেতে পারে।	➢ চাষী ঋণী হয়ে যেতেপারে। ➢ চাষী বেকার হয়ে যেতে পারে।	বেশী	২-৫ বছরে ১ বার ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বন্যায় পশু খাদ্য নষ্ট হতে পারে।	➢ পশু পালন কমে যেতে পারে। ➢ পশু রোগাক্রান্ড় ও দূর্বল হতে পারে। ➢ পশু কম দামে বিক্রয় করতে হতে পারে।	মাঝারী	২-৫ বছরে ১ বার ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	গ্রহণযোগ্য
বন্যায় ডায়রিয়া, আমাশয় ও শিশুদের নিউমোনিয়া হতে পারে।	➢ মানুষ অসুস্থ্য হয়ে পড়তে পারে। ➢ চিকিৎসা খরচ বেড়ে যেতে পারে। ➢ সংসারে অশান্ড়ি সৃষ্টি হতে পারে। ➢ শিশু দূর্বল ও অনেক সময় মারা যেতে পারে।	বেশী	২-৫ বছরে ১ বার ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বন্যায় স্কুল বন্ধহয়ে লেখা পড়া বাহত হতে পারে।	➢ স্কুলে লেখা পড়ার ফলাফল খারাপ হতে পারে । ➢ লেখা পড়ার প্রতি আগ্রহ কমে যেতে পারে।	মাঝারী	২-৫ বছরে ১ বার ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	গ্রহণযোগ্য
বন্যায় রাস্ড় নষ্ট হয়ে যাতায়াতে অসুবিধা হতে পারে।	➢ দ্রুত প্রয়োজনে যাতায়াত ব্যহত হতে পারে। ➢ ব্যবসা বাণিজ্য অচল হয়ে যেতে পারে।	বেশী	২-৫ বছরে ১ বার ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বন্যায় কাঁচা ঘরবাড়ী ভেঙ্গে যেতে পারে।	➢ অন্যের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে হতে পারে। ➢ খাওয়ার কষ্ট হতে পারে। ➢ সংসারের আসবাবপত্র নষ্ট হতে পারে।	বেশী	২-৫ বছরে ১ বার ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
অতিবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হতে পারে।	➢ খাদ্যের অভাব হতে পারে। ➢ কৃষক বেকার হয়ে যতে পারে। ➢ আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।	মাঝারী	প্রতি বছর ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	গ্রহণযোগ্য

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিণতি	পরিনতির মাত্রা	ঘটার সম্ভাব্যতা	ঝুঁকির পর্যায়	ঝুঁকির গ্রহণযোগ্যতা
অতিবৃষ্টিতে ঘের ও পুকুরের মাছ ভেসে যেতে পারে।	➢ আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। ➢ চাষী ঋণ গ্রস্থ হতে পারে। ➢ মাছ চাষে আগ্রহ কমতে পারে	মাঝারী	প্রতি বছর ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	**গ্রহণযোগ্য**
অতিবৃষ্টিতে পশু খাদ্যের অভাব হতে পারে।	➢ পশু পালন কমে যেতে পারে। ➢ পশুর স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে। ➢ পশু খাদ্যের দাম বাড়তে পারে।	মাঝারী	প্রতি বছর ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	**গ্রহণযোগ্য**
অতিবৃষ্টিতে ডায়রিয়া আমাশয় হতে পারে।	➢ স্বাস্থ্য খারাপ ও দূর্বল হতে পারে। ➢ চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যেতে পারে। ➢ পরিবারে অশান্ড়ি দেখা হতে পারে।	কম	প্রতি বছর ঘটতে পারে	তীব্র ঝুঁকি	**গ্রহণযোগ্য**
অতিবৃষ্টিতে রাস্ড়া ঘাট ভেঙ্গে নষ্ট হতে পারে।	➢ যাতায়াতে সমস্যা হতে পারে। ➢ যাতায়াত ব্যয় বেড়ে যেতে পারে। ➢ দ্রুত রোগী পরিবহনে সমস্যা হতে পারে।	বেশী	প্রতি বছর ঘটে	মাঝারী ঝুঁকি	**অগ্রহণযোগ্য**

NUvi m¤¢vebv I cwiYwZi eY©bv t

ঝুঁকির ঘটনসংখ্যা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ঘটার সম্ভাব্যতা ব্যাখ্যা ও জানা প্রয়োজন। প্রযুক্তিগত (বৈজ্ঞানিক) এবং সামাজিক (অংশগ্রহণ মূলক) উভয় উপাত্তের ভিত্তিতে এটা করা উচিত। উভয় প্রকার তথ্যেই সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, সঠিক ও বাস্ড়ব ভিত্তিক তথ্যের (যা যাচাই করা যেতে পারে) পাশাপাশি এই বিষয়গুলি এলাকাতে কিভাবে প্রভাব ফেলতে পারে তার উপর স্থানীয় জনগোষ্ঠির যথেষ্ঠ জ্ঞান ও ধারণা আছে।

m¤¢ve¨Zv eY©bv

প্রায় নিশ্চিত	ঃ	প্রতি বছরই ঘটে।
প্রায়ই ঘটে	ঃ	প্রতিবছরই ঘটতে পারে।
মাঝে মাঝে ঘটে	ঃ	২ থেকে ৫ বছরে অন্ড়তঃ একবার ঘটতে পারে।
অনেক দিন পর	ঃ	প্রতি ১০ বছরে একবার ঘটতে পারে।
কদাচিৎ	ঃ	২০ বছরে একবার ঘটতে পারে।

একটি আপদের প্রভাব পরিমাপের নির্ধারিত নিয়ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপদের পরিণতির মাত্রাকে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন।
পরিণতির মাত্রার বর্ণনা সমূহ ঃ

১. **LyeB Kg t** সামান্য ক্ষতি হয়। এলাকার জীবনযাত্রা ব্যহত হয়। পরিবেশের উপর ক্ষণস্থায়ী কিছু প্রভাব পড়ে। জীবিকার উপর কিছু প্রভাব পড়ে।

২. **Kg t** আহতদের জন্য চিকিৎসা সেবা প্রয়োজন। স্বল্প সময়ের জন্য কিছু স্থান পরিবর্তন। সামান্য ক্ষতি। এলাকায় অস্থিরতা দেখা দেয়। পরিবেশের উপর ক্ষনস্থায়ী কিছু প্রভাব পড়ে। জীবিকার উপর কিছু প্রভাব পড়ে।

৩. **gvSvix (Ri“ix Ae¯’v) t** আহতদের জন্য জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রয়োজন। ক্ষনস্থায়ী স্থান পরিবর্তন। ব্যাপক ক্ষতি। এলাকায় অস্থিরতা পরিবেশের উপর ক্ষনস্থায়ী মারাত্মক প্রভাব। জীবিকার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব।

৪. **‡ekx (Ri“ix I gvivZ¥K) t** মৃতের সংখ্যা অল্প। আহতদের জন্য জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রয়োজন। স্বল্প সময়ের জন্য উলে- খযোগ্য সংখ্যক মানুষের স্থান পরিবর্তন। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি যার জন্য বাইরের সাহায্য প্রয়োজন। এলাকায় খুব বাজে অবস্থা চলতে থাকবে। পরিবেশের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব। রাজস্ব আয়ের উপর মারাত্মক প্রভাব।

৫. **wech©q (AwZ Lvivc cÖfve) t** মৃতের সংখ্যা বহু। আহতদের জন্য জর"রী চিকিৎসা সেবা প্রয়োজন। গুর"ত্বপূর্ণ সময়ের জন্য ব্যাপক সংখ্যক এলাকাবাসীর স্থানান্ড়র। ব্যাপক ক্ষতি যার জন্য বাইরের সাহায্য ও সম্পদের প্রয়োজন হবে। পরিবেশের স্থায়ী ও মারাত্মক ক্ষতি। জীবন যাত্রার উপর মারাত্মক প্রভাব।

ঝুঁকির স্ড়র বিন্যাস ঃ

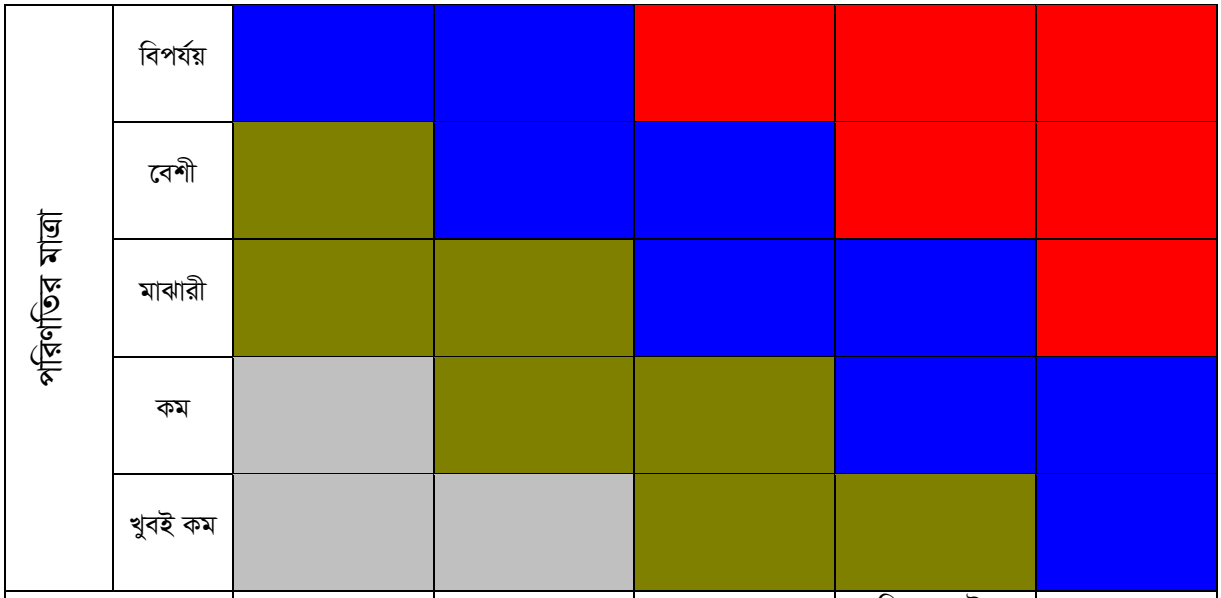

	চরম ঝুঁকি	দেরি না করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া দরকার।
	তীব্র ঝুঁকি	যথাযথ আলোচনার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া দরকার।
	মাঝারী ঝুঁকি	নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া দরকার।
	কম ঝুঁকি	বাৎসরিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

পরিশিষ্ট - ৬ ঃ ঝুঁকি অগ্রাধিকার করণ

আপদ	ঝুঁকি বর্ণনা	ঝুঁকি ব্যবস্থা অগ্রাধিকার করণ
জলাবদ্ধতা	ফসল ডুবে নষ্ট হতে পারে।	১ (৩০ ভোট)
আর্সেনিক	আর্সেনিক যুক্ত পানি খেয়ে হাতে পায়ে ঘা হতে পারে।	২(২৩ ভোট)
বন্যায়	রাস্ড়া ঘাট ডুবে যাতয়াতে অসুবিধা হতে পারে।	৩ (২০ ভোট)
বন্যায়	পুকুর ও ঘেরের মাছ ভেসে যেতে পারে।	৪ (১৮ ভোট)
জলাবদ্ধতা	কাঁচা ঘরবাড়ী ধ্বসে যেতে পারে।	৫ (১০ ভোট)
খরা	ফসলের উৎপাদন কমে যেতে পারে।	৬ (৮ ভোট)
বন্যায়	ফসল ডুবে নষ্ট হতে পারে।	৭ (৫ ভোট)
অতিবৃষ্টিতে	রাস্ড়া ভেঙ্গে নষ্ট হতে পারে।	৮ (৩ ভোট)
অতিবৃষ্টিতে	পুকুর ও ঘেরের মাছ ভেসে যেতে পারে।	৯ (২ ভোট)
ঝড়	উৎপাদিত ফসল নষ্ট হতে পারে।	১০ (১ ভোট)
জলাবদ্ধতা	পশু চারণ ক্ষেত্র কমে যেতে পারে।	১১ (০ ভোট)
খরা	পানি শুকিয়ে মাছ চাষ ব্যহত হতে পারে।	১২ (০ ভোট)
শিলাবৃষ্টি	উৎপাদিত ফসল নষ্ট হতে পারে।	১৩ (০ ভোট)
অতিবৃষ্টি	ফসল নষ্ট হতে পারে।	১৪ (০ ভোট)
অতিবৃষ্টি	পশু খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে।	১৫ (০ ভোট)

খরা	ডায়রিয়া ও শ্বাস কষ্ট হতে পারে।	১৬ (০ ভোট)
বন্যা	কাঁচা ঘরবাড়ী ভেঙ্গে যেতে পারে।	১৭ (০ ভোট)
বন্যা	কাঁচা রাস্ড়া পানিতে তলিয়ে নস্ট হতে পারে।	১৮ (০ ভোট)

পরিশিষ্ট - ৭ঃ কারণ বিশে- ষণ

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ			সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরসনের উপায়		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ড়	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ড়
জলাবদ্ধতায় ফসল ডুবে নষ্ট হতে পারে।	সোনাই নদী ভরাট হয়ে গেছে	নদীর সাথে বিলের সংযোগ খাল গুলি ভরাট হয়ে গেছে	নদী ও খাল খননের নীতিমালা বাস্ড় বায়ন না থাকা	সোনাই নদী পুনঃখনন করা	নদীর সাথে বিলের সংযোগ খাল গুলি পুনঃখনন করা স্ল-ুইচ গেট নির্মান।	নদী ও খাল খননের নীতিমালা বাস্ড়বায়ন করা।
আর্সেনিক যুক্ত পানি খেয়ে হাতে পায়ে ঘা হতে পারে।	আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েল না থাকা	ভিন্ন কোন উৎস থেকে আর্সেনিক মুক্ত পানির ব্যবস্থা না থাকা	আর্সেনিক বিষয়ে সচেতনতার অভাব	ইউনিয়নের চাহিদা অনুযায়ী আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন করা	বৃষ্টির পানি ধরে সংরক্ষণ করার জন্য ট্যাংকি স্থাপন করা	আর্সেনিক বিষয়ে স্থানীয় জনগণকে সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা
বন্যায় রাস্ড়া ঘাট ডুবে যাতয়াতে অসুবিধা হতে পারে।	এলাকার রাস্ড়া গুলি নীচু	এলাকার রাস্ড়া গুলি কাঁচা	রাস্ড়ার প্রয়োজনীয় স্থানে কালভাট নাই	নীচু রাস্ড়াগুলি জলাবদ্ধতা স্ড়র থেকে ৩ ফুট উঁচু করে তৈরী করা	এলাকার জলাবদ্ধ রাস্ড়াগুলি পাঁকা করা	রাস্ড়ার প্রয়োজনীয় স্থানে কালভাট বসানো।
বন্যায় পুকুর ও ঘেরের মাছ ভেসে যেতে পারে।	পুকুর ও ঘেরের পাড় নীচু	অপরিকল্পিত ভাবে ঘের বেঁড়ী তৈরী করা	নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ না থাকা	পুকুর ও ঘেরের পাড় বন্যার লেবেল থেকে ৩ ফুট উঁচু করা	পরিকল্পিত ভাবে ঘের বেঁড়ী তৈরী করা।	সোনাই নদীর পাড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ দেয়া।
জলাবদ্ধতায় কাঁচা ঘরবাড়ী ধ্ব্সে যেতে পারে	ঘরবাড়ী গুলি নীচু এলাকায়	এলাকার অধিকাংশ ঘরবাড়ী কাঁচা	এলাকার পানি দ্র ত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই	বাড়ীর ভিটা উঁচু করা	নীচু এলাকার ঘর গুলি পাঁকা পিলারের উপর তৈরী করা।	ভরাট খালগুলি খনন করা।
খরায় ফসল উৎপাদন কমে যেতে পারে।	পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থা না থাকা	খরা সহনশীল ফসলের চাষ ব্যবস্থা না থাকা	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণ	ডিপটিউবওয়েল স্থাপন করা	খরা সহনশীল চাষ ব্যবস্থা প্রচলন করা।	জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষার জন্যবেশী বেশী গাছ লাগানো
বন্যায় ফসল ডুবে নষ্ট হতে পারে।	সোনাই নদীর পাড়ে বাঁধ না থাকা	বন্যার আগে উঠে এমন আগাম জাতের ফসল চাষ পদ্ধতি না থাকা	বাঁধ সংস্কারের নীতিমালা না থাকা এবং শক্তিশালী কমিটি না থাকা	সোনাই নদীর পাড়ে বাঁধ দেয়া	বন্যার আগে উঠে এমন আগাম জাতের ফসলের চাষ পদ্ধতি প্রচলন করা	বাঁধ সংস্কারের নীতিমালা প্রয়োগে কার্যকরী কমিটি গঠন করে দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা।

অতিবৃষ্টিতে কাঁচা রাস্ড়া পানিতে তলিয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে।	এলাকার রাস্ড়া গুলি নীচু	রাস্ড়ার প্রয়োজনীয় স্থানে কালভার্ট না থাকা	পানি দ্র“ত সরার কোন ব্যবস্থা নাই	এলাকার রাস্ড়াগুলি ৪ ফুট উঁচু করা	রাস্ড়ার প্রয়োজনীয় স্থানে কালভার্ট স্থাপন করা	ভরাট খাল গুলি পুনঃখনন করা
অতিবৃষ্টিতে পুকুর ও ঘেরের মাছ ভেসে যেতে পারে।	পুকুর ও ঘেরের পাড় নীচু	অপরিকল্পিত ভাবে ঘের বেঁড়ী তৈরী করা	নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ না থাকা	পুকুর ও ঘেরের পাড় বন্যার লেবেল থেকে ৩ ফুট উঁচু করে বাঁধা।	পরিকল্পিত ভাবে ঘের বেঁড়ী তৈরী করা।	সোনাই নদীর পাশ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ দেয়া।
ঝড়ে উৎপাদিত ফসল নষ্ট হতে পারে।	ঝড়ের মৌসুমে মাঠে ফসল থাকে	আগাম জাতের ফসলের চাষ না থাকা	ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি কম হয় এমন জাতের ফসলের চাষাবাদ না করা	-	ঝড়ের পূর্বে ওঠে এমন জাতের ফসলের চাষ করা	ঝড়ে কম ক্ষতি হয় এমন জাতের ফসলের চাষ করা।

পরিশিষ্ট - ৮ ঃ ঝুঁকি হ্রাস উপায় ও কৌশল সমন্বয় ও অগ্রাধিকারকরণ।

ঝুঁকি হ্রাস উপায়/ কৌশল	কোন্ কোন্ ঝুঁকি হ্রাস করবে	মন্ড়ব্য
সোনাই নদী পুনঃখনন করা।	বন্যার কারণে কাঁচা ঘরবাড়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পানি উঠতে পারে।	
	বন্যার ফলে গবাদী পশুর খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে।	
	বন্যার ফলে গাভীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে মারা যেতে পারে।	
	বন্যায় স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির পানিতে ডুবে যেতে পারে।	
	বন্যার কারণে নারী ও প্রতিবন্ধীদের পয়ঃনিষ্কাশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে।	
	বন্যার ফলে সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নের পুকুর ও মৎস্য ঘের ভেসে যেতে পারে ।	
	বন্যার ফলে আমন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ।	
	বন্যার ফলে কাঁচা রাস্ড়া ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে ব্যবসা বাণিজ্যে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।	
নদীর সাথে বিলের সংযোগ খাল গুলি পুনঃখনন করা।	নদীর পানি উপচে আম, জাম, কাঁঠাল, জামর“ল ও লিচু গাছ মারা যেতে পারে।	
	নদীর পানি উপচে পুকুর ও ঘেরের মাছ ভেসে যেতে পারে।	
	বন্যার ফলে কাঁচা রাস্ড়া ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।	
	নদীর পানি উপচে ইউনিয়নের আউশ ও আমন ধানের ক্ষতি হতে পারে।	
	নদীর পানি উপচে রাস্ড়াঘাট পানিতে তলিয়ে যেতে পারে।	
	বন্যার ফলে আমন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।	
স্ল-ুইচ গেট নির্মান করা	ঘরবাড়ী পানিতে তলিয়ে যেতে পারে।	
	নীচু রাস্ড়াগুলি পানিতে তলিয়ে যেতে পারে।	
	চাষাবাদ ব্যহত হতে পারে।	
	নদীর উপছে পড়া পানি বিলের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।	

	ফসলের ক্ষেত দ্রুত পানিতে তলিয়ে নষ্ট হতে পারে।	
নদী ও খাল খননের নীতিমালা বাস্ড়বায়ন বাস্ড়বায়ন করা।	নদী অবৈধ ভাবে দখল করতে পারে।	
	নদীর পাশে অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠতে পারে।	
	নদীতে অবৈধ স্থাপনার (পাটা/কোমর)মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন বাধাগ্রস্থ হতে পারে।	
	নদী খননের সময় আর্থিক অপচয় হতে পারে।	
ইউনিয়নের চাহিদা অনুযায়ী আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন করা	আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ খাওয়ার পানির অভাব দেখা দিতে পারে।	
	আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করার ফলে রোগ ব্যাধি দেখা দিতে পারে।	
	আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করার কারণে অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়তে পারে।	
	আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করার ফলে পেটের পীড়া দেখা দিতে পারে।	
বৃষ্টির পানি ধরে সংরক্ষণ করার জন্য ট্যাংকি স্থাপন করা	আর্সেনিক মুক্ত বিশুদ্ধ খাওয়ার পানির অভাব দেখা দিতে পারে।	
	আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করার ফলে রোগ ব্যাধি দেখা দিতে পারে।	
	আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করার কারণে অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়তে পারে।	
	আর্সেনিক সংক্রান্ড় রোগ দেখা দিতে পারে।	
আর্সেনিক বিষয়ে স্থানীয় জনগণকে সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	আর্সেনিক সংক্রান্ড় জ্ঞানের অভাব থাকতে পারে।	
	আর্সেনিকের মত মারাত্মক বিষকে অবমূল্যায়ন করতে পারে।	
	সচেতনতার অভাবে আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করতে পারে।	
নিচু রাস্ড়াগুলি জলাবদ্ধ স্ড়র থেকে ৩ ফুট উঁচু করে তৈরী করা	নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আমদানী ও রপ্তানীর সমস্যা দেখা দিতে পারে।	
	দুর্যোগ কালীন সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হতে পারে।	
	বন্যার ফলে রাস্ড়া তলিয়ে যাতায়াত ব্যবস্থার সমস্যা দেখা দিতে পারে।	
	বন্যার ফলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া ব্যহত হতে পারে।	

ঝুঁকি হ্রাস উপায়/ কৌশল	কোন্ কোন্ ঝুঁকি হ্রাস করবে	মন্ড়ব্য
এলাকার জলাবদ্ধ রাস্ড়াগুলি পাঁকা করা	পরিবহন খরচ বেড়ে যেতে পারে।	
	ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হতে পারে।	
	দুর্যোগকালীন সময় রুগী দ্রুত হাসপাতালে নিতে দেরী হতে পারে।	
	যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যহত হতে পারে	
	রাস্ড়া দ্রুত নষ্ট হতে পারে।	
রাস্ড়ার প্রয়োজনীয় স্থানে কালভার্ট বসানো।	রাস্ড়া কেটে পানি সরাতে হতে পারে।	
	ফসলের আবাদ ব্যহত হতে পারে।	
	রাস্ড়া ধ্বসে যেতে পারে।	
	জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে।	
	বাড়ী ঘর পানিতে তলিয়ে যেতে পারে।	
পুকুর ও ঘেরের পাড় বন্যার লেভেল থেকে ৩ ফুট উঁচু করে বাঁধা।	মাছ চাষী দরিদ্র হয়ে যেতে পারে।	
	মাছ বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে।	
	মাছ চাষী ঋণী হতে পারে ।	
পরিকল্পিত ভাবে ঘের বেঁড়ী তৈরী করা।	পানি নিষ্কাশন নিয়ে সামাজিক দ্বন্ধ হতে পারে ।	
	ঘের বেঁড়ী প-াবিত হতে পারে ।	
	কৃত্রিম জলাবদ্ধতা হতে পারে ।	
	বোরো মৌসুমে ধানের আবাদ নাও হতে পারে ।	
সোনাই নদীর পাশ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ দেয়া।	বন্যায় এলাকার ফসল পানিতে তলিয়ে যেতে পারে।	
	বন্যার ফলে হাটবাজার, হাসপাতাল পানিতে তলিয়ে যেতে পারে।	
	বন্যার ফলে ঘরবাড়ী ব্রীজ, কালভার্ট ক্ষতি হতে পারে।	

	স্কুল প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা ঈদগাহ, মন্দির কবরস্থান, শ্মশান তলিয়ে যেতে পারে।	
	এলাকার পানি দুষিত হয়ে চুলকানি, পাঁচড়া, ডায়রিয়া, আমাশয় হতে পারে।	
	বন্যার ফলে গো-চারণ ভূমি পানিতে তলিয়ে যেতে পারে।	
বাড়ীর ভিটা উঁচু করা	বাড়িতে পানি উঠে গাছ পালা ও সব্জী মারা যেতে পারে।	
	বাড়ি ঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হতে পারে।	
	পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যহত হতে পারে।	
	ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া ব্যহত হতে পারে।	
	ইউনিয়নের নীচু এলাকার ঘরবাড়ী নষ্ট হতে পারে।	
	সহায় সম্পত্তি নষ্ট হতে পারে।	
ডিপটিউবওয়েল স্থাপন করা	এলাকায় খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে।	
	খরার কারণে ফসল পুড়ে নষ্ট হতে পারে।	
	ফসলের উৎপাদন কম হতে পারে।	
	ফসল উৎপাদন খরচ বেড়ে যেতে পারে।	
খরা সহনশীল চাষ ব্যবস্থা প্রচলন করা।	ফসল উৎপাদন কম হতে পারে।	
	উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যেতে পারে।	
	খাদ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।	
	খরা মৌসুমে জমি পতিত থাকতে পারে।	
জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষার জন্য বেশী বেশী পরিমান গাছ লাগানো	ঝড়ের প্রবনতা বৃদ্ধি পেতে পারে ।	
	পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে।	
	অতি বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির পরিমান বৃদ্ধি পেতে পারে ।	

ঝুঁকি হ্রাস উপায়/ কৌশল	কোন্ কোন্ ঝুঁকি হ্রাস করবে	মন্তব্য
বন্যার আগে উঠে এমন আগাম জাতের ফসলের চাষ পদ্ধতি প্রচলন করা	মানুষ বেকার হয়ে পড়তে পারে।	
	গো-খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে।	
	খাদ্য ঘাটতির কারনে দাম বেড়ে যেতে পারে।	
	কৃষক ঋণ গ্রস্থ হয়ে পড়তে পারে।	
	বন্যায় ফসল নষ্ট হতে পারে।	
বাঁধ সংস্কারের নীতিমালা প্রয়োগে কার্যকরী কমিটি গঠন করে দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা।	এলাকার জোরদারমহল বাঁধ দখল করে নিতে পারে।	
	সমাজের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার হরণ হতে পারে।	
	উন্নয়নমূলক কর্মকা⇒ বাঁধাগ্রস্থ হতে পারে।	
	কাজের মান ভাল না হতে পারে।	
	স্বজনপ্রীতির প্রবনতা বৃদ্ধি পেতে পারে।	
ঝড়ের পূর্বে ওঠে এমন জাতের ফসলের চাষ করা	মানুষ বেকার হয়ে পড়তে পারে।	
	কৃষক ঋণ গ্রস্থ হয়ে পড়তে পারে।	
	খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে।	
	খাদ্যের দাম বেড়ে যেতে পারে।	
ঝড়ে কম ক্ষতি হয় এমন জাতের ফসলের চাষ করা।	চাষী ঋণ গ্রস্থ হয়ে পড়তে পারে।	
	খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে।	
	আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।	

পরিশিষ্ট - ৯ ঃ উপায় সমূহ বাস্ড়বায়নের সামাজিক, রাজনৈতিক, কারিগরি, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত প্রভাব বিশে- ষণ

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক ও রাজনৈতিক	কারিগরি ও অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
সোনাই	জলাবদ্ধতা	❑ সামাজিক	❑ সরকারী অর্থে	❑ উপায়টি	❑ ইউনিয়	❑ জলাবদ্ধ

নদী পুনঃখনন করা।	নিরসন করে ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা	ও রাজনৈতিক ভাবে কোন খারাপ প্রভাব পড়বে না বরং সকলে সহযোগিতা করবে	সোনাই নদী স্থানীয় শ্রমিক দিয়ে ঝুঁড়ি কোদালের মাধ্যমে খনন করতে হবে। এতে এলাকায় ব্যাপক কৃষিকাজের সুযোগ সুষ্টি হবে। ফলে অর্থনৈতিক ভাবে এলাকার জনগণ লাভবান হবে।	বাস্ড়বায়ন হলে এলাকার সামগ্রীক পরিবেশের উন্নয়ন হবে।	ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপন া কমিটি উপায়টি রক্ষণা-বেক্ষণ করবে।	সহনশীল ধানের চাষ করা ❑ হাঁস পালন করা।
জলাবদ্ধ সহনশীল ধানের চাষ করা (বিকল্প)	খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা	ঐ	❑ কৃষি বিভাগের সহযোগিতার মাধ্যমে ধান চাষ করলে খাদ্য ঘাটতি অনেকাংশে কমে যাবে।	❑ উপায়টি বাস্ড়বায়ন হলে এলাকার সামগ্রীক পরিবেশের উন্নয়ন হবে।	❑ চাষীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপায়টি টিকিয়ে রাখা	–
স্-ুইচ গেট নির্মান	পানি নিয়ন্ত্রন করে ফসলের আবাদ করা	সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে সর্বস্ড়রের লোকজন সহযোগিতা করবে।	❑ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও এলজিইডি কারীগরি সহযোগিতা প্রদান করতে পারবে। ❑ উপায়টি বাস্ড় বায়ন হলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নয়ন ঘটবে।	❑ পরিকল্পিত ভাবে স্-ুইচগেট নির্মান করলে পরিবেশের তেমন কোন ক্ষতি হবে না।	❑ স্থানীয় কমিটি গঠণের মাধ্যমে রক্ষণাবে ক্ষণের ব্যবস্থা করা।	–

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক ও রাজনৈতিক	কারিগরি ও অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
হাঁস পালন করা। (বিকল্প)	জলাবদ্ধ এলাকা ব্যবহার করে বিকল্প আয় বাড়িয়ে দারিদ্রতা দূরিকরণ	❑ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে কোন বাঁধা আসার সম্ভাবনা নাই	❑ পশু সম্পদ বিভাগের তত্ত্বাধানে উন্নত জাতের হাঁস পালন। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাংস ও ডিম উৎপাদন হবে। ফলে এলাকার দারিদ্রতা হ্রাস পাবে।	❑ হাঁস পরিবেশের উপাদান হিসাবে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।	❑ সঠিক উপকারে ভাগী নির্বাচন করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	–
নদীর সাথে বিলের সংযোগ খাল গুলি পুনঃখনন করা।	জলাবদ্ধতা নিরসন করে ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা	❑ সামাজিক ভাবে কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। ❑ তবে রাজনৈতিক ভাবে বাঁধা	❑ দাতাগোষ্ঠী ও সরকারী অর্থে স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে ঝুঁড়ি কোদালের সাহায্যে খাল পুনঃখনন করতে হবে। ফলে এলাকায় কৃষি ঝুঁকি	❑ উপায়টি বাস্ড়বায়ন হলে পরিবেশগত উন্নয়ন দেখা দিবে।	❑ ইউনিয়ন দুর্যোগ কমিটির ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তদারকির ব্যবস্থা	❑ হাঁস পালন করা ❑ মাছ চাষ করা ❑ পানি সহনশীল ধান চাষ করা

		আসতে পারে।	কমে আসবে এতে খাদ্যোর চাহিদা পূরণ হবে এবং জনগণ আর্থিক ভাবে লাভবান হবে।		থাকা।	❑ আগাম ধানের চাষ করা
আগাম জাতের ধানের চাষ করা	খাদ্য ঘাটতি কমানো ও দারিদ্রতা হ্রাস	❑ উপায়টি বাস্ড়বায়ন হলে সমাজ উপকৃত হবে। ❑ রাজনৈতিক কর্মকাে ের সাথে জনগণ এগিয়ে আসতে শুর ু করবে।	❑ কৃষি বিভাগের সার্বিক সহযোগীতায় উপায়টি বাস্ড়বায়ন হলে চাষীরা লাভবান হবে।	❑ পরিবেশের উপর কোনপ্রকার নেতিবাঁচক প্রভাব পড়বে না।	❑ উপায়টি সম্পর্কে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করা। ❑ এলাকায় প্রদর্শনী প- টের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা।	-
নদী ও খাল খননের নীতিমালা বাস্ড়বায়ন করা।	নদী ও খাল খননের পর উপায়টি দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখা	❑ সামাজিক দিক দিয়ে কোন প্রভাব পড়বে না ❑ রাজনৈতিক ভাবে কমিটি প্রভাবিত হতে পারে।	❑ বাংলাদেশ পানি উন্নয়নবোর্ডের কারিগরি সহযোগীতায় এবং ইউনিয়নের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠন করে উপায়টি বাস্ড়বায়ন করা গেলে বন্যা ও জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে এলাকায় ফসলের আবাদ করা সম্ভব হবে। যার ফলে জনগণ আর্থিক দিকদিয়ে লাভবান হবে।	❑ পানি পরিবেশের অর্ত্যবশ্যকীয় উপাদান হওয়ায় নীতিমালার মাধ্যমে পরিবেশ ঝুঁকি মুক্ত হবে।	❑ কমিটির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা এবং নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ ঘটানো	-

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক ও রাজনৈতিক	কারিগরি ও অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
ইউনিয়নের চাহিদা অনুযায়ী আর্সেনিক মুক্ত ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করা	আর্সেনিক মুক্ত পানি পান করা এবং আর্সেনিক জনিত রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া	❑ সামাজিক দিক দিয়ে কোন প্রভাব পড়বে না তবে রাজনৈতিক কিছু প্রভাব পড়তে পারে।	❑ সরকার ও এনজিওর সহযোগীতায় দক্ষশ্রমিক দিয়ে আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন করা। আর্সেনিক মুক্ত পানি পান করার ফলে রোগব্যাধি কম হবে। সু-স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষ অধিক আয় রোজগার করতে পারবে।	❑ এলাকায় রোগব্যাধিমুক্ত সুস্থ্য পরিবেশ বিরাজ করবে	❑ স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে কমিটি গঠন করে রক্ষণা বেক্ষণ করা।	❑ পুকুরের পাড়ে ফিল্টার স্থাপন
পুকুরের পাড়ে ফিল্টার স্থাপন (বিকল্প)	বিকল্প উপায়ে আর্সেনিক মুক্ত পানি পান করা।	❑ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে কোন বাঁধা আসার সম্ভাবনা নাই	❑ এনজিও ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগীতায় দক্ষ শ্রমিক দ্বারা ফিল্টার স্থাপন করা। চিকিৎসা ব্যয় কমে যাবে। আর্থিক সাশ্রয় হবে।	❑ স্বাস্থ্যগত পরিবেশ ভাল থকবে।	❑ কমিটি গঠনের মাধ্যমে পুকুর ও ফিল্টার রক্ষণাবেক্ষণ করা।	-
বৃষ্টির পানি ধরে সংরক্ষণ করার জন্য ট্যাংকি স্থাপন করা	আর্সেনিক মুক্ত পানি পান করা	❑ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না।	❑ এনজিও ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় দক্ষ শ্রমিক দ্বারা ট্যাংকি নির্মান করা। ❑ আর্সেনিক মুক্ত পানি পান করার ফলে এলাকার মানুষের চিকিৎসা খাতে ব্যয় কম হবে।	❑ এলাকার স্বাস্থ্যগত পরিবেশ ভাল হবে।	❑ ট্যাংকি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখা।	❑ পুকুর ফিল্টার স্থাপন করা। ❑ ফুটিয়ে পানি পান করা।
আর্সেনিক বিষয়ে স্থানীয় জনগণকে সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	আর্সেনিকের কূফল সম্পর্কে জনগনকে ধারনা প্রদান	সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে কোন নেতীবাচক প্রভাব পড়বে না।	এনজিও ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান। জনগণ রোগব্যাধি সম্পর্কে সচেতন হলে চিকিৎসা ব্যয় কমে যাবে। আর্থিক সাশ্রয় হবে	❑ মানুষ ব্যক্তি উদ্যোগে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষাম হবে।	❑ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদের ইমামকে প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করতে হবে।	-
নিচু রাস্ড়	জলাবদ্ধতার	❑ সামাজিক	❑ স্থানীয় সরকার ও	❑ এলাকার	❑ ইউনিয়ন	-

াগুলি জলাবদ্ধ স্ড়ক থেকে ৩ ফুট উঁচু করে তৈরী করা	হাত থেকে রাস্ড়রক্ষা করা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।	ও রাজনৈতিক ভাবে কোন বাঁধা আসার সম্ভাবনা নাই	এনজিওদের কারীগরি সহযোগিতায় স্থানীয় শ্রমিক দ্বারা ঝুঁড়ি কোদালের মাধ্যমে রাস্ড় উঁচু করা। ❑ যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে এলাকার অর্থনৈতিক ভাবে উন্নয়ন ঘটবে।	যাতায়াতের পরিবেশ উন্নত হবে।	পরিষদের সার্বিক তত্ত্বধানের ব্যবস্থা থাকা।	
উপায়	**উদ্দেশ্য**	**সামাজিক ও রাজনৈতিক**	**কারিগরি ও অর্থনৈতিক**	**পরিবেশগত**	**স্থায়ীত্ব**	**বিকল্প**
এলাকার জলাবদ্ধ রাস্ড়াগুলি পাঁকা করা	যোগাযোগ ব্যবস্থা টেকসই করা	সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে কোন বাঁধা আসার সম্ভাবনা নাই	❑ উন্নত প্রযুক্তির ও মেশিনের মাধ্যমে রাস্ড়া নির্মান করা। ❑ যোগাযোগ ব্যয় কমে যাবে।	পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে	❑ রাস্ড়ার পাশে গাছ লাগাতে হবে। ❑ প্রয়োজনীয় স্থানে প্যালাসাইটিং করতে হবে।	-
রাস্ড়ার প্রয়োজনীয় স্থানে কালভার্ট বসানো।	এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও যাতায়াত ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখা	সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবে সর্বস্ড়রের জনগণ সহযোগিতা করবে।	পানি সরতে পারে এমন জায়গায় কালভার্ট স্থাপন করা হলে এলাকার মানুষের আর্থিক উন্নয়ন ঘটবে।	এলাকার পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে।	স্থানীয় সরকার রক্ষানাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে।	-
পুকুর ও ঘেরের পাড় বন্যার লেবেল থেকে ৩ ফুট উঁচু করে বাঁধা।	বন্যার কবল থেকে পুকুর ও ঘের রক্ষা করা।	❑ সামাজিক দিক দিয়ে মানুষ উপকৃত হবে এবং রাজনৈতিক ভাবে কোন খারাপ প্রভাব পড়বে না।	❑ মৎস্য অধিদপ্তরের কারিগরী সহযোগিতায় বাস্ড় বায়ন করা। ❑ প্রকল্পটি বাস্ড় বায়ন হলে এলাকার জনগণ আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি থেকে কিছুটা রক্ষা পাবে।	❑ পরিবেশের উপর কোন খারাপ প্রভাব পড়বে না। বরং পুকুর ও ঘেরের পাড়ে গাছ ও শাকসব্জী লাগানো যাবে।	❑ প্রতিবছর ঘের ও পুকুরের পাড় সংস্কার করা এবং বেশী বেশী করে গাছ লাগানো।	-
পরিকল্পিত ভাবে ঘের বেঁড়ী তৈরী করা।	বন্যা নিয়ন্ত্রন ও জলাবদ্ধতা নিরসন করে মাছ চাষ নিশ্চিত করা।	❑ সমাজের জনগণ উপায়টির পক্ষে সমর্থন জানালেও রাজনৈতিক ভাবে সমর্থন নাও পেতে পারে।	❑ মৎস্য অধিদপ্তর উপজেলা প্রশাসনের কারীগরি সহযোগিতায় উপায়টি বাস্ড়বায়ন হলে জনগণ আর্থিক ভাবে লাভবান হবে।	❑ পরিকল্পনাটি বাস্ড় বায়ন হলে কৃত্রিম জলাবদ্ধতা নিরসন হবে এবং পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে।	❑ নীতিমালা বাস্ড় বায়ন এবং তা ভঙ্গকারীকে শাস্ড়ির বিধান রাখা।	-
সোনাই	বন্যা নিয়ন্ত্রন	❑ সামাজিক	❑ দাতাগোষ্ঠির	❑ উপায়টি	❑ ইউনিয়ন	-

নদীর পাশ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ দেয়া।	করা	ভাবে সমর্থন থাকলেও রাজনৈতিক ভাবে বাঁধা আসতে পারে।	অর্থায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কারিগরি সহযোগিতায় এনজিওদের তত্ত্বধানে স্থানীয় শ্রমিক দ্বারা বাঁধ দেয়া। ❑ বন্যা নিয়ন্ত্রন হলে এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকা⇒ সচল থাকবে।	বাস্ড়বায়ন হলে এলাকার সার্বিক পরিবেশ ভাল থাকবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি তত্ত্বাবধান করবে।	

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক ও রাজনৈতিক	কারিগরি ও অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
বাড়ীর ভিটা উঁচু করা	বন্যার কবল থেকে ঘরবাড়ী রক্ষা করা	❑ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে কোন বাঁধা আসবে না।	❑ আর্থিক সাশ্রয় হবে। ❑ নিরাপদে বসবাস করা যাবে। ❑ ক্ষয়ক্ষতি কমবে।	❑ স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ বজায় থাকবে।	❑ বাড়ীর চার পাশে গাছ লাগাতে হবে।	-
ডিপটিউব ওয়েল স্থাপন করা	ভূগর্ভস্থ পানি সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা।	❑ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে কোন খারাপ প্রভাব পড়বে না।	❑ কৃষি বিভাগের কারিগরি সহযোগিতায় উপায়টি বাস্ড়বায়ন করা। ❑ সময়মত সেচ দিতে পারলে চাষী অধিক লাভবান হবে।	❑ সামাজিক পরিবেশের স্থিতিশীলতা বিরাজ করবে।	❑ পরিচালনা কমিটি গঠন করা	-
খরা সহনশীল চাষ ব্যবস্থা প্রচলন করা।	খরা মৌসুমে ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা।	❑ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে কোন খারাপ প্রভাব পড়বে না।	❑ কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের কারিগরী সহযোগিতায় খরা সহনশীল জাতের ধান উদ্ভাবন কর।	শান্ড়িময় পরিবেশ বিরাজ করবে।	❑ প্রদর্শনী প-ট তৈরী করা। ❑ চাষীদের প্রশিক্ষণ দেয়া।	❑ কুল ও আমের চাষ করা
কুল ও আমের চাষ করা (বিকল্প)	বিকল্প আয়ের উৎস সৃষ্টি করা।	❑ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে কোন খারাপ প্রভাব পড়বে না।	❑ কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের কারিগরী সহায়তা প্রদান সাপেক্ষে উপায়টি বাস্ড় বায়িত হলে এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।	❑ উপায়টি বাস্ড়বায়িত হলে এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে।	❑ কৃষি বিভাগের মাধ্যমে প্রদর্শনী প-ট তৈরী করা। ❑ চাষীদের প্রশিক্ষণ দেয়া।	-
জলবায়ুর	জলবায়ুর	❑ সামাজিক	❑ কৃষি ও বন	❑ পরিবেশের	❑ চুক্তির	-

ভারসাম্য রক্ষার জন্য বেশী বেশী পরিমান গাছ লাগানো	ভার সাম্য রক্ষা করা	ও রাজনৈতিক ভাবে কোন খারাপ প্রভাব পড়বে না।	বিভাগের কারিগরী সহায়তা প্রদান সাপেক্ষে উপায়টি বাস্ড়বায়ন করা। ❑ ভবিষ্যত অর্থনীতির ভীত মজবুত হবে।	উন্নয়ন ঘটবে	মাধ্যমে রক্ষণা বেক্ষণের দায়িত্ব অর্পন করা।	
বন্যার আগে উঠে এমন আগাম জাতের ফসল চাষের পদ্ধতি প্রচলন করা	ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি কমানো	❑ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে কোন খারাপ প্রভাব পড়বে না।	❑ কৃষি বিভাগের কারিগরী সহায়তা প্রদান সাপেক্ষে উপায়টি বাস্ড়বায়ন করা। ❑ এলাকার কৃষক অর্থনৈতিক ভাবে লাভ বান হবে।	❑ পরিবেশের উপর কোন প্রভাব পড়বে না বরং ভাল হবে।	❑ সরকারী উদ্যেগে প্রদর্শনী প-ট তৈরী করা। ❑ চাষীদের প্রশিক্ষণ দেয়া।	-

উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক ও রাজনৈতিক	কারিগরি ও অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব	বিকল্প
বাঁধ সংস্কারের নীতিমালা প্রয়োগে কার্যকরী কমিটি গঠন করে দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা।	নদী ও খাল খননের উপায়টি দীর্ঘদিন টিকিয়ে রেখে এলাকাকে বন্যামুক্ত করা	❑ সামাজিক দিক দিয়ে কোন প্রভাব পড়বে না ❑ রাজনৈতিক ভাবে কমিটি প্রভাবিত হতে পারে।	❑ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কারিগরি সহযোগিতায় এবং ইউনিয়নের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠন করে উপায়টি বাস্ড় বায়ন করা গেলে বন্যা ও জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে এলাকায় ফসলের আবাদ করা সম্ভব হবে। যার ফলে জনগণ আর্থিক দিকদিয়ে লাভবান হবে।	❑ পানি পরিবেশের অর্ত্যবশ্যকীয় উপাদান হওয়ায় নীতিমালার মাধ্যমে পরিবেশ ঝুঁকি মুক্ত হবে।	❑ কমিটির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা এবং নীতিমালা যথাযথ প্রয়োগ ঘটানো	-
ঝড়ের পূর্বে ওঠে এমন জাতের ফসলের চাষ করা	ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি কমানো	❑ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে কোন খারাপ প্রভাব পড়বে না।	❑ কৃষি বিভাগের কারিগরী সহায়তা প্রদান সাপেক্ষে উপায়টি বাস্ড়বায়ন করা। ❑ এলাকা অর্থনৈতিক ভাবে লাভ বান হবে।	❑ পরিবেশের উপর কোন প্রভাব পড়বে না বরং ভাল হবে।	❑ প্রদর্শনী প-ট তৈরী করা। ❑ চাষীদের প্রশিক্ষণ দেয়া।	-
ঝড়ে কম ক্ষতি হয় এমন জাতের	ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করা	❑ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে কোন খারাপ	❑ কৃষি বিভাগের কারিগরী সহায়তা প্রদান সাপেক্ষে উপায়টি বাস্ড়বায়ন	❑ পরিবেশের উপর কোন প্রভাব পড়বে না	❑ প্রদর্শনী প-ট তৈরী করা।	-

ফসলের চাষ করা।		প্রভাব পড়বে না।	করা। ❑ এলাকা অর্থনৈতিক ভাবে লাভ বান হবে।	বরং ভাল হবে।	❑ চাষীদের প্রশিক্ষণ দেয়া।	

পরিশিষ্ট - ১০ ঃ সংশি- ষ্ট চলমান কার্যক্রম ও এর সফলতার সীমাবদ্ধতা সমূহ চিহ্নিত করণ

ঝুঁকি নিরসনের উপায়	চলমান কার্যক্রম	সীমাবদ্ধতা
সোনাই নদী পুনঃখনন করা।	♦ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নদী পুনঃ খনন কার্যক্রম।	♦ নদী পুনঃ খনন কার্যক্রমে বরাদ্ধ কম থাকা। ♦ স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব। ♦ প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান কম এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় না। ♦ কাজের সঠিকতা যাচাইয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সুযোগ কম। ♦ পরিকল্পনা প্রণয়নে জনগনের অংশগ্রহন কম বা একেবারেই নাই
জলাবদ্ধ সহনশীল ধানের চাষ করা	♦ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্ত-এর পানি সহনশীল ধান চাষ কার্যক্রম।	♦ জনবলের অভাবে কর্তৃপক্ষের তদারকির সুযোগ কম। ♦ সরকারী ভাবে ব্যাপক উদ্যেগ গ্রহণের সুযোগ কম। ♦ স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব। ♦ পানি সহনশীল ধানের বীজ উদ্ভাবনে বিলম্ব হওয়া।

ঝুঁকি নিরসনের উপায়	চলমান কার্যক্রম	সীমাবদ্ধতা
হাঁস পালন করা।	♦ পশু সদম্পদ বিভাগের পশু চিকিৎসা কার্যক্রম	♦ চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন সরবরাহ না থাকা। ♦ প্রয়োজনের তূলনায় দক্ষ ভ্যাকসিনেটর কম । ♦ উন্নত জাতের হাঁসের সরবরাহ না থাকা। ♦ সাধারণ মানুষের পশু সম্পদ অফিসে অভিগম্যতার সুযোগ কম।
নদীর সাথে বিলের সংযোগ খাল গুলি পুনঃখনন করা।	♦ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর খাল পুর্নঃ খনন কার্যক্রম।	♦ প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান কম এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় না। ♦ জনবলের অভাবে কর্তৃপক্ষের তদারকির সুযোগ কম। ♦ স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয় জ্ঞান দক্ষতার অভাব।
স্-ুইচ গেট নির্মান	♦ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর স্যু- ইচ গেট নির্মান কার্যক্রম। ♦ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর এর স্যু- ইচ গেট নির্মান কার্যক্রম	♦ জনবলের অভাবে কর্তৃপক্ষের তদারকির সুযোগ কম। ♦ পরিকল্পনা প্রণয়নে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ কম। ♦ প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান কম এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় না।
আগাম জাতের ধানের চাষ করা	♦ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আগাম জাতের ধান চাষ কার্যক্রম।	♦ সহজলভ্য উপকরনের অপ্রতূলতা। ♦ প্রযুক্তি অনুযায়ী চাষাবাদ না করা। ♦ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব ।
নদী ও খাল খননের নীতিমালা বাস্ড়বায়ন করা।	♦ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নদী ও খাল খননের নীতিমালা বাস্ড়বায়ন ও শক্তি শালী কমিটি গঠন কার্যক্রম ।	♦ অনেক ক্ষেত্রে কমিটি কর্তৃক বলিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহনের সুযোগ থাকে না। ♦ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সক্রিয় কমিটি না থাকা। ♦ দলীয় প্রভাবে অযোগ্য ও দূর্নীতিপরায়ন ব্যক্তিগণ কমিটিতে অন্তর্ভূক্তি। ♦ নীতি মালা উন্মুক্ত না রাখা। ♦ কমিটি দায়িত্ব কর্তব্য বিষয়ে সচেতন না ।
ইউনিয়নের চাহিদা অনুযায়ী আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন করা	♦ জন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আর্সেনিকমুক্ত ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন কার্যক্রম। ♦ এনজিও ফোরাম কর্তৃক আর্সেনিকমুক্ত ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন কার্যক্রম।	♦ এলাকার চাহিদার তুলনায় বরাদ্ধ কম থাকা। ♦ এলাকার মানুষের আর্সেনিক বিষয়ে ধারণা কম থাকা। ♦ টিউবওয়েল স্থাপন ব্যয়বহুল।
পুকুরের পাড়ে ফিল্টার স্থাপন (পি এস এফ)	♦ জন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পিএসএফ স্থাপন কার্যক্রম। ♦ এনজিও কর্তৃক পিএসএফ স্থাপন কার্য্যক্রম।	♦ এলাকার মানুষের ধারণা কম থাকা । ♦ এলাকার চাহিদার তুলনায় বরাদ্ধ কম থাকা। ♦ দাতা সংস্থা কর্তৃক এনজিও দের পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্ধ না দেয়া।
বৃষ্টির পানি ধরে সংরক্ষণ করার জন্য ট্যাংকি স্থাপন করা	♦ জন স্বাস্থ্য প্রকৌশলী -এর বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ কার্যক্রম। ♦ এনজিও কর্তৃক বৃষ্টির পানি	♦ এলাকার চাহিদার তুলনায় বরাদ্ধ কম থাকা। ♦ দাতা সংস্থা কর্তৃক এনজিও দের পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্ধ না দেয়া। ♦ টিনের ঘরের সংকট থাকা। ♦ এলাকার মানুষের ধারণা কম থাকা।

	সংরক্ষণ কার্যক্রম।	

ঝুঁকি নিরসনের উপায়	চলমান কার্যক্রম	সীমাবদ্ধতা
আর্সেনিক বিষয়ে স্থানীয় জনগণকে সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	♦ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও এনজিও দের আর্সেনিক বিষয়ক প্রশিক্ষন কার্যক্রম	♦ আর্সেনিক সংক্রান্ড় সচেতনতা মূলক কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্ড় বায়নের সুযোগ কম । ♦ সাধারণ জনগণের আর্সেনিকের কুফল সম্পর্কে ধারণা কম থাকা। ♦ টিউবওয়েলের বিকল্প পানির উৎস সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা কম। ♦ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের জনবল কম থাকা।
নিচু রাস্ড়াগুলি জলাবদ্ধতার স্ড়র থেকে ৩ ফুট উঁচু করে তৈরী করা	♦ ইউনিয়ন পরিষদের রাস্ড় সংস্কার কার্যক্রম। ♦ এলজিইডির রাস্ড় সংস্কার কার্যক্রম।	♦ বরাদ্ধকৃত বাজেট সঠিকভাবে ব্যবহারের সুযোগ কম। ♦ রাস্ড়ার ডিজাইন অনুসারে রাস্ড় উঁচু না করা। ♦ যথাযথ তদারকি ও জবাবদিহিতার সুযোগ কম।
এলাকার জলাবদ্ধ রাস্ড়াগুলি পাঁকা করা	♦ এলজিইডি কর্তৃক রাস্ড় পাঁকা করণ কার্যক্রম।	♦ বরাদ্ধকৃত বাজেট সঠিকভাবে ব্যবহারের সুযোগ কম। ♦ রাস্ড়ার ডিজাইন অনুসারে রাস্ড় পাঁকা না করা। অনেক সময় যথাযথ তদারকী ও জবাবদিহিতার সুযোগ কম থাকে।
রাস্ড়ার প্রয়োজনীয় স্থানে কালভার্ট বসানো।	♦ এলজিইডির কালভাট স্থাপন কার্যক্রম। ♦ স্থানীয় সরকারের কালভাট স্থাপন কার্যক্রম	♦ এলাকার চাহিদার তুলনায় বরাদ্ধ কম থাকা। ♦ ক্ষমতার অপব্যবহার। ♦ জন অংশগ্রহনের সুযোগ কম।
পুকুর ও ঘেরের পাড় বন্যার লেবেল থেকে ৩ ফুট উঁচু করে বাঁধা।	♦ ব্যক্তি উদ্যোগে পুকুর ও ঘেরের পাড় উঁচু করণ কার্যক্রম	♦ শুষ্ক মৌসুমে লেবারের সংকট থাকা। ♦ লেবারের মজুরীর পরিমান বেশী থাকা। ♦ চাষীর অর্থনৈতিক অবস্থা দূর্বল থাকা। ♦ পর্যাপ্ত ঋণের সুযোগ কম।
পরিকল্পিত ভাবে ঘের বেঁড়ী তৈরী করা।	♦ মৎস্য অধিদপ্তরের পরিকল্পিত ভাবে বেঁড়ী তৈরী কার্যক্রম।	♦ অনেক ক্ষেত্রে নীতিমালা সঠিক বাস্ড়বায়নের সুযোগ থাকে না। ♦ জনবলের অভাবে মনিটরিং ও তদারকির সুযোগ কম। ♦ কঠর আইনানুগ শাস্ড়িপ্রয়োগের ব্যবস্থা না থাকা।
সোনাই নদীর পাশ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ দেয়া।	♦ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড -এর বাঁধ নির্মান কার্যক্রম।	♦ অনেক ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহারের সুযোগ থাকে না। ♦ জনবলের অভাবে সুষ্ঠভাবে কাজ তদারকি সম্ভব হয় না।। ♦ বাঁধ নির্মান কার্যক্রমে বরাদ্ধ কম থাকা। ♦ স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব।
বাড়ীর ভিটা উঁচু করা	♦ উপজেলা প্রকল্প বাস্ড়বায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক বাড়ীভিটা উঁচু করণ কার্যক্রম। ♦ এনজিও কর্তৃক বাড়ীর ভিটা উঁচু করণ কার্যক্রম।	♦ পর্যাপ্ত অর্থের বরাদ্ধ না থাকা। ♦ প্রকৃত উপকার ভোগী নির্বচন করতে ব্যর্থ হওয়া। ♦ স্থানীয় সরকারের দক্ষতার অভাব। ♦ রাজনৈতিক প্রভাব থাকা।
ডিপটিউবওয়েল স্থাপন করা	♦ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর ডিপটিউবওয়েল স্থাপন কার্যক্রম। ♦ বিআরডিবি-এর ডিপটিউবওয়েল স্থাপন	♦ ডিজেল ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি পাওয়া। ♦ বিদ্যুতের লোডশেডিং এর পরিমান খুব বেশী। ♦ চাহিদার তুলনার বরাদ্ধ অপ্রতুল। ♦ সহজ শর্তে ডিপটিউবওয়েলের বরাদ্ধ না থাকা।

	কার্যক্রম।	

ঝুঁকি নিরসনের উপায়	চলমান কার্যক্রম	সীমাবদ্ধতা
খরা সহনশীল চাষ ব্যবস্থা প্রচলন করা।	♦ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরএর খরা সহনশীল ফসলচাষ কার্যক্রম	♦ খরা সহনশীল জাতের ফসল উদ্ভাবন না থাকা। ♦ অন্য এলাকা থেকে খরা সহনশীল শস্যবীজ সংগ্রহ করে অত্র এলাকায় বিতরনের ব্যবস্থা না থাকা।
কুল ও আমের চাষ করা (বিকল্প)	♦ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বন বিভাগের ফলের চাষ কার্যক্রম। ♦ ব্যক্তি উদ্যোগে চাষ কার্যক্রম।	♦ কলমের চারার দাম বেশী। ♦ সরকারী ভাবে চাহিদা অনুযায়ী কলমের চারা সরবরাহের সুযোগ কম । ♦ উন্নত জাতের কূল ও আমের চারার সরবরাহ না থাকা। ♦ উন্নত প্রযুক্তি অনুযায়ী চাষাবাদ না করা।
জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষার জন্য বেশী বেশী গাছ লাগানো	♦ উপজেলা বনবিভাগের বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম। ♦ বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম। ♦ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম।	♦ উপজেলা বনবিভাগের কার্যক্রম সীমিত থাকা। ♦ উন্নত জাতের চারা উৎপাদনের জন্য দক্ষ জনবলের অভাব। ♦ রাস্ড়ার পাশের গাছ পালা রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা না থাকা। ♦ পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় সুষ্ঠ তদারকি ব্যহত। ♦ স্থানীয় সরকারের দক্ষতার অভাব। ♦ রাজনৈতিক দলের প্রভাব।
বন্যার আগে উঠে এমন আগম জাতের ফসলের চাষ পদ্ধতি প্রচলন করা।	♦ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বন্যার আগে উঠে এমন আগাম জাতের ফসল চাষ পদ্ধতি কার্যক্রম।	♦ অল্প সময়ে ধান উৎপাদন করা যায় এমন জাতের বীজের অভাব। ♦ প্রয়োজীয় জনবল ও উপকরণের অভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।
বাঁধ সংস্কারের নীতিমালা প্রয়োগে কার্যকরী কমিটি গঠন করে দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা।	♦ পা উ বো কর্তৃক বাঁধ সংস্কারের নীতিমালা প্রনয়ন এবং বাস্ড়বায়নে কার্যকরী কমিটি গঠন করে দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার কার্যক্রম	♦ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সক্রিয় কমিটি না থাকা। ♦ অযোগ্য ও দূর্নীতি পরায়ন ব্যক্তিগণকে কমিটিতে সম্পৃক্ত করা। ♦ কমিটির দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন না করা। ♦ নীতি মালা উন্মুক্ত না রাখা।
ঝড়ের পূর্বে ওঠে এমন জাতের ফসলের চাষ করা	♦ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর ফসল চাষাবাদ কার্যক্রম	♦ সহজলভ্য উপকরনের অপ্রতূলতা। ♦ প্রযুক্তি অনুযায়ী চাষাবাদ না করা। ♦ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব ।
ঝড়ে কম ক্ষতি হয় এমন জাতের ফসলের চাষ করা।	♦ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর ফসল চাষাবাদ কার্যক্রম	♦ উন্নত প্রযুক্তি দ্র“ত প্রসারের সুযোগ কম।। ♦ প্রযুক্তি অনুযায়ী চাষাবাদ না করা। ♦ জলবায়ু দ্র“ত পরিবতর্ন হওয়া।

পরিশিষ্ট - ১১ ঃ সংশি- ষ্ট চলমান কার্যক্রম ও এর সফলতার সীমাবদ্ধতা সমূহ চিহ্নিত করণ

ঝুঁকি নিরসনের বিকল্প উপায়সমূহ	চলমান কার্যক্রম	সীমাবদ্ধতা
গাভী পালন	পশু সদস্পদ বিভাগের পশু চিকিৎসা কার্যক্রম	♦ পশু সম্পদ বিভাগের লোকবলের অভাব। ♦ উপজেলা পশু সম্পদ অফিস থেকে ইউনিয়নের দূরত্ব বেশী। ♦ প্রয়োজনীয় ঔষধ ও যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা। ♦ ইউনিয়ন পর্যায়ে পশু সম্পদ বিভাগের লোকজনের নিয়মিত যাতায়াতের সুযোগ কম। ♦ ইউনিয়ন পর্যায়ে কোন স্থায়ী পশু চিকিৎসা কেন্দ্র না থাকা।
ছাগল পালন	পশু সদস্পদ বিভাগের পশু চিকিৎসা কার্যক্রম	♦ অধিকাংশ সময় ছাগল চারণ ভূমি পানিতে তলিয়ে থাকা। ♦ ইউনিয়ন পর্যায়ে পশু সম্পদ বিভাগের লোকজনের নিয়মিত যাতায়াতের সুযোগ কম । ♦ উপজেলা পশু সম্পদ অফিস থেকে ইউনিয়নের দূরত্ব বেশী। ♦ প্রয়োজনীয় ঔষধ ও যন্ত্রপাতির সরবরাহ না থাকা। ♦ ইউনিয়ন পর্যায়ে কোন স্থায়ী পশু চিকিৎসা কেন্দ্র না থাকা। ♦ উন্নত জাতের ছাগল দুস্প্রাপ্য।
হস্ড় শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান (দর্জি, ব- ক বাটিক, নকশী কাঁথা, বাঁশ ও বেতের কাজ ইত্যাদি)	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের (দর্জি, ব- ক বাটিক, নকশি কাঁথা, বাঁশ ও বেতের কাজ ইত্যাদি) কার্যক্রম	♦ বাংলাদেশ কুটির শিল্পের পৃষ্টপোষকতা কম থাকা। ♦ উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা। ♦ হস্ড়শিল্পের তৈরী সামগ্রী উপযুক্ত দামে বিক্রির ব্যবস্থা না থাকা। ♦ উন্নত মানের উপকরণের সরবরাহ না থাকা।
মাছ চাষ	উপজেলা মৎস্য অদিদপ্তর-এর মৎস চাষ কার্যক্রম	♦ মৎস্য ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ না থাকা। ♦ সরকারী ভাবে মাছ চাষের জন্য ঋণ পর্যাপ্ত নয়। ♦ দলীয় প্রভাবের কারনে প্রকৃত মৎস্য চাষী ঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ♦ জনবলের অভাবে মৎস্য অধিদপ্তরের তদারকির সুযোগ কম ।
মুদি ব্যবসা	এন জি ও কর্তৃক প্রতিবন্ধীদের মুদি দোকান প্রদান কার্যক্রম	♦ পর্যাপ্ত পুজির অভাব । ♦ বাকীর প্রবনতা খুব বেশী।

পরিশিষ্ট - ১২ ঃ বিকল্প উপায় সমূহ বাস্ড়বায়নের সামাজিক, রাজনৈতিক, কারিগরি, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত প্রভাব বিশে- ষণ।

বিকল্প উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক ও রাজনৈতিক	কারিগরি ও অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব
গাভী পালন	➢ আয়বৃদ্ধি করা। ➢ দুধ উৎপাদন করা।	➢ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে কোন খারাপ প্রভাব পড়বে না।	➢ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বি হবে।	পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে। জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে কম্পোষ্ট সার ব্যবহৃত হবে।	➢ উপজেলা পশু সম্পদ অফিসের সাথে উপকার ভোগীদের সম্পৃক্ত করা।

বিকল্প উপায়	উদ্দেশ্য	সামাজিক ও রাজনৈতিক	কারিগরি ও অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়ীত্ব
ছাগল পালন	➢ আয়বৃদ্ধি করা। ➢ মাংস উৎপাদন করা।	➢ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে কোন খারাপ প্রভাব পড়বে না।	➢ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বি হবে।	পরিবেশের বিরূপ প্রভাব পড়বে না	➢ উপজেলা পশু সম্পদ অফিসের সাথে উপকার ভোগীদের সম্পৃক্ত করা। ➢ ৬ মাস অন্ড়র ভ্যাকসিন দেয়ার ব্যবস্থা করা।
হাঁস পালন	➢ বন্যা ও জলাবদ্ধতা এলাকা ব্যবহার করে বিকল্প আয় বাড়িয়ে দারিদ্র দূরিকরণ করা। ➢ অপুষ্টি দূর করার জন্য মাংস ও ডিম উৎপাদন করা।	➢ সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে কোন খারাপ প্রভাব পড়বে না।	➢ ডিম বেশী দেয় এমন জাতের হাঁস পালন করা (খাকী ক্যাম্পেল) ➢ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সাবলম্বি হবে।	পরিবেশের উপর তেমন কোন খারাপ প্রভাব পড়বে না তবে বোরো মৌসুমে কিছুটা সমস্যা দেখা দিতে পারে।	➢ গর-ছাগল ও হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ➢ উপজেলা পশু সম্পদ অফিসের সাথে উপকার ভোগীদের সম্পৃক্ত করা।
হস্ড়শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা	➢ নারী ও প্রতিবন্ধীদের কর্মমুখী করে তোলা।	➢ সামাজিক ভাবে ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে প্রথম প্রথম দৃষ্টিকটু লাগতে পারে।	➢ বেকারত্ব দূর হবে ➢ অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হবে।	ক্ষুধা ও দরিদ্র মুক্ত পরিবেশ তৈরীর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটবে।	➢ সরকারী ও বেসরকারী ভাবে দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
মাছ চাষ	➢ আয় বৃদ্ধি করা। ➢ পুষ্টি চাহিদা পুরণ।	সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে কোন প্রভাব পড়বে না।	➢ মৎস্য ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কারিগরী সহায়তা গ্রহণ।	পরিবেশের উপর কোন খারাপ প্রভাব পড়বে না।	➢ মৎস্য ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ঋণ সুবিধা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।।
মুদি ব্যবসা	➢ অসহায় মানুষের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা।	➢ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। রাজনৈতিক ভাবে কোন প্রভাব পড়বে না।	➢ অর্থনৈতিকভাবে লাভ বান হবে এবং পরিবার পরিজনের মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারবে।	পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে।	➢ লাভ অনুযায়ী ব্যয় করা। ➢ পুঁজি নষ্ট না করা। ➢ সামর্থের বাইরে বাকীতে বিক্রি না করা।

পরিশিষ্ট - ১৩ ঃ খসড়া কর্মপরিকল্পনা তৈরী (মূল উপায়কে ঘিরে)

উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	সম্ভাব্য খরচ	বাস্ড়বায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
নদীর সাথে বিলের সংযোগ খাল গুলি পুনঃখনন করা।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	ডিসেম্বর '০৮- মে '০৯	স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তি বর্গের মতামতের ভিত্তিতে। সংশি- ষ্ট ডি, এম, সি'র তত্ত্বাবধানে ঝুঁড়ি কোদাল দিয়ে স্থানীয় শ্রমিক দ্বারা কাজটি করবে।	সোনাই খাল ঃ উত্তর সোনাবাড়ীয়া পাঁকা রাস্ড়ার স্-ুইচ গেট হতে সোনাই নদী পর্যন্ড় ৫ কিঃ মিঃ	১৫,০০০০০/-	ম্যাপ ও রেকর্ড অনুযায়ী খাল খনন করা। খাল ২০ ফুট চওয়া, ১০ ফুট গভীর এবং খালের পাড় বাঁধতে হবে।
				উত্তর ভাদিয়ালী খালঃ উত্তর ভাদিয়ালী বিল হইতে দক্ষিণ ভাদিয়ালীর সোনাই নদী পর্যন্ড় ৩ কিঃ মিঃ	৯,০০০০০/-	
				কলু বিলের খাল ঃ আতাউর মেম্বরের বাড়ীর সম্মুখ থেকে বেলী গ্রামের ভিতর দিয়ে মাদরার খাল পর্যন্ড় ২ কিঃ মিঃ	৬,০০০০০/-	
				সমরখাল ঃ সমর বিল থেকে সোনাবাড়ীয়া পর্যন্ড় ২ কিঃ মিঃ	৬,০০০০০/-	
				কুনের খাল ঃ রাজপুর কুনের বিল হতে সোনাই নদী পর্যন্ড় ১ কিঃ মিঃ	৩,০০০০০/-	
স্-ুইচ গেট নির্মান	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/ এলজিইডি	ডিসে'০৮ হতে জুন '০৯	স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তি বর্গের মতামতের ভিত্তিতে। সংশি- ষ্ট ডি, এম, সি'র সহায়তায় পরিকল্পিত ভাবে করবে	ভাদিয়ালীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদের বাড়ীর পাশে ১ টি। দুই ভ্যান বিশিষ্ট	৭৫,০০০০০/-	স্-ুইচ গেটের দুই পাশের মুখে পাঁকা করা রক্ষনাবেক্ষনের জন্য কমিটি গঠন করা।
				সোনাই খালে সোনাবাড়ীয়া মাঝখানে ১ টি। দুই ভ্যান বিশিষ্ট।	৭৫,০০০০০/-	
				সমরখাল দেবপ্রশাদ চৌধুরীর জমির পাশে ১টি। এক ভ্যান বিশিষ্ট	৪০০০০০০/-	
বৃষ্টির পানি ধরে সংরক্ষণ করার জন্য ট্যাংকি স্থাপন করা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর / এনজিও	জানু থেকে জুন' ০৮	মাটির নীচে পাঁকা ট্যাংকী তৈরী করে। মাটির উপর পাঁকা ট্যাংকী তৈরী করে।	১নং ওয়ার্ডে ৫ টি ২নং ওয়ার্ডে ৫ টি ৩নং ওয়ার্ডে ৪ টি ৪নং ওয়ার্ডে ৩ টি ৫নং ওয়ার্ডে ৫ টি ৬নং ওয়ার্ডে ৫ টি ৭নং ওয়ার্ডে ৪ টি ৮নং ওয়ার্ডে ৫ টি ৯নং ওয়ার্ডে ৫ টি মোট = ৪১ টি	৬,১৫০০০/- (১৫ হাজার টাকা করে প্রতিটি)	যেখানে টিউবওয়েলে পানি ঠিক মত ওঠে না এবং পানিতে আর্সেনিক মাত্রা বেশী সেখানে বসানো।
চাহিদা অনুযায়ী আর্সেনিক মুক্ত গভীর নলকুপ স্থাপন করা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর / এনজিও	মার্চ থেকে জুন' ০৮	চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ শ্রমিক ব্যবহারের মাধ্যমে/ মেশিনের মাধ্যমে স্থাপন করা।	১নং ওয়ার্ডে ৪ টি ২নং ওয়ার্ডে ৪ টি ৩নং ওয়ার্ডে ৫ টি ৪নং ওয়ার্ডে ৪ টি ৫নং ওয়ার্ডে ৫ টি ৬নং ওয়ার্ডে ৭ টি ৭নং ওয়ার্ডে ৫ টি ৮নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৯নং ওয়ার্ডে ৫ টি মোট = ৪৪	২২,০০০০০/- (৫০ হাজার টাকা করে প্রতিটি)	স্থানীয় নারীরা যাতে সহজে পানি সংগ্রহ করতে পারে এমন স্থানে স্থাপন করা। তালা ও শিকলের

				টি		ব্যবস্থা করা।

উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	সম্ভাব্য খরচ	বাস্ড়বায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
নীচু রাস্ড়া জলাবদ্ধ স্ড়র থেকে ৩ ফুট উঁচু করে তৈরী করা	ত্রান ও পূর্ণবাসন অধিদপ্তর / এলজিইডি	জানুয়ারী থেকে জুন'০৯	স্থানীয় শ্রমিক কাজে লাগিয়ে	১. ঋষি পাড়া ব্রীজের মুখ থেকে চানদার খাল পর্যন্ড় ১ কিঃ মিঃ	৩ ,০০০০০/-	♦ রাস্ড়ার পাশের পুকুর ধার বাঁধার জন্য আলাদা বাজেট করা। ♦ রাস্ড়ার পাশের জঙ্গল প্রতিবছর পরিষ্কার করা ও ছোট ছোট নালা কাঁটা। ♦ রাস্ড়ার বুক উঁচু করা।
				২. রামকৃষ্ণপুর বাজার থেকে বেলী হয়ে বড়ালী পর্যন্ড় ৩ কিঃ মিঃ	৯,০০০০০/-	
				৩. রাজপুর আনারুলের বাড়ী থেকে জাম বাগান পর্যন্ড় ২ কিঃ মিঃ	৬,০০০০০/-	
				৪. লতিফ সরদারের বাড়ী থেকে কালার বাড়ী পর্যন্ড় ২ কিঃ মিঃ	৬,০০০০০/-	
				৫. সোনাবাড়ীয়া ঋষি পাড়ার মোড় হতে প্রাইমারীস্কুল পর্যন্ড় ১ কিঃ মি	৩ ,০০০০০/-	
				৬. উত্তর সোনাবাড়ীয়া ওজিয়ার মাষ্টারের বাড়ীর পাশ দিয়ে ময়না ডাঃ এর চেম্বার পর্যন্ড় ১ কিঃ মিঃ	৩,০০০০০/-	
				৭. বড়ালীর রউফ মেম্বরের বাড়ী থেকে স্-ইচ গেট পর্যন্ড় ২ কিঃ মিঃ	৬ ,০০০০০/-	
				৮. দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়া ইউসুফের মোড় থেকে পেয়ারা তলা রওশনের পাড়া পর্যন্ড় ৫ কিঃ মিঃ	১৫,০০০০০/-	
জলাবদ্ধ সহনশীল ধানের চাষ করা	**কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/ এনজিও**	জুলাই থেকে আগষ্ট'০৮	এলাকার কৃষকদের মতামতের ভিত্তিতে জমি নির্বাচন করে	♦ ভাদিয়ালী বিল ♦ রাজপুর বিল ♦ বড়ালী বিল ♦ ন'কাটি বিল ♦ সমর বিল ♦ লাউডুবির বিল	৫,০০০০০/-	♦ প্রদর্শনী প-ট তৈরী করা। ♦ চাষীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

হাঁস পালন করা (বিকল্প)	পশু সম্পদ অফিস / এনজিও	জুন-ডিসে'০৮	ইউপির সহযোগীতায় এলাকাবাসী ও উপকারভোগী নির্বাচনের মাধ্যমে	♦ ভাদিয়ালী বিল ♦ রাজপুর বিল ♦ বড়ালী বিল ♦ ন'কাটি বিল ♦ সমর বিল ♦ লাউডুবির বিল	২,২০,০০০/-	♦ দরিদ্র এবং হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে হাঁস বিতরণ করা। ♦ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা।
সোনাই নদী পুনঃখনন করা।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	জানু হতে জুলাই ২০০৮ পর্যন্ড়	এলাকার শ্রমিক দ্বারা ঝুঁড়ি কোদালের মাধ্যমে	দক্ষিণ ভাদিয়ালী হতে বড়ালী পর্যন্ড় ৪ কিঃ মিঃ	২,০০,০০০০০/-	♦ ভারত ও বাংলাদেশের সরকারী সহযোগিতায়। ♦ গড় ১২ ফুট গভীর করা।

উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	সম্ভাব্য খরচ	বাস্ড়বায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
আগাম জাতের ধানের চাষ করা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/ এনজিও	মে থেকে জুন'০৮	এলাকার কৃষকদের মতামতের ভিত্তিতে জমি নির্বাচন করে	♦ ভাদিয়ালী বিল ♦ রাজপুর বিল ♦ বড়ালী বিল ♦ ন'কাটি বিল ♦ লাউড়ুবির বিল	২,০০০০০/-	♦ ২০০ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ১০ কোজ করে বীজ দেয়া। ♦ প্রতিটি বিলে প্রদর্শণী প-ট তৈরী করা।
নদী ও খাল খননের নীতিমালা বাস্ড় বায়ন করা।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/ ত্রান পূর্ণবাসন অধিদপ্তর / স্থানীয় সরকার	জানুয়ারী জুন' ০৮	উলে-খিত তিনটি প্রতিষ্ঠান সম্মলিত ভাবে তৈরী করবে।	সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নে	৫০,০০০/-	♦ ইউনিয়ন পরিষদে মিটিং আহবান করা। ♦ ২১ সদস্য বিশিষ্ট বাস্ড় বায়ন কমিটি গঠন করা। ♦ রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত হওয়া।
পুকুর পাড়ে ফিল্টার স্থাপন	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর / এনজিও	জানুয়ারী - ডিসেম্বর' ০৮	সরকার ও এনিজওর মাধ্যমে	১ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ২ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৫ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৭ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ৪ টি ৮ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৯ নং ওয়ার্ডে ৬ টি মোট = ৪০ টি।	২,৪০০০০০০/- (প্রতিটি ৬০ হাজার টাকা করে)	♦ পুকুরের চার পাশ তার দিয়ে ঘিরে দেয়া। ♦ পুকুরে মাছ চাষ না করা। ♦ পুকুর রক্ষণা বেক্ষণের জন্য কমিটি গঠন করা
আর্সেনিক বিষয়ে স্থানীয় জনগনের সচেতন মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর / এনজিও	জুন '০৮ থেকে জুন'০৯ পর্যন্ড়	অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে	সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	১,৬০,০০০/-	♦ অধিক সংখ্যক নারী অংশগ্রহণ কারী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	সম্ভাব্য খরচ	বাস্ড়বায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
এলাকার জলাবদ্ধ রাস্ড়াগুলি পাঁকা করা	এলজিইডি	জানুয়ারী থেকে জুন'০৯	স্থানীয় শ্রমিক কাজে লাগিয়ে	♦ ঋষি পাড়া ব্রীজের মুখ থেকে চান্দার খাল পর্যন্ড় ১ কিঃ মিঃ	২০,০০০০০/-	♦ রাস্ড়ার পাশের পুকুর ধার বাঁধার জন্য আলাদা বাজেট করা। ♦ রাস্ড়ার পাশের জঙ্গল প্রতিবছর পরিষ্কার করা ও ছোট ছোট নালা কাঁটা।
				♦ রামকৃষ্ণপুর বাজার থেকে বেলী হয়ে বড়ালী পর্যন্ড়। ৩ কিঃ মিঃ	৬০,০০০০০/-	
				♦ রাজপুর আনার ালের বাড়ী থেকে জামবাগান পর্যন্ড় ২ কিমি	৪০,০০০০০/-	
				♦ লতিফ সরদারের বাড়ী থেকে কালার বাড়ী পর্যন্ড় ২ কিঃ মিঃ	৪০,০০০০০/-	
				♦ সোনাবাড়ীয়া ঋষিপাড়ার মোড় হতে প্রাইমারীস্কুল পর্যন্ড় ১ কিঃ মি	২০,০০০০০/-	
				♦ উত্তর সোনাবাড়ীয়া ওজিয়ার মাষ্টারের বাড়ীর পাশ দিয়ে ময়না ডাঃ এর চেম্বর পর্যন্ড় ১ কিঃ মিঃ	২০,০০০০০০/-	
				♦ বড়ালীর রউফ মেম্বরের বাড়ী থেকে স্- ইচ গেট পর্যন্ড় ২ কিমি	৪০ ,০০০০০/-	
				♦ দক্ষিসোনাবাড়ীয়া ইউসুফের মোড় থেকে পেয়ারা তলা রওশনের পাড়া পর্যন্ড় ৫ কিঃ মিঃ	১,০০০০০০০/-	
রাস্ড়ার প্রয়োজনীয় স্থানে কালভার্ট বসানো।	এলজিইডি	জানুয়ারী থেকে জুন'০৮	স্থানীয় শ্রমিক কাজে লাগিয়ে	উপরোলি- খিত ৮ টি জনগুর ত্বপূর্ণ রাস্ড়ায় ২৫ টি কালভার্ট স্থাপন করা।	১২,৫০০০০/-	♦ যে স্থান থেকে এলাকার পানি সুষ্ঠুভাবে নিষ্কাশন হতে পারে এমন স্থানে স্থাপন করা। ♦ কাজটি স্বচ্ছ ভাবে করা

পুকুর ও ঘেরের পাড় বন্যার লেবেল থেকে ৩ ফুট উঁচু করা	ব্যক্তি উদ্যোগে	জানুয়ারী জুন'০৮	স্থানীয় শ্রমিক ব্যবহার করে	ইউনিয়নের বন্যা প্রবন এলাকায়	২,০০০০০/-	♦ প্রতি বছরই পাড় সংস্কার করা। ♦ ঘের বা পুকুরের পাড়ে গাছ লাগানো।
পরিকল্পিত ভাবে ঘের বেঁড়ী তৈরী করা।	স্থানীয় চাষীগণ করবে	মে-জুন-২০০৮	মৎস্য অধিদপ্তরের পরামর্শক্রমে।	যে সমস্ড় এলাকায় আমন ধান উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে।	-	♦ উপকার ভোগী সকল চাষীর অংশগ্র"হণ নিশ্চিত করা

উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	সম্ভাব্য খরচ	বাস্ড়বায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
সোনাই নদীর পাশ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ দেয়া।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	জানুয়ারী থেকে জুন'০৯	স্থানীয় শ্রমিক দ্বারা	দক্ষিন সোনাবাড়ীয়া থেকে বড়ালি পর্যন্ড় ৪ কিঃ মিঃ	২০,০০০০০/-	♦ বাঁধ ৭ ফুট উঁচু ,বটম ৩২ ফুট এবং টপ ১০ ফুট করতে হবে। ♦ বাঁধের পাড়ে ঘাস ও গাছ লাগানো।
বাড়ীর ভিটা উঁচু করা	ত্রান ও পূর্ণবাসন অধিদপ্তর /এনজিও	মার্চ হতে জুন'০৮	স্থানীয় শ্রমিক দ্বারা	১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৮ নং ওয়ার্ডের নিচু এলাকা	৫,০০০০০/-	♦ প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচন করা। ♦ বন্যার লেভেল থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী উঁচু করা।
ডিপটিউব ওয়েল স্থাপন করা	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর / বিআরডিবি	জানুয়ারী থেকে জুন'০৮	চাষীদের নিয়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে	৪,৬,৭ ও ৮ ওয়ার্ডে (প্রতিটি ওয়ার্ডে ৩ টি করে)	৪৮,০০০০০/- (প্রতিটি ৪ লক্ষ টাকা হিসেবে)	♦ ডিপের ঘর পাঁকা করা। ♦ সবচেয়ে খরা প্রবন এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করা।

খরা সহনশীল চাষ ব্যবস্থা প্রচলন করা।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	খরা মৌসুমে	চাষীদেরদের উদ্বুদ্ধ করে ও প্রদর্শনী প-টের মাধ্যমে	৪,৬,৭ ও ৮ ওয়ার্ডে	১ ,২০,০০০/-	♦ ক্রস ভিজিটের ব্যবস্থা করা। ♦ চাষীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
কুল ও আমের চাষ করা (বিকল্প)	স্থানীয় চাষীগণ	জুলাই-সেপ্টে' ২০০৮	চাষীদেরদের উদ্বুদ্ধ করে ও প্রদর্শনী প-টের মাধ্যমে	৪,৬,৭ ও ৮ ওয়ার্ডে	-	♦ অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে বাগান কুপিয়ে দেয়া। ♦ বালাই দমনের জন্য কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করা।

উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	সম্ভাব্য খরচ	বাস্ড়বায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষার জন্য বেশী বেশী গাছ লাগানো	বনবিভাগ/ এলজিডি/ এনজিও	জুলাই-সেপ্টেম্বর' ০৮	উপজেলা বন বিভাগ দুর্যোগ ব্যবস্থা কমিটির সাথে পরামর্শ ক্রমে	ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্ড়া ও বাঁধের ধারে	৩ , ৫০,০০০/-	♦ খুটির সাথে চারা বেঁধে দেয়া। ♦ রক্ষণাবেক্ষনের জন্য পাহারাদার নিয়োগ করা
বন্যার আগে উঠে এমন আগম জাতের ফসল চাষ পদ্ধতি প্রচলন।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	এপ্রিল –মে' ০৮	চাষীদেরদের উদ্বুদ্ধ করে ও প্রদর্শনী প-টের মাধ্যমে	♦ ভাদিয়ালী বিল ♦ রাজপুর বিল ♦ বড়ালী বিল ♦ ন'কাটি বিল ♦ লাউডুবির বিল	২,০০০০০/-।	♦ ২০০ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ ও ১০ কেজি ধানের বীজ প্রদান ♦ প্রতিটি বিলে প্রদর্শণী প-ট তৈরী

বাঁধ সংস্কারের নীতিমালা প্রয়োগে কার্যকরী কমিটি গঠন করা।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড / স্থানীয় সরকার	জুন'০৮ থেকে মে'০৯	পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে	সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ	-	♦ ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা। ♦ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
ঝড়ে কম ক্ষতি হয় এমন জাতের ফসলের চাষ করা।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-	চাষীদের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী প-ট করে	সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	২,২৫,০০০/-	♦ ১০০ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ দেয়া। ♦ বিনা মূলে বীজ বিতরণ করা।

পরিশিষ্ট - ১৪ ঃ খসড়া কর্মপরিকল্পনা তৈরী (বিকল্প উপায়কে ঘিরে)

উপায়	কে করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কোথায় করবে	সম্ভাব্য খরচ	বাস্ড়বায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
গাভী পালন	এনজিও / পশু সম্পদ অফিস	সারা বছর	উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে	ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় তালিকা প্রস্তুতের মাধ্যমে	১৫,০০০০০/-	♦ থাকার জায়গা উঁচু ও শুকনা হতে হবে। ♦ মেয়াদ অনুযায়ী ক্রিমির ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে। ♦
ছাগল পালন	এনজিও / পশু সম্পদ অধিদপ্তর	সারা বছর	উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে	ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় তালিকা প্রস্তুতের মাধ্যমে	৩,০০০০০/-	♦ থাকার জায়গা উঁচু ও শুকনা হতে হবে। ♦ ছাগলের পরিচর্যা করতে হবে।
হস্ড় শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।	বিসিক অফিস/ এনজিও	জানু থেকে জুন' ০৮	নারী ও প্রতিবন্ধী নির্বাচনের মাধ্যমে	নারী ও প্রতিবন্ধীদের নিজ এলাকায় বা দুরে কোথাও হলে যাতায়তের ব্যবস্থা করা।	২,০০০০০/-	♦ প্রতিবন্ধীদের বসার উপযোগী নির্বাচন করা ♦ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ রাখা।
মাছ চাষ	মৎস্য অধিদপ্তর/ এনজিও	সারা বছর	জলাবদ্ধবিলের ভূমির মালিক গণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে	ইউনিয়নের মধ্যে জলাবদ্ধ বিল গুলিতে	২,০০০০০/-	♦ যে কোন সময় বিল থেকে মাছ না ধরা। ♦ চুরি রোধে পাহারার ব্যবস্থা করা।

মুদি ব্যবসা	এনজিও	জানু থেকে ডিসে '০৮	প্রতিবন্ধী নির্বাচন করে	প্রতিবন্ধীর নিজ বাড়ী, রাস্ড়ার পাশে, বাজারের সুবিধা মত স্থানে।	৩ ,০০০০০/-	♦ হিসাব সংক্রান্ড় বিষয় দক্ষ হতে হবে। ♦ প্রতিদিনের আয় ব্যয় লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।

পরিশিষ্ট - ১৫ ঃ সি আর এ তে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির তালিকা

ক্রমিক নং	উপাদান
১.	লেখার প্যাড
২.	পেন্সিল
৩.	শার্পনার
৪.	ইরেজার
৫.	ভিপকার্ড
৬.	স্থায়ী মার্কার (৪ রঙের)
৭.	স্পাইরাল নোট প্যাড
৮.	স্কেচ কলম (৪ রঙের)
৯.	হোয়াইট বোর্ড মার্কার (৪ রঙের)
১০.	আঠাযুক্ত কাগজ
১১.	র‍্ুলার
১২.	ম্যাট (বসার জন্য)
১৩.	আর্ট পেপার
১৪.	ফ্লিপ চার্ট
১৫.	এন্টি কাটার
১৬.	কাঁচি
১৭.	ছুরি
১৮.	পোষ্টার পেপার
১৯.	স্কচ টেপ ১"
২০.	বোথ সাইড টেপ
২১.	খালি নাম কার্ড
২২.	মাসকিং টেপ
২৩.	থাম্ব ট্যাকস
২৪.	ব্যানার
২৫.	খাম (বিভিন্ন সাইজের)
২৬.	স্টিল স্কেল
২৭.	প-াস্টিক ক্লিপ ফাইল
২৮.	বলপেন
২৯.	কাগজ (এ ৪ সাইজের নরমাল ও অফসেট)
৩০.	ব্রাউন পেপার
৩১.	সেফটি পিন
৩২.	ক্লিপ বোর্ড
৩৩.	নেম ট্যাগ
৩৪.	ক্লিপ ফাইল
৩৫.	বাইন্ডার ক্লিপ (ছোট ও বড়)
৩৬.	জেমস ক্লিপ
৩৭.	থ্রেট বল
৩৮.	স্টেপলার মেশিন ও পিন
৩৯.	রাবার ব্যান্ড
৪০.	ক্যামেরা ও ব্যাটারী
৪১.	ব্যাগ

দুর্যোগ এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে জেন্ডার ও সামাজিক সুবিধা বঞ্চিতদের বিষয় পর্যালোচনা

দুর্যোগ এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে জে ার ও সামাজিক সুবিধা বঞ্চিতদের বিষয় পর্যালোচনা ঃ

২০০০ সালের পর অদ্যাবধি উলে- খযোগ্য কোন দুর্যোগ সংগঠিত হয়নি সুতরাং দুর্যোগ ও ঝুকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে জেন্ডার ও সামাজিক সুবিধা বঞ্চিতদের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন তথ্য এলাকার ভুক্তভোগী জনগণের মাধ্যমে জানা যায়। ২০০০ সালের স্মরণযোগ্য বন্যার অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, যখন লোকজন বাড়ীঘরে টিকতে না পেরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য উঁচূ স্থানে প্রত্যেকটি পরিবার আলাদা আলাদা ভাবে আশ্রয় নিয়ে ছিল তখন অন্য সব পরিবার কিছু কিছু মালামাল নিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিল এবং মহিলাদেরকে বাড়িতে সহায় সম্বল পাহারা দেয়ার জন্য রেখে গিয়েছিল কারন হিসাবে তারা মহিলাদেরকে অধিক ধৈর্য্যশীল বলে মনে করে। তাছাড়া এলাকাতে কোন আশ্রয় কেন্দ্র না থাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ না পেয়ে সাধারণ মানুষ যে যেখানে পেরেছিল নিজেরমত করে আশ্রয় নিয়েছিল। যাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়িঘর বন্যামুক্ত ছিল তারা পরিবার পরিজন নিয়ে সেখানে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছিল। তবে যেখানে একত্রে অনেক পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল না থাকায় মহিলারা কিছু কিছু সমস্যার সন্মুখীন হয়েছে যেমন- গোসল, পায়খানা, নিরাপত্তা ইত্যাদি। মেয়েদের প্রকৃতিগত শারীরিক সমস্যা মোকাবেলার জন্য সু-ব্যবস্থার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ত্রাণসামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে শিশু বা গর্ভবতী মায়েদের জন্য পৃথক কোন বরাদ্ধ ছিল না। আরো একটি বিষয় উলে- খ্য যে অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদেরকে আশ্রয় স্থলে নেয়ার ক্ষেত্রে স্ব-স্ব পরিবারের লোকজন ছাড়া অন্য কেউ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই। মহিলারা সাধারনত যে কোন তথ্য বা খবরের জন্য পুর ষের উপর নির্ভরশীল ছিল। দুর্যোগকালীন সময়েও শিশু, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী এবং বয়োবৃদ্ধদের দেখাশুনার দায়িত্ব মহিলাদেরকেই নিতে হয়। তাছাড়া খাবারের অভাব দুর্যোগকালীন সময়ে প্রকট হয় এবং যাকিছু যোগাড় হয় তার বেশীরভাগ পুর ষেরাই খেয়ে নেয় এবং নারীদের খবর নাখে না, এ ছাড়া পুর ষশাষিত সমাজে পুর ষই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হিসেবে ভাল ও বেশী পরিমান খাবার সাধারনত নারীরা পুর ষদেরকে দিয়ে থাকে, দুর্যোগকালীন সময়েও এর কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। এলাকার লোকজন বিশেষ করে পুর ষগণ জেন্ডার বিষয়ে সচেতন নয় এবং ঝুকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে নারীরা পুর ষের তুলনায় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য বিষয়	ঝুঁকি পরিবেশের নিরূপন
ঝুঁকি মূল্যায়নের মান দ নির্ণয়	ঝুঁকি মূল্যায়ন ও মানদ তৈরীর জন্য যে পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে তাতে লিঙ্গগত বৈশিষ্ট ও সুনির্দিষ্ট চাহিদাগুলি বিবেচনা করেই চুড়ান্ড় পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। মহিলা এবং মেয়েদের ঝুঁকির পার্থক্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচনার মাধ্যমে ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে ঝুঁকি মূল্যায়নের মানদ নির্ণয় করা হয়েছে।
আপদ চিহ্নিতকরণ	আপদ চিহ্নিত করণের পূর্বে ইউনিয়নে পরিভ্রমনের মাধ্যমে সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে ধারনা লাভ করা হয়। পরিভ্রমনের পর ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড থেকে মনোনীত নারী ও পুর ষ প্রতিনিধিদের নিয়ে এফজিডি'র মাধ্যমে আপদ নির্ধারন পূর্বক ইউনিয়নে আপদ প্রবন এলাকা, মৌসুম ভিত্তিক আপদের সম্ভাব্যতা, ভয়াবহতা ও ক্ষতির মাত্রা ইত্যাদি নির পণ করা হয়। এরপর এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন আপদের দ্বারা স্থানীয় জনগণের জীরন ও জীবিকায়নের উপর তাৎক্ষনিক প্রভাবের চিত্র তৈরী ও বিশে- ষন করা হয়। অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতিতে আপদ চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ায় এলাকার বিভিন্ন পেশা, ধর্ম ও শ্রেনীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার যথেষ্ট সুযোগ বিদ্যমান।
বিপদাপন্নতা নিরূপন	বিপদাপন্ন এলাকা, উপাদান ও ক্ষেত্র নিরূপনে নারী, শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধী, বয়োবৃদ্ধ, অসুস্থ, ধনী, গরীব, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, সামাজিকভাবে অবহেলিত শ্রেনী ও পেশার মানুষের আপদের ধরন অনুযায়ী ঝুকির মাত্রা ও বিপদাপন্নতার ভিন্নতা গভীরভাবে গুর ত্ব দেয়া হয়। বিশে- ষনে পরিলক্ষিত হয় যে, একই আপদ দ্বারা বিভিন্ন এলাকা, উপাদান ও ক্ষেত্র সমূহের বিপদাপন্নতার ভিন্নতার চিত্র স্পষ্টভাবে তুলে ধরা সম্ভব।
ঝুঁকি বিশে- ষণ	সিআরএ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পেশা, গোত্রের নারী পুর ষ সম্পর্ক এবং সামাজিক স্ড়র বিবেচনার সুযোগ রয়েছে এবং সে মোতাবেক সকল বিষয়কে অধিক গুর ত্ব দিয়ে এলাকার আপদ ভিত্তিক ঝুকি সমূহ চিহ্নিত করা হয় । মাঠ পর্যায়ে সকল ক্ষেত্রে নারী, পুর ষ ও প্রতিবন্ধীদের আলাদাভাবে দ্বিধাহীন মতামত প্রদানের মাধ্যমে ঝুঁকি বিশে- ষনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।
ঝুঁকি মূল্যায়ন	ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করার পর প্রতিটি ঝুঁকি বিশে- ষণ ও চুড়ান্ড় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সকল ক্ষেত্রে সমাজের অপেক্ষাকৃত দুস্থ, অসহায় নারী ও পুর ষদের স্বার্থকে সমাজের সক্ষম ব্যক্তিদের স্বার্থের সাথে সমান বা কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক গুর ত্ব দিয়ে মূল্যায়ন করার সুযোগ রয়েছে। সকল ক্ষেত্রে সমাজের অধিক সংখ্যক বিপদাপন্ন নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ সংশি- ষ্ট বিষয়গুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে ঝুঁকির গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারিত হয়।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য বিষয়	ঝুঁকি পরিবেশের নিরূপন
ঝুঁকি অগ্রাধিকার করণ	ঝুঁকি অগ্রাধিকারকরণে নির্বাচিত বিভিন্ন পেশার নারী. পুর"ষ, প্রতিবন্ধীদের উপস্থিতিতে অত্যন্ড় গুর"ত্ব ও সতর্কতার সাথে ঝুঁকির সম্ভাব্য পরিনতি ও ভয়াবহতা এবং বিপদাপন্নতা পর্যালোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ আলাদাভাবে ভিপকার্ডে লিখে প্রত্যেক অংশগ্রহনকারী কর্তৃক ৬ টি ভোট প্রদানের মাধ্যমে ঝুঁকি অগ্রাধিকারকরণ করা হয়। সিআরএ প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে ভুক্তভোগী নারী, পুর"ষ ও প্রতিবন্ধী অংশগ্রহনকারীদের সংখ্যাধিক্য ও মতামত নিশ্চিত করা হয়েছে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	
অংশগ্রহণকারী	সিআরএ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনকারী নির্বাচনে সমাজে তাদের আর্থ-সামাজিক মর্জাদা বিবেচনায় না করে শুধুমাত্র অবস্থা, অবস্থান ও শারিরীক সক্ষমতার কথা বিবেচনা করে সংশি-ষ্ট ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় প্রতিটি দলে ৬ হতে ৯ জন প্রকৃত ভুক্তভোগী (ভুমিহীন, কৃষক, নারী ও প্রতিবন্ধী) অংশগ্রহনকারী নির্বাচন করে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহন ও চাহিদা ভিত্তিক মতামতের ভিত্তিতে সিআরএ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।
ঝুঁকি নিরসন উপায়	সমাজের বেশীরভাগ অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া নারী, পুর"ষ ও প্রতিবন্ধী ভুক্তভোগীদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে আপদ ভিত্তিক প্রাপ্ত সকল ঝুঁকি নিরসনের উপায় সমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্ড়বায়নের পরিকল্পনা প্রনীত হয়।
উপায় অগ্রাধিকারকরণ	চলমান স্থানীয় দুর্যোগে সকল ক্ষেত্রে সমাজের অবহেলিত, উপেক্ষিত, দরিদ্র পরিবারের নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীগণ প্রথমেই পরিস্থিতির শিকার হয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্থ ও বিপদাপন্নতায় পতিত হয়, কারন সমাজে এই শ্রেনীর মানুষের সংখ্যা বেশী এবং তাদের টিকে থাকার মত বিকল্প কোন সহায়-সম্বল নাই। তাই তাদের স্বার্থকে অধিক গুর"ত্ব দিয়ে নির"পিত ঝুঁকি নিরসনের উপায় সমূহ অগ্রাধিকারকরণে উলে-খিত জনগোষ্ঠির উপস্থিতি ও মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কিছূ কিছু ঝুঁকি নিরসনে মুল উপায়ের সম্ভাব্য বিকল্প উপায় সমূহ বের করে তার প্রস্ড়বনা ও পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। সেখানেও অবহেলীত জনগোষ্ঠীর চাহিদাকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে।
বাস্ড়বায়ন এবং মনিঁটরিং	প্রকল্প বাস্ড়বায়নের ক্ষেত্রে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত লোকদের অংশগ্রহণ আছে। প্রকল্প বাস্ড়বায়নের জন্য একটি পিআইসি গঠন করা হয়। এই পিআইসি'র সদস্যগণ ইউপির নির্বাচিত সদস্যগণের সাথে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারী ও প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে প্রকল্পের মণিটরিং বিষয়টি খুবই গুর"ত্বপূর্ণ বিষয় বলে ইউনিয়ন পরিষদ মনে করে। তারই লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যা ও প্রকল্প বাস্ড়বায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তা মনিটরিংয়ের দায়িত্ব পালন করবেন। ঝুঁকি নিরসন কর্মসূচী মণিটরিং কার জন্য জে"ার এবং সামাজিক সমতা বিষয় বিবেচনা করে মনিটরিং টিম গঠন করা হয়ে থাকে। মণিটরিং বিষয়ে এবং প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়ে থাকে। এই ধারণা অনুযায়ী বিপদাপন্ন লোকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সহজবোধ্য টুলসগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কর্মসুচিতে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে সহজ কোন পদ্ধতি নাই। তবে প্রকল্পের স্বার্থে পরিবর্তন করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী রেজুলেশনের মাধ্যমে পরিবতর্ন হতে পারে।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য বিষয়	জর"রী অবস্থায় সাড়া প্রদান
সতর্কবাণী প্রচার করা বা প্রেরণ করা	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সকল সদস্যদের সিআরএ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অশিক্ষিত, কম শিক্ষিত ও সুবিধা বঞ্চিত লোকদের বোঝার উপযোগী করে "সতর্কবাণী প্রচার বা প্রেরণ" সম্পর্কে বিস্ড়রিত আলোচনা করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মানিত সভাপতি ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নিজ উদ্যোগে সকল শ্রেণীর মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে এমন ভাষা ব্যবহার করে সতর্কবাণী মাইকিং করেন। তাছাড়া মসজিদের ঈমানগণ দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়ার সাথে সাথে মাইকে প্রচার করে থাকে। সহজবোধ্যভাবে নারী ও সুবিধা বঞ্চিতদের সতর্কের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে মসজিদের ঈমামগণ দূর্যোগের পূর্বাভাস সম্পর্কে দুর্যোগ অনুযায়ী বার্তা প্রচার করে থাকেন। তাছাড়া রেডিও ও টিভির মাধ্যমে প্রতিদিনের আবহাওয়া বার্তা এলাকার লোকজন জানতে পারে।
সরিয়ে আনা/ অপসারণ ও আশ্রয়দান	বিপদাপন্ন লোকজন সরিয়ে আনার জন্য প্রকল্প প্রস্ড়াবনা তৈরীর সময় নারী ও সুবিধা বঞ্চিত এবং পুর"ষ, সুবিধাভোগী সকলের কথা বিবেচনায় রেখে তৈরী করা হয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রে সমাজের বসবাসরত সকল শ্রেণীর লোকজন দুর্যোগের সময় আশ্রয় নিতে পারবে। আশ্রয়কেন্দ্র নির্মানের সময় নারী ও পুর"ষের আলাদা আলাদা থাকার ব্যবস্থা থাকবে এবং আলাদা আলাদা বাথর"ম ব্যবহার করবে। প্রজনন স্বাস্থ্য এবং নারীদের অন্যান্য চাহিদার সুবিধা আশ্রয় কেন্দ্রে কমবেশী থাকবে।
অনুসন্ধান ও উদ্ধার	উদ্ধার এবং অনুসন্ধানের জন্য আলাদা কোন টিম রাখার প্রয়োজন পরিকল্পনায় আসেনি। কারণ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থা কমিটির সমন্বয়ে কাজটি বাস্ড়বায়ন করা হবে।
চাহিদা নিরূপন	চাহিদা নির"পনের জন্য দুর্যোগ পূর্ণ এলাকায় এ সকল সার্বিক দিক বিবেচনা করে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করার জন্য সিআরএ অংশগ্রহণকারীগণ মতামত প্রকাশ করেন। কারণ দুর্যোগের সময় শিশু, দুগ্ধবতী মা, দুগ্ধপোষ্য সকলের বিষয় বিবেচনা করে ত্রাণের প্যাকেজ তৈরী করতে হবে।
আপদপরবর্তী আশ্রয়	সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, নিরাপত্তা ও মহিলাদের একান্ড় কিছু বিষয়ের কারনে এলাকার অশিক্ষিত জনগন বিশেষকরে মহিলারা পরপুর"ষের সামনে যেতে চায় না, যা সামাজিক কুসংস্কার ও বটে। এমতাবস্থায় দুর্যোগের ভয়াবহতা বিবেচনা করে যতদুর সম্ভব মহিলাদের জন্য অন্ড়ত গোছল ও পায়খানার ব্যবস্থা আলাদা রাখা দরকার।

পরিশিষ্ট – ১৬ ঃ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি (প্রক্রিয়া ও একীভূত ফলাফল ছক)

ক্রম	আপদের নাম	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১.	অতিবৃষ্টি												
২.	খরা												
৩.	ঝড়												
৪.	জলাবদ্ধতা												
৫. .	আর্সেনিক												
৬.	বন্যা												

পরিশিষ্ট - ১৭ ঃ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি (প্রক্রিয়া ও একীভূত ফলাফল ছক)

ক্রম	জীবিকায়নের উপায়	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
০১.	কৃষি												
০২.	দিন মজুর												
০৩.	মৎস্য চাষ												
০৪.	মৎস্যজীবি												
০৫.	হস্ড় শিল্প (বাঁশ, বেত, খড় ও পাতা)												
০৬.	ভ্যান শ্রমিক												
০৭	কৃলি মজুর												
০৮	চাকুরী জীবি												

সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়নের জমিগুলি সাধারণত এক ফসলী ও দো-ফসলী। বোরো মৌসুমের ধান পৌষ মাসে রোপন করে এবং বৈশাখ মাসে কাটে। আমন মৌসুমে শ্রাবণ মাসে ধান রোপন করে এবং কার্ত্তিক অগ্রাহন মাসে কাটে। পুরো ধান কাটা ও রোপন মৌসুমে দিনমজুরী, মজুরীর পরিমান বেশী থাকে। এছাড়া পাট ও রবি শস্য ক্ষেতের আগাছা পরিচর্যার সময় দিন মজুরদের মজুরীর দাম খুব একটা বেশী হয় না। তবে মৌসুমী বৃষ্টি পাত যে বছর কম হয় সে বছর ৩ টি ফসল করা যায় এবং প্রচুর পরিমানে সব্জী উৎপন্ন হয়ে থাকে।

পরিশিষ্ট – ১৮ ঃ আপদের ক্ষতির মাত্রা ও সম্ভাব্যতা (ভ্যান ডায়াগ্রাম,প্রক্রিয়া ও একীভূত ফলাফল ছক)ঃ

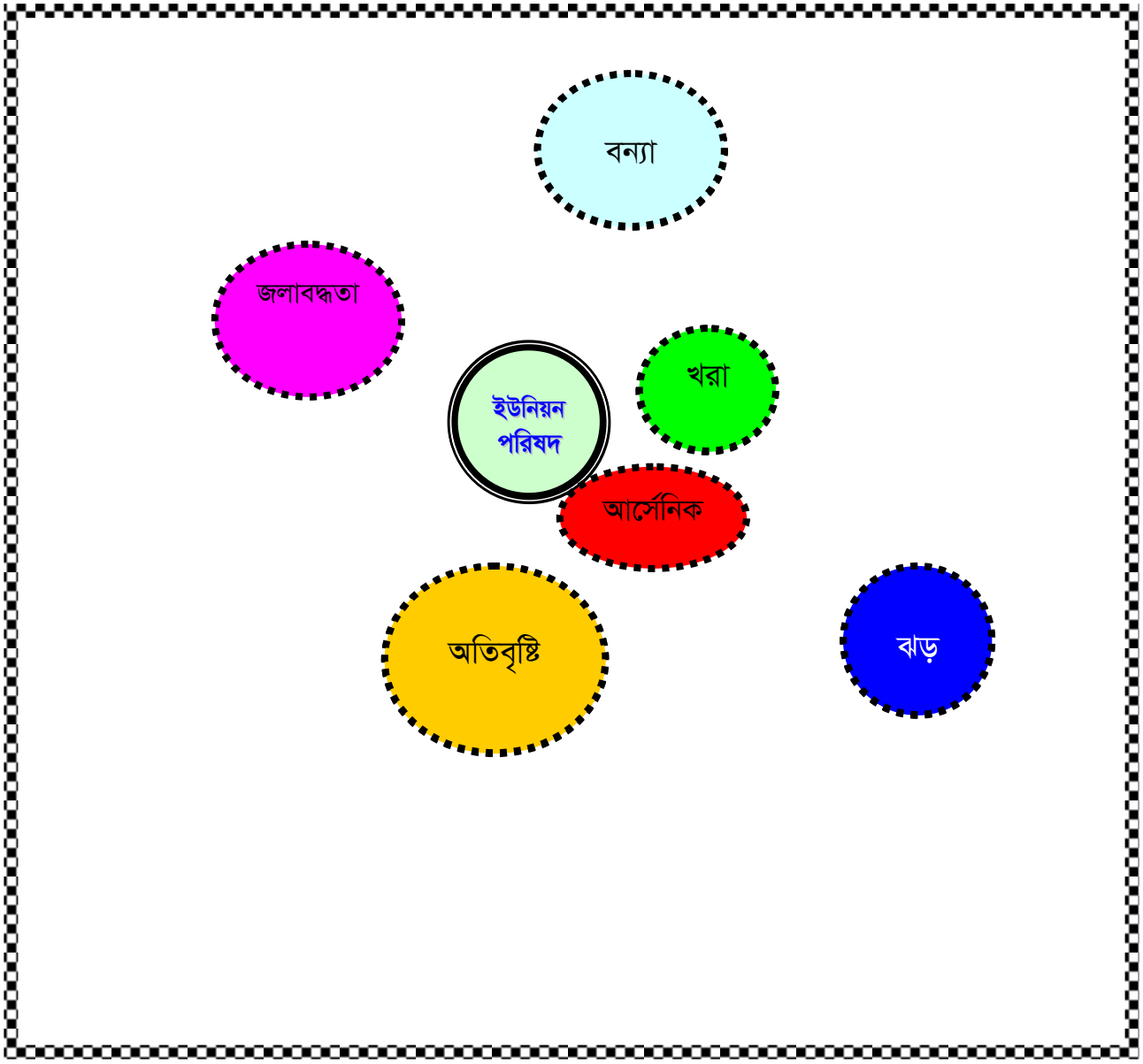

ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যে আপদগুলো কাছে দেখা যাচ্ছে তা প্রতি বছর বা ঘনঘন হয় এবং পরিষদ থেকে যে আপদগুলো দূরে তা দেরীতে দেরীতে ঘটে। যে আপদটাকে বেশী বড় চাকতি করে দেখানো হয়েছে তার ঝুঁকি ও ক্ষতির পরিমাণ বেশী। অন্যদিকে যে আপদগুলো ছোট চাকতি করে দেখানো হয়েছে তার ঝুঁকি ও ক্ষতির পরিমাণ কম।

সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়ন সামজিক মানচিত্র
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

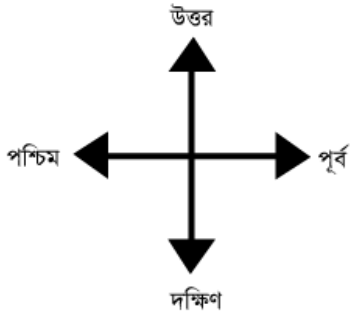

সাংকেতিক চিহ্ন

বিষয়	চিহ্ন
ইউনিয়ন সীমানা	
মৌজা সীমানা	
ইউনিয়ন পরিষদ	
কলেজ	
পুকুর	
চিংড়ি ঘের	
নলকূপ	
পাঁকা রাস্তা	
কাচা রাস্তা	
হাসপাতাল	
স্কুল	
মাদ্রাসা	
মসজিদ	
মন্দির	
হাট/ বাজার	
খেলার মাঠ	
কালভাট	
ব্রিজ	
কৃষি জমি	
খাস জমি	
বসতি	
খাল	
অফিস	
ইট বিছানো রাস্তা	
স্লুইচ গেট	

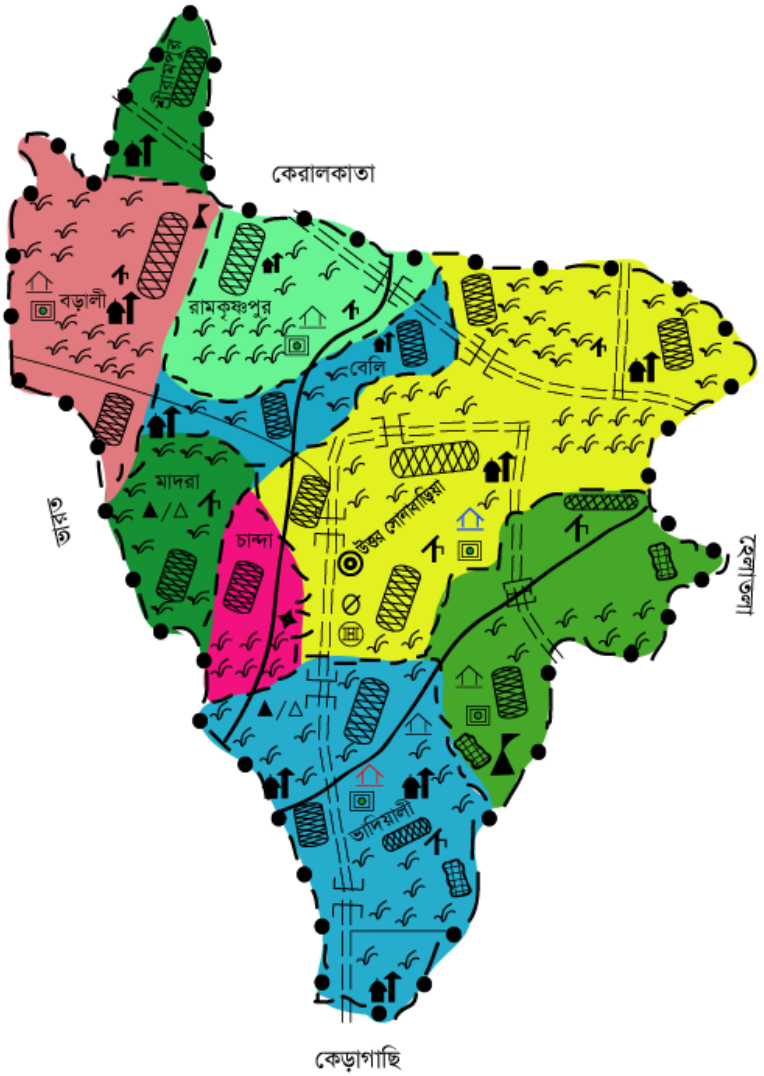

সোনাবাড়ীয়া আপদ মানচিত্র
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

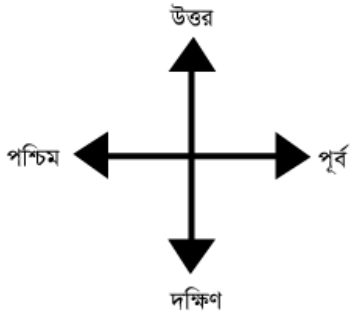

সাংকেতিক চিহ্ন

বিষয়	চিহ্ন
ইউনিয়ন সীমানা	
মৌজা সীমানা	
বন্যা	
জলাবদ্ধতা	
খরা	
ঝড়	
অতি বৃষ্টি	
আর্সেনিক	
শিলাবৃষ্টি	

পরিশিষ্ট - ১৯ ঃ পরিভ্রমনপ্রতিবেদন

বিষয়	**wel‡qi Ae¯’v I Ae¯’vb**																	
f~wgi e¨envi	‡mPh‡š¿i Ae¯’vb	¯-yBP †MU/ eªxR	dm‡ji gvV	b`x	Lvj	evIo/ Rjvkq	‡Svc Svo	emZ evox	KuvPv iv¯—v	cuvKv iv¯—v	gv‡Qi †Ni	evRvi	wej	gmwR`	gw›`i	MxR©v	K‡jR	BDwbqb cwil`
gvwUi ˆewkó¨	‡`v-Avk gvwU	‡e‡j †`v-Avk, cwj gvwU	‡e‡j, †`v-Avk, I cwj gvwU	‡e‡j I cwj gvwU	‡e‡j †`v-Avk	‡e‡j †`v-Avk	‡e‡j I †`v-Avk	‡e‡j, †`v-Avk, I cwj gvwU	‡e‡j, †`v-Avk, I cwj gvwU	‡`v-Avk gvwU	Gu‡Uj †`v-Avk gvwU	‡e‡j I †`v-Avk gvwU	‡`v-Avk, †e‡j †`v-Avk	‡e‡j, †`v-Avk,	‡e‡j, †`v-Avk,	‡e‡j, †`v-Avk,	‡e‡j, †`v-Avk,	‡e‡j, †`v-Avk,
Mev`cï	QvMj, evQzi,Mi“	-	Mi“, QvMj Nvvm Lv‡”Q	Mi“ Nvm Lv‡”Q	Mi“	-	-	Mi“, QvMj, KzKzi, weovj	Mi“, QvMj	Mi“, QvMj	-	-	Mi“ Lvm Lv‡”Q	-	-	-	Mi“	-
dmj	avb, mâx	-	avb, mvewR, wcqvR, imyb, mwilv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

cvwL	KvK, kvwjK, wd‡½, NyNy, Po–B	wd‡½, †`v‡qj (wcjv‡iemv)	kvwjK, wd‡½, NyNy, Po–B, gvQiv½v, eK	gvQiv½v, kvwjK, eK, cu¨vPv, Kuv`v ‡LvPv cvwL	eK, kvwjK, c¨uvPv, wd‡½	eK, nuvm, evwjnuvm, Kuv`v ‡LvPv cvwL, Kovcvwl	‡`v‡qj, c¨uvPv, KuvV VyKiv, UybUzwb, kvwjK	nuvm, gyiMx, KeyZi, Po–B cvwL, kvwjK, cu¨vPv, KvK	kvwjK, wd‡½	-	eK	KvK, kvwjK	KzReK, kvwjK, wd‡½	Po–B, kvwjK	Po–B, kvwjK	Po–B,	Po–B, kvwjK, c¨vuvPv, †`v‡qj	Po–B, kvwjK, c¨vuPv

djR / eb R Mv Qc vjv	‡LR yi MvQ	wkï , †gn Mbx, evejv	‡LRy i, evejv , Zvj, K,j	-	-	eU MvQ,	Avg MvQ , Kuv Vvj, Rvg MvQ Av_ QwU , fvwU , R g©v wb jZv, KPv MvQ, Kjv MvQ, gv`vi, eyR MvQ, †gvg dj, nvgS zg , cUKv	Avg, Rvg, Kuv Vvj, wjPz , Q‡d` v , Kzj, Avgo v, †cqvi v, bvwi‡ Kj, mycv wi, †LRyi ,Kjv MvQ, Zzjw m , Rvgi“j	‡LRyi , †gnM bx, †ivo wkï, Avoj, wkï, evejv , bvwi‡ Kj,	‡gn Mbx, wkï, evejv , ARy ©b MvQ , evejv	‡cu‡ c MvQ , KjvM vQ, bvwi ‡Kj MvQ	Avg MvQ eUM vQ, wkïM vQ, wbg MvQ , bvwi ‡KjM vQ	‡LR yi Mv Q	Avg Mv Q, Kuv Vvj Mv Q, †LR yi Mv Q	eUM vQ, gv`vi MvQ, Avg MvQ, wkï MvQ	Avg Mv Q, eU Mv Q, bvwi ‡Kj Mv Q	‡gn Mbx evM vb, †LR yi, wkï I eUM vQ	j¤^ yM vQ, AR y© b Mv Q

cwiå gb cÖwZ‡e`b

বিষয়	**wel‡qi Ae¯’v I Ae¯’vb**

f~wgi e¨envi	‡mP h‡š¿i Ae¯,vb	¯-yBP †MU / eªxR	dm‡ji gvV	b`x	Lvj	evIo/ Rjvkq	‡Svc Svo	emZ evox	Kuv Pv iv¯—v	cuvKv iv¯—v	gv‡Qi †Ni	evRvi	wej	gm wR`	gw›`i	MxR©v	K‡jR	BDwbqb cwil`
Jlwa MvQ cvjv	-	-	-	-	-	-	wbg MvQ	wbg MvQ, ARy©b, Zzjwm	AvK›` MvQ, Qvw Zg MvQ, KKPv MvQ, Kvj Kvwk ‡›` MvQ	AR© yb I wbg MvQ	-	wbg MvQ	-	-	-	-	-	-
eb¨ cÖvYx	-	-	Kuv V weov jx	-	-	-	KvV weo vjx †eR x, B`yi	-	cv½vk, wPso x, †Zjv wcqv, i“B, KvZj,	-	-	-	-	-	-	-	-	-

grm¨ m¤ú`	-	-	-	Uvw K, evBb, i“B, †kvj, MRvi, †Usi v, cyw U BZ¨v w`	Uvw K, evBb, †kvj, †Usi v, cyw U BZ¨v w`	Uvw K, evBb, i“B, †kvj, MRvi, †Usi v, cywU BZ¨v w`	-	-	-	-	-	†Usiv, ‰K, cywU, Uvw K, evBb, g„‡Mj, †kvj, †Zjv wcqv BZ¨v w`	†Usiv, ‰K, cywU, Uvw K, evBb, g„‡Mj, †kvj, i“B, KvZj BZ¨vw`	-	-	-	-	-
mv gvw RK b„‡Mv wô	-	-	-	-	-	-	-	Zvuw Z, Kvgvi, Kzgvi, †Rjv	B`yi	-	-	-	-	-	-	-	-
gyi Mxi Lvg vi	-	-	-	-	-	-	-	wjqvi, gvsm gyiM x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

পরিশিষ্ট - ২০ ঃ সমঝোতা তৈরীর সূচক সমূহের বিশে- ষণ

পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের যে সমস্ড় বিষয় গুলি সমযোতা করা উচিত।

বিষয়	র‍্যাংকিং
পারস্পরিক আস্থা/ বিশ্বাস	২
সামাজিক সোহার্দ্য/ মিলমিশ	৩
পারস্পরিক সহযোগীতা	৪
বাঁধা যাতে না আসে সে জন্য প্রভাব খাটানো	২
শুধু নিজের নয় অপরের স্বার্থ যাতে ঠিক থাকে সে দিকে নজর রাখা	১
সামাজিক ঐক্য / একতা	৩
মিমাংসার মনোভাব	৪
সকলের ভালোর জন্য কাজ করা।	১

* ১. খুব গুর"ত্ব পূর্ণ, * ২. গুর"ত্বপূর্ণ * ৩. মোটামুটি গুর"ত্বপূর্ণ, * ৪. গুর"ত্বপূর্ণ নয়

পরিশিষ্ট - ২১ ঃ সিআরএ কর্মশালার (সেশনভিত্তিক)তারিখ

µwgK bs	¯’vb	ZvwiL
০১.	উত্তর ভাদিয়ালী ফুলতলা	০৩.০২.২০০৭ ইং
০২.	সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ	০৪.০২.২০০৭ ইং
০৩.	রামকৃষ্ণপুর বাজার	০৫.০২.২০০৭ ইং
০৪.	সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ	০৬.০২.২০০৭ ইং
০৫.	সমাধান প্রকল্প অফিসে কম্পাইলেশন	০৭.০২.২০০৭ ইং
০৬.	সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ	০৮.০২.২০০৭ ইং
০৭.	সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ	১০.০২.২০০৭ ইং
০৮.	সমাধান প্রকল্প অফিসে কম্পাইলেশন	১১.০২.২০০৭ ইং
০৯.	সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ	১২.০২.২০০৭ ইং

পরিশিষ্ট - ২২ ঃপ্রকল্প টীমের কর্মীদের নামের তালিকা

µg	bvg	cÖwZôvb	c`ex
1.	Gg, G Lv‡jK	mgvavb	cÖKí mgš^qKvix
2.	‡gvt †gv¯—vwdRyi ingvb	mgvavb	‡U^{a}wbs Awdmvi
3.	‡gvt BDmyd Avjx	mgvavb	wdì AM©vbvBRvi
4.	‡gvt iwdKzj Bmjvg	mgvavb	wdì AM©vbvBRvi
5.	‡gvt Avãyj Kwig	mgvavb	wdì AM©vbvBRvi
6.	bvwM©m myjZvbv	mgvavb	wdì AM©vbvBRvi
7.	‡gvQvt AvwQqv LvZzb	mgvavb	wdì AM©vbvBRvi
8.	kvwggyi ingvb	mgvavb	wdì AM©vbvBRvi
9.	ivwReyj Avjg	mgvavb	wdì AM©vbvBRvi

পরিশিষ্ট - ২৩ ঃ মাঠ পর্যায়ে সি আর এ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা ঃ

দল ঃ কৃষক দল, ওয়ার্ড নং - ১, ২ ও ৩

ক্রমিক	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম
০১	মোঃ ফজলুল হক	মৃত- আব্দুল-াহ দালাল	৫০	উত্তর ভাদিয়ালী
০২	মোঃ আমিনুর রহমান	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	৬৫	উত্তর ভাদিয়ালী
০৩	মোঃ র ুল আমিন	মৃত- নাছিম উদ্দীন সরদার	৫২	উত্তর ভাদিয়ালী
০৪	মোঃ মোশারফ হোসেন	মৃত- আতিয়ার রহমান	৫১	উত্তর ভাদিয়ালী
০৫	মোঃ নাছির উদ্দীন	মৃত- আব্দুল-াহ	৪৫	দক্ষিণ ভাদিয়ালী
০৬	মোঃ মশিউর রহমান	মোঃ মাওঃ মতিউর রহমান	৭৪	উত্তর ভাদিয়ালী
০৭	মোঃ আঃ মান্নান গাজী	মৃত- আঃ জব্বার গাজী	৪১	দক্ষিণ ভাদিয়ালী
০৮	মোঃ মজিবার রহমান	মোঃ বুদো	৪৯	পূর্ব ভাদিয়ালী

দল ঃ নারী দল, ওয়ার্ড নং - ১, ২ ও ৩

ক্রমিক	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম
০১	মোছা ঃ সাজেদা খাতুন	পিং- মফিজুল ইসলাম	২৯	দক্ষিণ ভাদিয়ালী
০২	মোছা ঃ জাহানারা বেগম	স্বামী- নূর আহম্মেদ মোল-া	৩১	উত্তর ভাদিয়ালী
০৩	মোছা ঃ গোলেজান খাতুন	স্বামী-মৃত-কফিল উদ্দীন ম ল	৩৩	উত্তর ভাদিয়ালী
০৪	মোছা ঃ হালিমা বেগম	স্বামী মোঃ আয়জুদ্দিন দালাল	২৭	উত্তর ভাদিয়ালী
০৫	মোছা ঃ মধুজান বেগম	জং- কুরবান আলী দালাল	৪০	রাজপুর
০৬	মোছা ঃ **ঝর্ণা বেগম**	জং- মোঃ ইদ্রিস আলী	৩০	রাজপুর
০৭	মোছা ঃ আশুরা বিবি	জং- মোঃ এবাদুল হক	৩৫	দক্ষিণ ভাদিয়ালী

দল ঃ ভূমিহীন দল, ওয়ার্ড নং - ১, ২ ও ৩

ক্রমিক	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম
০১	মোঃ মহিব্বুল হক	মৃত- ফজর আলী	৪৪	ভাদিয়ালী
০২	মোঃ সামছুর রহমান গাজী	মৃত- শরিতুল-াহ গাজী	৪০	ভাদিয়ালী
০৩	মোঃ তবিবুর রহমান	মৃত- গয়রা তুল-াহ	৪৭	ভাদিয়ালী
০৪	মোঃ খালিদ হোসেন	মৃত- আবুল মোল-া	৩৯	ভাদিয়ালী
০৫	মোঃ সুরোত আলী	মৃত- ফরে আলী	৩৮	ভাদিয়ালী
০৬	মোঃ আব্দুল জব্বার	মৃত- জবেদ আলী	৪৫	রাজপুর
০৭	মোঃ আবুল হোসেন	মৃত- ইব্রাহিম দালাল	৪৯	দক্ষিণ ভাদিয়ালী
০৮	মোঃ আজাহার ল ইসলাম	মোঃ আকবার আলী	৩০	রাজপুর

দল ঃ প্রতিবন্ধী/ বয়স্ক দল, ওয়ার্ড নং - ১, ২ ও ৩

ক্রমিক	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম
০১	মোছাঃ ফরিদা বেগম	মৃত- নূর ল হক	৩০	ভাদিয়ালী
০২	মোঃ হাসেম আলী	মৃত- দীন মোহাম্মদ	৩৫	ভাদিয়ালী
০৩	মোঃ মিজানুর রহমান	মৃত- সামছুদ্দিন গাজী	২৯	ভাদিয়ালী
০৪	মোঃ মাহাবুবুর রহমান	মৃত- আরাফত আলী	৩৮	ভাদিয়ালী
০৫	মোঃ ইয়ার আলী	মৃত- আঃ হক দালাল	৪০	ভাদিয়ালী
০৬	মোঃ লিটন সরদার	মোঃ মসলেম আলী সরদার	২৫	রাজপুর
০৭	মোঃ ইউসুফ আলী	মোঃ ইউনুচ আলী	৪৫	রাজপুর
০৮	মোঃ ইয়াকুব আলী	মোঃ ইউনুচ আলী	৪৮	পূর্ব ভাদিয়ালী

দল ঃ কৃষক দল, ওয়ার্ড নং - ৪, ৫ ও ৬

ক্রমিক	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম
০১	মোঃ রবিউল ইসলাম	মৃত- কাশেম আলী মোড়ল	৬০	সোনাবাড়ীয়া
০২	মোঃ আবদার রহমান	মৃত- সৈয়দ আলী খা	৬৫	সোনাবাড়ীয়া
০৩	মোঃ ইব্রাহিম হোসেন	মৃত- রেজয়ান আলী দালাল	৫৫	মাদরা
০৪	মোঃ সামছুদ্দিন	মোঃ মোছলে উদ্দীন সরকার	৫২	মাদরা
০৫	মোঃ ওমর ফারুখ	মোঃ ইসমাইল সরদার	৩৯	মাদরা
০৬	মোঃ আলী হোসেন	মৃত- আব্দুল মোড়ল	৪২	দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়া
০৭	মোঃ রেজাউল করিম	মোঃ নূর আলী গাজী	৪০	উত্তর সোনাবাড়ীয়া
০৮	মোঃ শহিদুল ইসলাম	মোঃ আব্দুল মজিদ	৪৩	মাদরা

দলঃ নারী দল, ওয়ার্ড নং - ৪, ৫ ও ৬

ক্রমিক	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম
০১	মোছাঃ রেহেনা পারভীন	জং- মোঃ আঃ ছাত্তার	২৮	উত্তর সোনাবাড়ীয়া
০২	মোছাঃ মনজিলা পারভীন	জং- মোঃ আছাদুর রহমান	২৫	দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়া
০৩	মোছাঃ ফিরোজা বেগম	জং- মোঃ আঃ রহিম	৩০	উত্তর সোনাবাড়ীয়া
০৪	মোছাঃ সুফিয়া খাতুন	জং-মৃত- শাহাজান আলী	৩২	দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়া
০৫	বাসন্ড়ি বিশ্বাস	জং-মৃত- হারান চন্দ্র বিশ্বাস	২৭	দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়া
০৬	মাজেদা বেগম	জং- মৃত মোহাম্মদ আলী	২৯	উত্তর সোনাবাড়ীয়া
০৭	শ্রীমতি ঝর্ণা	জং- শ্রী নিমাই	২৮	মাদরা

দল ঃ ভূমিহীন দল, ওয়ার্ড নং - ৪, ৫ ও ৬

ক্রমিক	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম
০১	মোঃ এমাদুল ইসলাম	মৃত- আনছার আলী	৪১	মাদরা
০২	মোঃ সামছুর রহমান	মোঃ জালাল উদ্দীন	৩৭	মাদরা
০৩	মোঃ শহিদুল ইসলাম	মোঃ আব্দুল করিম সরদার	৪০	সোনাবাড়ীয়া
০৪	মোঃ মফিজুল ইসলাম	মৃত- মিয়ারাজ মোড়ল	২৮	দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়া
০৫	মোঃ অলিয়ার রহমান	মৃত- বিলাত আলী গাজী	৪০	দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়া
০৬	মোঃ ওছমান আলী	মোঃ করিমবক্স	৪৪	উত্তর সোনাবাড়ীয়া
০৭	মোঃ আমিরুল	মোঃ আব্দুল করিম।	৩২	উত্তর সোনাবাড়ীয়া
০৮	মোছাঃ মেহেরুন নেসা	স্বামী মোঃ আক্কাজ আলী	৩৫	দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়া

দলঃ প্রতিবন্ধী /বয়স্ক দল , ওয়ার্ড নং - ৪, ৫ ও ৬

ক্রমিক	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম
০১	মোঃ দীন আলী সরদার	মৃত- ইমান আলী	৪০	মাদরা
০২	মোমেনা বেগম	স্বামী মৃত- দীন আলী	৫৫	দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়া
০৩	মোঃ আরমান আলী	মোঃ আবু তালেব	৩৫	উত্তর সোনাবাড়ীয়া
০৪	মোঃ রাজু আহম্মেদ	মৃত- ছাত্তার	৩৮	উত্তর সোনাবাড়ীয়া
০৫	মোঃ আলী আকবার	মৃত- সৈয়দ আলী	৪০	মাদরা
০৬	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত- সন্তোষ বারী মন্ডল	৩২	দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়া
০৭	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	মৃত- কইমুদ্দিন	৪২	মাদরা

দলঃ কৃষক দল, ওয়ার্ড নং - ৭, ৮ ও ৯

ক্রমিক	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম
০১	মোঃ কবির ই ইসলাম	মৃত মখছেদ আলী গাজী	৬৫	বেলী
০২	মোঃ মোজাম্মেল গাজী	মৃত- আছির উদ্দীন গাজী	৭০	বড়ালী
০৩	মোঃ গোলাম সরোয়ার	মৃত-আবু বকার গাজী	৫৫	রামকৃষ্ণপুর
০৪	মোঃ সামছুর রহমান	মতৃ- নাছির উদ্দীন বিশ্বাস	৪৬	বড়ালী
০৫	মোঃ আব্দুলমান্না	মোঃ হাজী আবুবক্কার সরদার	৪৩	রামকৃষ্ণপুর
০৬	মোঃ মেহেদি হাসান	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	৩৮	বেলী
০৭	মোঃ নূর মোহাম্মদ	মৃত- সোনাই সরদার	৩৯	রামকৃষ্ণপুর
০৮	মোঃ আব্দুল আহাদ	মোঃ মখছেদ আলী	৩৫	রামকৃষ্ণপুর

দল ঃ নারী দল, ওয়ার্ড নং - ৭, ৮ ও ৯

ক্রমিক	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম
০১	মোছাঃ ফজিলা খাতুন	পিং- মোঃ আবুল গাজী	৩০	বড়ালী
০২	মোছাঃ জাহানারা খাতুন	পিং- মোঃ আঃ মজিদ	২৮	বড়ালী
০৩	মোছাঃ ফরিদা বেগম	জং- মোঃ আরশাদ আলী গাজী	৩৪	বেলী
০৪	মোছাঃ তহমিনা	জং- মোঃ জিল- র রহমান	২৬	রামকৃষ্ণপুর
০৫	মোছাঃ সামছুন নাহার	জং- আয়ুব আলী মোল- া	৩৩	রামকৃষ্ণপুর
০৬	মোছাঃ রেহানা বেগম	জং- মোঃ আফিল আলী মোড়ল	৩১	রামকৃষ্ণপুর
০৭	মোছাঃ নেকজান বেগম	জং- মেছের আলী সরদার	৩৫	বেলী
০৮	মোছাঃ রাশিদা বেগম	জং- সিরাজুল ইসলাম	৩০	রামকৃষ্ণপুর

দলঃ ভূমিহীন দল, ওয়ার্ড নং - ৭, ৮ ও ৯

ক্রমিক	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম
০১	মোঃ আনার ল ইসলাম	মৃত- ইমান আলী বিশ্বাস	৪১	বড়ালী
০২	মোঃ ইসমাইল	মৃত- ফটিক সরদার	৩৯	বেলী
০৩	বিশ্ব নাথ বিশ্বাস	অধীর বিশ্বাস	৪৪	রামকৃষ্ণপুর
০৪	মোঃ আয়ুব আলী	মৃত- হোসেন আলী মোল- া	৪২	রামকৃষ্ণপুর
০৫	মোঃ আলাউদ্দীন	মোঃ বাবর আলী দালাল	১৪	বেলী
০৬	শ্রী সুকুমার দাস	শ্রী কালিপদ দাস	৩৭	বেলী
০৭	মোঃ আকছেদ	মৃত- আঃ রহমান	৩৫	বেলী
০৮	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	মোঃ বনমালী	৩৮	বড়ালী

দলঃ প্রতিবন্ধী/ বয়স্ক দল, ওয়ার্ড নং - ৭, ৮ ও ৯

ক্রমিক	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম
০১	মোঃ রমজান আলী দালাল	মৃত- জাহেদ আলী দালাল	৫২	বেলী
০২	মোঃ জালাল উদ্দীন দালাল	মৃত- নছিম উদ্দীন দালাল	৬৩	বেলী
০৩	মোঃ রবিউল ইসলাম	মৃত- বদর উদ্দীন সরদার	৪৫	বড়ালী
০৪	মোছাঃ জাহানারা বেগম	স্বামী- মোঃ রমজান	৩৫	রামকৃষ্ণপুর
০৫	মোঃ ইসমাইল	মৃত- পিং- নিয়ামত আলী	২৮	বেলী
০৬	মোঃ গোলাম মস্ড়ফা গোপাল	মোঃ রমজান সরদার	৩৩	বেলী
০৭	মোঃ আফছার্ অলী	মৃত- নফছের আলী	৪২	বড়ালী
০৮	মোঃ মোহর্ অলী দালাল	মোঃ আবেদ আলী	৫০	রামকৃষ্ণপুর

দলঃ কৃষক দল, ওয়ার্ড নং - (সাবেক) ১, ২ ও ৩

ক্রমিক	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম
১	মোঃ মোজাম্মেল গাজী	মৃত- আছির উদ্দীন গাজী	৭০	বড়ালী
২	মোঃ মেহেদি হাসান	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	৩৮	বেলী
৩	মোঃ রবিউল ইসলাম	মৃত- কাশেম আলী মোড়ল	৬০	সোনাবাড়ীয়া
৪	মোঃ সামছুদ্দিন	মোঃ মোছলে উদ্দীন সরকার	৫২	মাদরা
৫	মোঃ মোশারফ হোসেন	মৃত- আতিয়ার রহমান	৫১	উত্তর ভাদিয়ালী
৬	মোঃ আঃ মান্নান গাজী	মৃত- আঃ জব্বার গাজী	৪১	দক্ষিণ ভাদিয়ালী

দলঃ নারী দল, ওয়ার্ড নং সাবেক- ১, ২ ও ৩

ক্রমিক	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম
০১	মোছাঃ তহমিনা	জং- মোঃ জিল-ুর রহমান	২৬	রামকৃষ্ণপুর
০২	মোছাঃ নেকজান বেগম	জং- মেছের আলী সরদার	৩৫	বেলী
০৩	মোছাঃ সামছুন নাহার	জং- আয়ুব আলী মোল-া	৩৩	রামকৃষ্ণপুর
০৪	মোছাঃ রেহেনা পারভীন	জং- মোঃ আঃ ছাত্তার	২৮	উত্তর সোনাবাড়ীয়া
০৫	মোছাঃ মনজিলা পারভীন	জং- মোঃ আছাদুর রহমান	২৫	দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়া
০৬	মোছাঃ সাজেদা খাতুন	পিং- মফিজুল ইসলাম	২৯	দক্ষিণ ভাদিয়ালী

দলঃ প্রতিবন্ধী /বয়স্ক দল, ওয়ার্ড নং সাবেক- ১, ২ ও ৩

ক্রমিক	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম
০১	জাহানারা খাতুন	জং- রমজান আলী	৩৫	রামকৃষ্ণপুর
০২	মোমেনা	জং - দীন আলী	৫৫	উত্তর সোনাবাড়ীয়া
০৩	মোঃ লিটন	পিং- মোঃ মসলেম আলী	২৫	রাজপুর
০৪	মোঃ জালাল উদ্দীন দালাল	পিং- মৃত- নছিম উদ্দীন দালাল	৬৩	বেলী
০৫	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত- সন্ড্রস বারী ম"ল	৩২	দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়া
০৬	মোঃ ইসমাইল	মৃত- নিয়ামত আলী	২৮	বেলী

দলঃ ভূমিহীন দল, ওয়ার্ড নং সাবেক- ১, ২ ও ৩

ক্রমিক	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম
০১	মোঃ সামছুর রহমান	মোঃ জালাল উদ্দীন সরদার	৩৭	মাদরা
০২	মোঃ সাইদুল ইসলাম	মোঃ আঃ করিম সরদার	৪০	সোনাবাড়ীয়া
০৩	মোঃ আলাউদ্দীন দালাল	মোঃ বাবুর আলী দালাল	৩১	রামকৃষ্ণপুর
০৪	মোঃ আনার"ল ইসলাম	মোঃ ইমান আলী বিশ্বাস	৩১	বড়ালী
০৫	মোঃ ওলিউর রহমান	মৃত- বিলাত আলী	৪০	দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়া
০৬	মোঃ সুরোত আলী	মৃত মোহর আলী	৩৮	দক্ষিণ ভাদিয়ালী

পরিশিষ্ট - ২৪ ঃ চুড়ান্ড় খসড়া পরিকল্পনা প্রনয়ণ অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা

(প্রাথমিক ও সেকেন্ডারী ষ্টেকহোল্ডার)

ক্রম	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম	পদবী/দল	স্বাক্ষর
১.	এস এম শহিদুল ইসলাম	মৃত- আঃ খালেক	৪১	উত্তর সোনাবাড়ীয়া	চেয়ারম্যান	
২.	মোঃ আনছার আলী	মৃত- আফতাব সরদার	৫৪	বোয়ালিয়া	ইউপি সচিব	
৩.	মোছাঃ খায়রুন নাহার	স্বামী- আশরাফুল	৩৫	দক্ষিণ ভাদিয়ালী	ইউপি সদস্য	
৪.	মোঃ তবিবার রহমান	মৃত- নওয়াব আলী বিশ্বাস	৪৭	বড়ালী	ডিএম সি সদস্য	
৫.	মোঃ শহিদুল-াহ	মোঃ খোদাবক্স বিশ্বাস	৪৯	বড়ালী	ডিএম সি সদস্য	
৬.	শ্রী মতি রমনি তরফদার	স্বামী- মেঘনাথ তরপদার	৩৫	দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়া	ইউপি সদস্য	
৭.	মোঃ মণিরুল ইসলাম	মৃত- খালেক সরদার	৪০	রাজপুর	ইউপি সদস্য	
৮.	মোঃ নুরুল ইসলাম	গিয়াস উদ্দীন সরদার	৪৭	দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়া	ইউপি সদস্য	
৯.	মোঃ গোলাম মস্ড়ফা	মোঃ শহীদ ওজিয়ার	৩৯	চাঁন্দা	ডিএম সি সদস্য	
১০.	মোঃ মোজাম্মেল গাজী	মৃত- আছির উদ্দীন গাজী	৭০	বড়ালী	কৃষক	
১১.	মোঃ মেহেদি হাসান	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	৩৮	বেলী	কৃষক	
১২.	মোঃ রবিউল ইসলাম	মৃত- কাশেম আলী মোড়ল	৬০	সোনাবাড়ীয়া	কৃষক	
১৩.	মোঃ সামছুদ্দিন	মোঃ মোছলে উদ্দীন	৫২	মাদরা	কৃষক	
১৪.	মোঃ মোশারফ হোসেন	মৃত- আতিয়ার রহমান	৫১	উত্তর ভাদিয়ালী	কৃষক	
১৫.	মোঃ আঃ মান্নান গাজী	মৃত- আঃ জব্বার গাজী	৪১	দক্ষিণ ভাদিয়ালী	কৃষক	
১৬.	মোছাঃ তহমিনা	জং- মোঃ জিল-ুর রহমান	২৬	রামকৃষ্ণপুর	নারী	
১৭.	মোছাঃ নেকজান বেগম	জং- মেছের আলী সরদার	৩৫	বেলী	নারী	
১৮.	মোছাঃ সামছুন নাহার	জং- আয়ুব আলী মোল-া	৩৩	রামকৃষ্ণপুর	নারী	
১৯.	মোছাঃ রেহেনা পারভীন	জং- মোঃ আঃ ছাত্তার	২৮	উত্তর সোনাবাড়ীয়া	নারী	
২০.	মোছাঃ মনজিলা পারভীন	জং- মোঃ আছাদুর রহমান	২৫	দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়া	নারী	
২১.	মোছাঃ সাজেদা খাতুন	পিং- মফিজুল ইসলাম	২৯	দক্ষিণ ভাদিয়ালী	নারী	
২২.	জাহানারা খাতুন	জং- রমজান আলী	৩৫	রামকৃষ্ণপুর	প্রতিবন্ধী	
২৩.	মোমেনা	জং - দীন আলী	৫৫	উত্তর সোনাবাড়ীয়া	প্রতিবন্ধী	
২৪.	মোঃ লিটন	পিং- মোঃ মসলেম আলী	২৫	রাজপুর	প্রতিবন্ধী	
২৫.	**মোঃ জালাল উদ্দীন**	পিং- মৃত- নছিম উদ্দীন	৬৩	বেলী	বয়স্ক	
২৬.	মোঃ রফিকুল ইসলাম	মৃত- সন্ড্রস বারী মন্ডল	৩২	দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়া	প্রতিবন্ধী	
২৭.	মোঃ ইসমাইল	মৃত- নিয়ামত আলী	২৮	বেলী	বয়স্ক	
২৮.	মোঃ সামছুর রহমান	মোঃ জালাল উদ্দীন সরদার	৩৭	মাদরা	ভূমিহীন	
২৯.	মোঃ সাইদুল ইসলাম	মোঃ আঃ করিম সরদার	৪০	সোনাবাড়ীয়া	ভূমিহীন	
৩০.	মোঃ আলাউদ্দীন দালাল	মোঃ বাবুর আলী দালাল	৩১	রামকৃষ্ণপুর	ভূমিহীন	
৩১.	মোঃ আনারুল ইসলাম	মোঃ ইমান আলী বিশ্বাস	৩১	বড়ালী	ভূমিহীন	
৩২.	মোঃ ওলিউর রহমান	মৃত- বিলাত আলী	৪০	দক্ষিণ সোনাবাড়ীয়া	ভূমিহীন	
৩৩.	মোঃ সুরোত আলী	মৃত মোহর আলী	৩৮	দক্ষিণ ভাদিয়ালী	ভূমিহীন	

পরিশিষ্ট - ২৫ ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা

ক্রম	নাম	প্রতিষ্ঠান	পদবী	ঠিকানা
১.	এস এম শহিদুল ইসলাম	ইউনিয়ন পরিষদ	চেয়ারম্যান	উত্তর সোনাবাড়ীয়া
২.	মোঃ আনসার আলী	ইউনিয়ন পরিষদ	সচিব	ইউনিয়ন পরিষদ
৩.	মোঃ আরশাদ আলী	ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	দক্ষিন ভাদিয়ালী
৪.	মোঃ আসাদুজ্জামান	ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	উত্তর ভাদিয়ালী
৫.	মোঃ মনির ল ইসলাম	ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	পূর্ব ভাদিয়ালী (রাজপুর)
৬.	মোঃ মতিয়ার রহমান	ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	মাদরা
৭.	মোঃ নুর ল ইসলাম	ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	দক্ষিন সোনাবাড়ীয়া
৮.	মোঃ হোসেন আলী	ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	উত্তর সোনাবাড়ীয়া
৯.	মোঃ আতাউল ইসলাম	ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	বেলী
১০.	মোঃ আব্দুর রউফ	ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	বড়ালী
১১.	মোছাঃ খাইর ন্নাহার	ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	দক্ষিন ভাদিয়ালী
১২.	শ্রীমতি রমনী তরফদার	ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	দক্ষিন সোনাবাড়ীয়া
১৩.	মোছাঃ কহিনুর বেগম	ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	রাম কৃষ্ণপুর
১৪.	মোঃ আব্দুল মান্নান	ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	রাম কৃষ্ণপুর
১৫.	মোঃ নজর ল ইসলাম	সোনাবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যাঃ	প্রধান শিক্ষক	চানদা
১৬.	মোঃ শহিদুল- াহ	পঃ পঃ অফিস	এফপিআই	বড়ালী
১৭.	মোঃ ফার ক হাসান	কৃষি অফিস	এস এ এ ও	উত্তর সোনাবাড়ীয়া
১৮.	মোঃ গোলাম মোস্ড়ফা	পশু সম্পদ বিঃ	পশু ডাক্তার	চানদা
১৯.	মোঃ আব্দুল মুকিত	ইউনিয়ন ভূমি অফিস	উপ সহঃ ভূমি কর্মকর্তা	সোনাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ
২০.	মোছাঃ ফিরোজা	-	দুঃস্থ নারী প্রতিনিধি	উত্তর সোনাবাড়ীয়া
২১.	মোঃ আতাউর রহমান খাঁ	-	কৃষক প্রতিনিধি	উত্তর সোনাবাড়ীয়া
২২.	মোঃ মতিয়ার রহমান বিশ্বাস	-	মৎস্য প্রতিনিধি	উত্তর সোনাবাড়ীয়া
২৩.	মোঃ তবিবর রহমান	-	সমাজ সেবক	বড়ালী
২৪.	মোঃ রেজাউল করিম	-	সমাজ সেবক	বড়ালী
২৫.	মোঃ জহুর আলী	মুক্তিযোদ্ধা অফিস	কমান্ডার	শ্রীরামপুর
২৬.	মোঃ আবু বক্কর	উঃ সোঃ জামে মসজিদ	ঈমাম	সোনাবাড়ীয়া বারিকের মোড়
২৭.	মোঃ আতিয়ার রহমান	ইউপি জামে মসজিদ	ঈমাম	সোনাবাড়িয়া
২৮.	ডাঃ আব্দুল মজিদ	আনসার ভিডিপি অফিস	ইউনিয়ন কমান্ডার	মাদরা
২৯.	ডাঃ রেজাউল হক	-	গ্রাম্য ডাক্তার	উত্তর ভাদিয়ালী
৩০.	মোছাঃ মাকছুদুর	ব্রাক	স্বাস্থ্য সহকারী	উত্তর ভাদিয়ালী
৩১.	মোছাঃ মাহমুদা খাতুন	-	সমাজ সেবিকা	বড়ালী
৩২.	মোছাঃ খাদিজা বেগম	-	সমাজ সেবিকা	রাজপুর
৩৩.	মোঃ গোলাম কুদ্দুস	বি, আর, ডি,বি	পরিদর্শক	সোনাবাড়িয়া
৩৪.	মোঃ মোজাম্মেল হক	-	সমাজ সেবক	পূর্ব ভাদিয়ালী (রাজপুর)
৩৫.	প্রদীপ রায় চৌধুরী	আশা	ক্রেডিট অফিসার	সোনাবাড়ীয়া শাখা
৩৬.	মোঃ শামুর রহমান	সমাধান	মাঠ সংগঠক	কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

Dcmsnvit

সমাপনী বক্তব্যে অদ্যকার সি আর এ চুড়ান্ড় খসড়া পরিকল্পনা সভার সন্মানিত সভাপতি মোঃ শহিদুল ইসলাম বলেন, এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে প্রধানত জলাবদ্ধতা ও আর্সেনিক সমস্যাই প্রধান সমস্যা। তিনি আরো বলেন বর্তমানে আমার এই ইউনিয়নে আর্সেনিক মুক্ত ডিপ টিউওবয়েল স্থাপন করলে অল্পমাত্রায় পানি উঠে এবং দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। ইউনিয়নের লোকজন বিশুদ্ধ পানির অভাবে দিন দিন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ড় হচ্ছে ফলে পরবর্তীতে একটা চরম বিপর্যয় ঘটতে পারে। এই পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মসূচী হাতে নেয়ার জন্য আমি প্রথমে সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়কে ধন্যবাদ জানাই এবং বান্ড় বায়নকারী সংস্থা হিসেবে সমাধান-এর কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানাই। এ মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে খুব ভাল লাগছে। কারণ ইউনিয়নের পরিকল্পনা শুধু মাত্র ইউপির নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সচিবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু আজ স্থানীয় দুর্যোগের ঝুকি প্রশমন প্ররিকল্পনা তৈরীতে ইউনিয়নের সকল পর্যায়ের জনগণকে সম্পৃক্ত করে তৈরী হচ্ছে এবং ইউনিয়নের সকল পর্যাযের জনগণ জানতে পারছে। দ্রুত এই পরিকল্পনা বান্ড়বায়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকারের বিভিন্ন মহল এবং সংশি- ষ্ট এনজিও সমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করলে আমাদের এলাকার সাধারণ জনগণের সীমাহীন দূর্ভোগ একদিকে যেমন লাঘব হবে অন্যদিকে এই ব্যয়িত সময় ও পরিশ্রম সার্থক হবে।

পরিশেষে তিনি ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে আগত নারী, কৃষক, ভূমিহীন. প্রতিবন্ধী ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধিদেরকে মূল্যবান সময় দিয়ে পরিকল্পনা প্রনয়নে সতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশ গ্রহণ ও মতামত দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সমাাপ্ত